বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

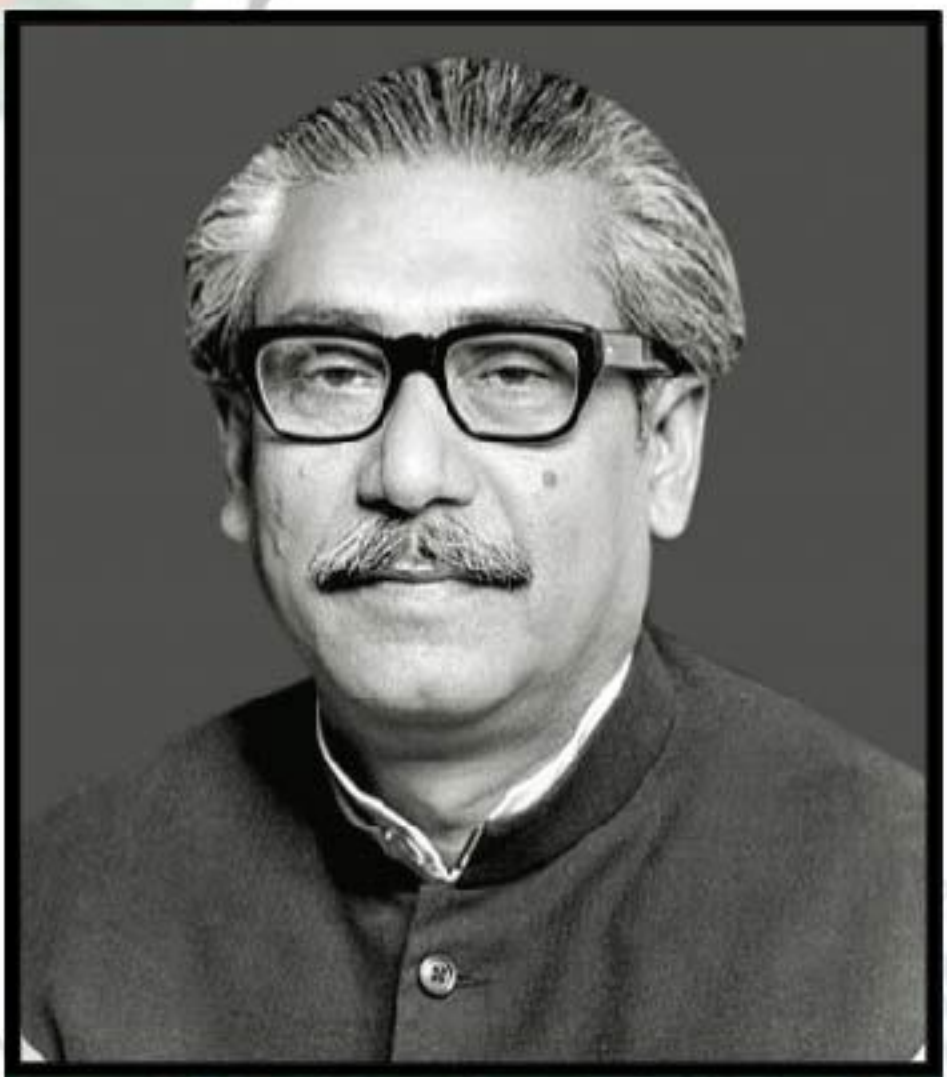

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

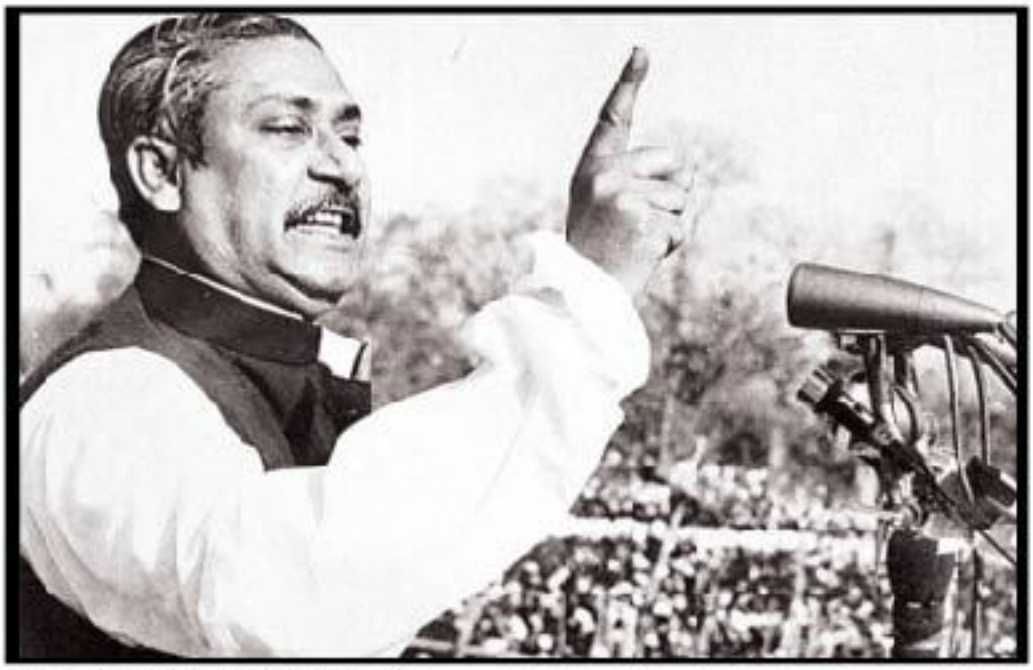

রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিবো
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা-আল্লাহ

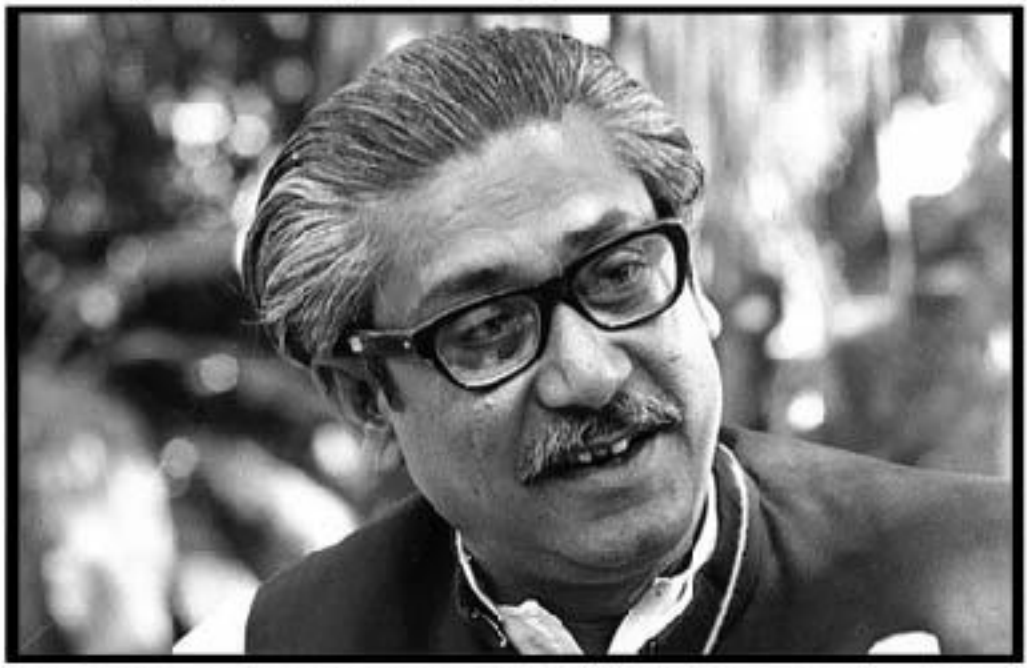

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বৃটিশ তেল কোম্পানি 'শেল অয়েল' হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ৪.৫০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং (১৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকা) দাম দিয়ে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেন। এটি স্বাধীন বাংলাদেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

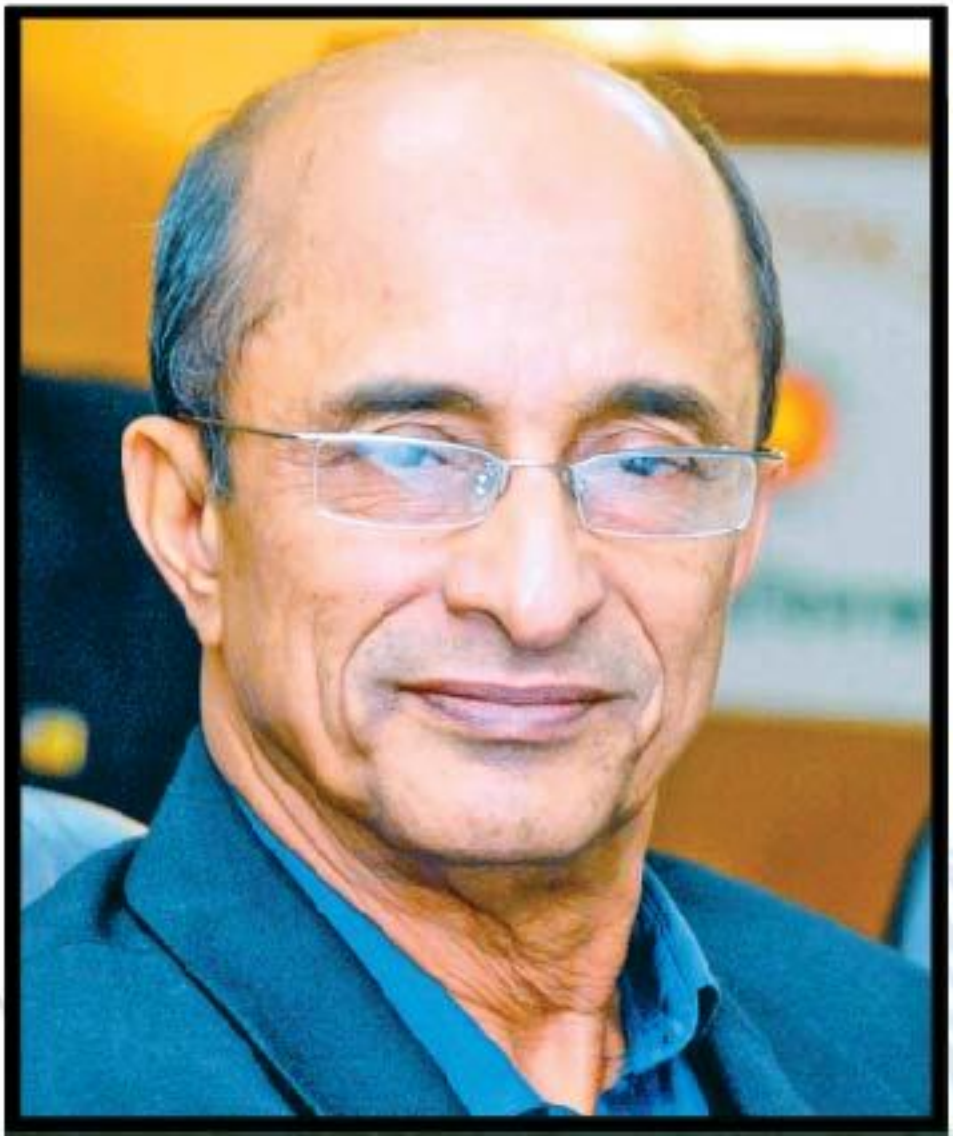

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম, পি এইচ ডি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
নসরুল হামিদ, এম পি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

সূচীপত্র

১. মুখবন্ধ — পৃষ্ঠা-১৭
২. কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-১৯
কমিশন গঠন — পৃষ্ঠা-২০
কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ — পৃষ্ঠা-২১
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের প্রোফাইল — পৃষ্ঠা-২৩
কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা — পৃষ্ঠা-২৯
কমিশনের কার্যপরিধি — পৃষ্ঠা-৩১
কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো — পৃষ্ঠা-৩২
কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো — পৃষ্ঠা-৩৩
কমিশনের বিভিন্ন সভাসমূহ (কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা, গণশুনানি) — পৃষ্ঠা-৩৫
৩. প্রশাসন শাখার কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-৩৯
৪. বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-৪৫
৫. গ্যাস শাখার কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-৫৩
৬. পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-৬৭
৭. আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-৭৫
৮. অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম — পৃষ্ঠা-৭৯
৯. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক — পৃষ্ঠা-৮৫
১০. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) বাস্তবায়ন — পৃষ্ঠা-৮৯
১১. কমিশনের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা — পৃষ্ঠা-৯৩
১২. কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানের নামের তালিকা — পৃষ্ঠা-১০৭
১৩. কমিশনের কর্মকর্তাগনের বিবরণ — পৃষ্ঠা-১০৯
১৪. নিরীক্ষা প্রতিবেদন — পৃষ্ঠা-১১৭
১৫. ফটো গ্যালারী — পৃষ্ঠা-১৫১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

মুখবন্ধ

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্যাস সম্পদ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, উক্ত খাতে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ মূলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২১ ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থ-বছর সমাপ্তির পর পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সংবলিত একটি প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে মহান সংসদে পেশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) ২০২১-২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আমার বিশ্বাস এ প্রতিবেদন কমিশনের বাৎসরিক কার্যক্রমের প্রতিফলন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

কমিশন একটি নিরপেক্ষ এবং Quasi-Judicial সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিয়মিত উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, প্রিপেইড ও ইভিসি মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়ন চালুসহ নানা ধরনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে। অধিকন্তু ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণসহ অসাধু ও একচেটিয়া ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করতে কমিশন স্বীয় ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ন্যায্য অধিকার, সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১১ টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরও ১২ টি প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে ১০ টি প্রবিধানমালা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী কমিশন লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যেকোন বিবাদ নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট ৪৬ টি বিবাদ মীমাংসার আবেদনসহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ৩৭৮টি আবেদনের মধ্যে ২১০টি আবেদন নিষ্পত্তি করে রোয়েদাদ ও আদেশ জারি করা হয়েছে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২০টিসহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ১৭৫টি ভোক্তা অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এর প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশমতে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি'র) মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণের নিমিত্ত ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে গণশুনানি গ্রহণের মাধ্যমে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে কমিশন কর্তৃক ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ জারী করা হয় এবং এর পর থেকে কমিশন প্রতিমাসে Saudi CP এর ভিত্তিতে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় ট্যারিফ আদেশ জারী করে আসছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ১২৫টি, সংশোধিত ৭৯টি ও নবায়ন ৬১০টিসহ মোট ৮১৪টি এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন ১২০টি, সংশোধিত ১১৪টি ও নবায়ন ২৭৬টি সহ মোট ৫১০টি এবং গ্যাস বিপণন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২৬১টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতেও সরকার নির্ধারিত স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক কমিশন মোট ৮৬টি কমিশন সভা, ১০টি সমন্বয় সভা এবং ২টি করে উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির আয়োজন করেছে।

কমিশন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সম্পর্কিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা SAFIR, US Department of State, USAID এর প্রোগ্রাম: NARUC, SARI/EI, IRADe, BADGE এবং ERRA, ICER এর সাথে সভা, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। SAFIR, US Department of State, USAID কর্তৃক আয়োজিত অনলাইনে আয়োজিত ৯টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার কমিশন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ইউটিলিটিসমূহ হতে মোট ৬৯জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিত করার নিমিত্ত এনার্জি অডিট প্রবর্তন, নিজস্ব ভবন নির্মাণ, কোডস অব স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন, জনবল বৃদ্ধিকরণ এবং কমিশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনসহ একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি খাতে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কমিশন একটি আস্থাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রতি কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

পরিশেষে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ আব্দুল জলিল)

কমিশন পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

কমিশন গঠন

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইন মোতাবেক কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য

মো: মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য

মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য

মো: কামরুজ্জামান
সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে (সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদায়) যোগদান করেন। তিনি South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি International Confederation of Energy Regulators (ICER) Steering Committee (SC) এর একজন অন্যতম সদস্য।

অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী জনাব এমএ জলিল, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের সদস্য হিসেবে ২১ জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রি. তারিখে তাঁর সরকারি কর্মজীবন শুরু করেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব (২০১৭-২০১৮) এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব (২০১৬-২০১৭) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর এবং বিইআরসি'তে যোগদানের পূর্বে তিনি অতি দরিদ্র, এতিম ও দুস্থদের উন্নতির জন্য কাজ করা মানব-হিতৈষী সংস্থা-'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ভারতের সাথে ঐতিহাসিক 'The Land Boundary Agreement, 1974' এবং 'The Protocol 2011' এর বাস্তবায়নের কাজ, স্ট্রিপ ম্যাপস্ প্রণয়ন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভূ-সীমানার অমীমাংসিত সীমানা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় এলাকা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি মাঠ প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ বিভাগীয় কমিশনার, খুলনার দায়িত্বও পালন করেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদের মধ্যে তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত), দিনাজপুর ও নোয়াখালী জেলায় জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ৩ (তিন) বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বাবিউবো) সচিব এর দায়িত্বে ছিলেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাঠ প্রশাসনে রয়েছে তাঁর কাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।

সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০২১' পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে জনাব এমএ জলিল বেশ কয়েকটি ডিজিটালাইজিং কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন করেছেন। মাঠ প্রশাসনে 'ফ্রন্ট ডেস্ক', 'ওয়েব পোর্টাল', ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) প্রবর্তন এবং জনসেবায় উদ্ভাবনী চর্চার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ভূমি সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ই-নামজারী কার্যক্রম ও ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রমের প্রারম্ভিক সময়ে তাঁর উদ্যোগ ও ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মকালীন অনলাইন মৌজা ম্যাপস্ ও স্বত্বলিপি প্রদর্শন, বিতরণ, ছিটমহলসমূহের স্বত্বলিপি (Record of Rights) ও ডিজিটাল মৌজা ম্যাপস্ প্রস্তুত এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কর্মকালীন ই-হজ্ব ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় ই-প্রাক-নিবন্ধন ও ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালুকরণ তাঁর অনন্য উদ্যোগ।

দীর্ঘ কর্মজীবনে জনাব এমএ জলিল দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত ১০ দিন ব্যাপী "49th PURC/World Bank International Training Program on Utility Regulation and Strategy" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তিনি MATT-2 সহ দেশের অভ্যন্তরীণ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ যেমন: (1) 'Public Administration Capacity Building' at AIT, Thailand; (2) 'Senior Executive Certificate Course for Strategic Management' at MACC, Malaysia; (3) 'Critical Elements of Corruption Detection & Investigation' at MACC, Malaysia; (4) 'Security Sector Development in the Indian Ocean Region' in Honolulu, Hawaii, USA; (5) 'e-Government Policy Management Course' in South Korea; (6) 'Managing At The Top-2 (MATT-2)' at University of Wolver Hampton, UK এবং (7) 'Strengthening Government Through Capacity Development' in the Civil Service College of UK ইত্যাদিসহ আরো অনেক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ও সরকারি কাজে মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, চীন, ফিনল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সৌদি আরবসহ বহু দেশ ভ্রমণ করেন।

জনাব এম এ জলিল ২১ অক্টোবর, ১৯৫৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের সিলেট জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর কন্যা বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন এবং পুত্র ৪০তম বিসিএস (পররাষ্ট্র) ক্যাডার এ নিয়োগপ্রাপ্ত।

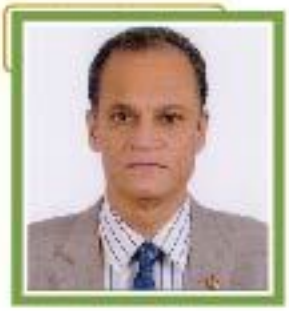

মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোহাম্মদ আবু ফারুক ৩০ জানুয়ারি ২০২০ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে বি.এস.সি. (অনার্স) এবং এম.এস.সি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব ফারুক ১৯৮৬ সালের ৮ম বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) ক্যাডারে এ্যাসিসটেন্ট একাউনটেন্ট জেনারেল হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পদে ১৫ বছরের অধিক সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনাব ফারুক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করেন। তদ্‌পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়সহ অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় ১৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব ফারুক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে পরিচালক (অর্থ), সচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের 'প্রকল্প পরিচালক' হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, জনবল ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা কার্যক্রম এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে।

কর্মজীবনে জনাব ফারুক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ান ফেডারেশন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিল সফর করেন।

জনাব ফারুক ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী খুরশিদ আরা একজন গৃহিণী। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহমিদ মুনাত যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইর্য়কস্থ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করে বর্তমানে ওয়াল স্ট্রিটে প্রযুক্তি সেক্টরে কর্মরত রয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মেহরাজ মাহ্‌দীন বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেশনাল, ঢাকা-তে বি.বি.এ. অধ্যয়নরত।

মো: মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী ২০২০ সনের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্ব বিভাগে এম.এস.সি করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

জনাব চৌধুরী ১৯৭৫ সালে পেট্রোবাংলায় একজন ফিল্ড ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পেট্রোবাংলার অধীনস্ত মুলাদী, ফেনী, সীতাকুন্ড, বিয়ানীবাজার ইত্যাদি অনুসন্ধান কূপে ওয়েলসাইট জিওলজিস্ট হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও দ্বিতীয় গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে দুইটি অনুসন্ধান কূপ (মরিচাকান্দি ও বেলাবো ক্ষেত্র দুটি আবিষ্কৃত হয়), কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়নে দুইটি নতুন তেলের আধার ও দুইটি নতুন গ্যাস আধার আবিষ্কারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জনাব চৌধুরী ১৯৯৫ সালের জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পেট্রোবাংলায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি ও বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৮ সালে পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিকল্পনা) হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

পেট্রোবাংলা থেকে অবসর গ্রহণের পর হাইড্রোকার্বন ইউনিট এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের জ্বালানি অনুসন্ধান উন্নয়ন ও উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের তেল/গ্যাস এর সম্ভাবনা ও মজুদ নিরূপন এবং পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কূপসমূহ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকরেন।

জনাব চৌধুরী ২০১০ সালের শেষ ভাগ থেকে ২০১৭ জুন পর্যন্ত সেন্টার ফর এনভায়রমেন্ট এন্ড জিয়োগ্রাফিক্যাল সার্ভিসের (CEGIS) জ্বালানী উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে কোল সোর্সিং, ট্রান্সপোর্টেশন ও হ্যান্ডলিং ফর খুলনা, চট্টগ্রাম ও মহেশখালী সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও রামপাল, এস আলম কোলফায়ার্ড পাওয়ারপ্লান্ট, বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম গ্যাস পাইপলাইন, ঘোড়াশাল সার কারখানা ইত্যাদি প্রকল্পের আই.ই.ই এবং ই.আই.এ প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৭ জুলাই থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত কুতুবদিয়া ও পায়রা এলাকায় এলএনজি স্টোরেজ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। জুলাই ২০১৮ পুনরায় CEGIS এ জ্বালানী উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দেন। এসময় তিনি বাংলাদেশে ২য় পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ, শিলিগুড়ি ভারত থেকে পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত তেল পাইপ লাইন নির্মাণের উপর আই.ই.ই এবং ই.আই.এ প্রণয়ন করেন।

জনাব চৌধুরী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ০২ নং সেক্টরের অধীন ক্র্যাক প্লাটুনের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে ঢাকা শহর ও এর সংলগ্ন পূর্ব অঞ্চলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরীর স্ত্রী শাকিলা বানু ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষিকা। ব্যক্তি জীবনে তিনি এক কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানের জনক।

মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে (বিইআরসি) সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে নিয়মিত সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিষয়ে ১৯৮৩ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এনইউবি) থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এমবিএ (ফিন্যান্স) অর্জন করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (বাপবিবো) সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং) ক্যাডারে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী হিসাবে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত বাপবিবোতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভিন্ন পদে যেমন- সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, বিভাগীয় বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী, সিনিয়র পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সিনিয়র পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এবং সহকারী জেনারেল ম্যানেজার পদে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা রেলওয়ে বিভাগ, সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ বিভাগ, পাকশী রেলওয়ে বিভাগ, জেনারেল ম্যানেজার/পূর্বাঞ্চল দপ্তর এবং মহাপরিচালকের দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান অক্টোবর ২০০৬ তে উপসচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তিনি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হিসাবে প্রায় এক বছর কাজ করার পর জুলাই ২০০৮ এ পরিচালক(বিদ্যুৎ) পদে প্রেষনে বিইআরসি তে যোগদান করেন। বিইআরসি প্রতিষ্ঠার পর তিনিই এর সর্বপ্রথম পরিচালক (বিদ্যুৎ) হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিচালক (বিদ্যুৎ) এর দায়িত্বের পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় টিএ প্রজেক্ট ফর ইন্সটিটিউশনাল ডেভলাপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপসচিব এবং যুগ্ম-সচিব হিসাবে সাসটেইন্যাবল এনার্জি ডেভলাপমেন্ট অধিশাখায় কাজ করেছেন। এই অধিশাখায় কাজের সময় তিনি "টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)" প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে বিদ্যুৎ বিভাগের টিএ প্রজেক্ট ফর উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক" হিসেবে সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৯, তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বৎসরের সরকারি চাকরিকালীন তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে ইউটিলিটি রেগুলেশন ও স্ট্র্যাটেজি, ইফেকটিভ রেগুলেশন অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউটিলিটিস এবং ট্যারিফ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে তিনি PURC/UF (USA), AIT (Thailand) এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব মোহাম্মদ বজলুর রহমান ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৩১ অক্টোবর ১৯৬০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক এবং তাঁর স্ত্রী একজন গৃহিনী।

মো: কামরুজ্জামান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ১৯৮৩ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব কামরুজ্জামান ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে পেট্রোবাংলার একটি অন্যতম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানিতে সহকারি রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। কোম্পানিতে চাকুরীকালে গ্যাস ফিল্ড পরিচালনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জনাব কামরুজ্জামান প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে গ্যাস প্রসেসিং প্লান্ট ডিজাইন, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড, গ্যাস কূপ ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম, গ্যাস ফিল্ডস্ পরিচালনা ও উন্নয়ন, গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন ও অপারেশন ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ৩ (তিন) বছরেরও অধিক সময় বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর দায়িত্ব পালনকালে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার জন্য ২০১৬ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহে এ কোম্পানি জ্বালানি সেক্টরে ১ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেন।

জনাব কামরুজ্জামান ২০১৮ সালের জুন মাসে পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইন্স) হিসেবে অপারেশন ও মাইন্স পরিদপ্তরে পদায়িত হন। এ সময় তিনি পেট্রোবাংলার ১৩টি কোম্পানির অপারেশনাল কার্যক্রম তদারকিসহ কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি পেট্রোবাংলার এলএনজি সেলের প্রধান হিসেবে ভাসমান এলএনজি টারমিনাল এর অপারেশনাল কার্যক্রম সমন্বয় এবং এলএনজি আমদানি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং মাতারবাড়ীতে এলএনজি ল্যান্ড টারমিনাল স্থাপনের প্রাথমিক কার্যাবলী ও ফিজিবিলিটি স্টাডির লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি প্রায় ৯ (নয়) মাস অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন।

তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য/পরিচালক হিসেবে পেট্রোবাংলার ৪টি কোম্পানি - বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পিডিবির আওতাধীন ১টি কোম্পানি - নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর দায়িত্ব পালন করেন। গ্যাস সেক্টরে জনাব কামরুজ্জামান এর প্রায় দীর্ঘ ৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বিভিন্ন সভা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিন কোরিয়া ও ভারত সফর করেন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের ভিশন, মিশন ও কৌশলগত কর্মপন্থা

ভিশন

এনার্জি খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ।

মিশন

১. সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।
২. এনার্জি খাতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ন করা।
৩. জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।
৪. কর্ম এবং উদ্দীপনা ভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা।
৫. এনার্জি খাতে সকল স্টেকহোল্ডারদের সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশলগত কর্মপন্থা

১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা।
২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩. প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও উত্তম চর্চার মাধ্যমে কমিশনের কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
৪. ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় রেগুলেটরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. জ্বালানি বিষয়ক বিভিন্ন কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড, গাইডলাইনস্ ও প্রবিধান প্রণয়ন করা।
৬. ভোক্তার স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত গবেষণা পরিচালনা।

কমিশনের কার্য পরিধি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধ্যায় ৪, ধারা ২২ অনুযায়ী কমিশনের কার্য পরিধি নিম্নরূপ

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানী ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাহার চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও উহার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে, প্রয়োজনবোধে, সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে আরবিট্রেসনে প্রেরণ করা;

(ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিত করা;

(ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ড) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হইলে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুদকরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো

সরকার অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১ জন।
অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের সংখ্যা নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত ২০২১-২০২২ অর্থবছর	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	চেয়ারম্যান	০১	০১	--	
২	সদস্য	০৪	০৪	--	
৩	সচিব	০১	০১	--	
৪	পরিচালক	০৪	০৩	--	২ জন সংযুক্তি
৫	উপপরিচালক	০৮	০৮	--	১ জন সংযুক্তি
৬	সহকারী পরিচালক	১৬	১২	০৪	১ জন সংযুক্তি
৭	একান্ত সচিব	০১	০১	--	
৮	ব্যক্তিগত সহকারী	১০	০৯	০১	
৯	অফিস সহকারী/ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৭	০৭	--	
১০	হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	০১	০১	--	
১১	গাড়িচালক	০৮	৮+৫*+১**	--	*অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ০৫ জন গাড়িচালক চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছে। **দৈনিক মজুরীভিত্তিক ০১ জন গাড়িচালক নিয়োজিত আছে।
১২	অফিস সহায়ক	১৮	১৬+০৩**	০২	** দৈনিক মজুরীভিত্তিক ০৩ জন নিয়োজিত আছে।
১৩	নিরাপত্তা প্রহরী	০২	০২	--	
১৪	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	--	**০২		* * দৈনিক মজুরীভিত্তিক নিয়োজিত আছে।
	মোট	৮১	৮৪	০৭	

উল্লেখ্য, কমিশনের সংশোধিত জনবল কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

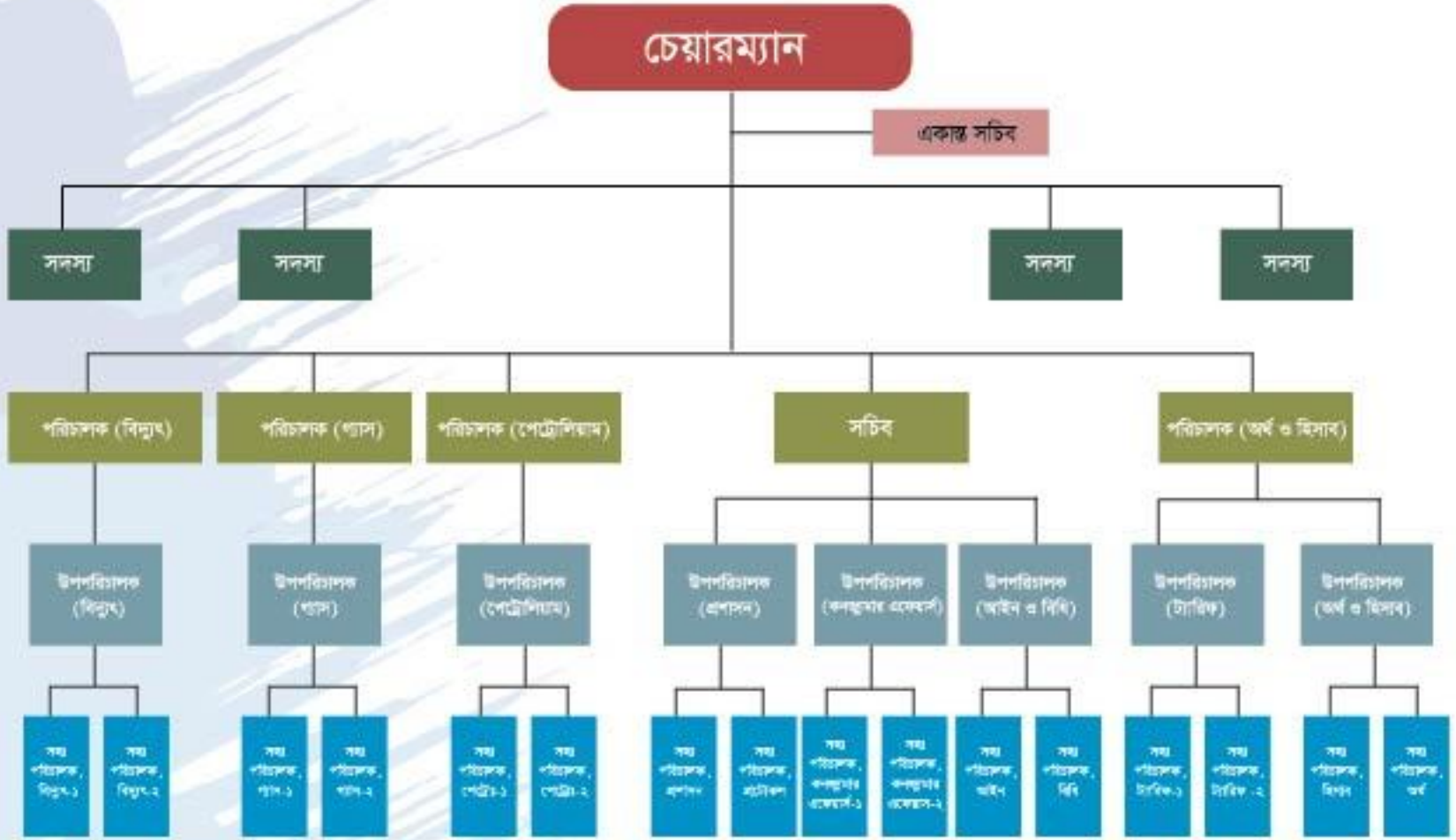

বিঃদ্রঃ কমিশনের বিদ্যমান অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে আরো নতুন ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি পদ সৃষ্টির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

কমিশনের বিদ্যমান অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ৭৬ (ছিয়াত্তর) টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর
প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো
বিদ্যমান জনবল-৮১
প্রস্তাবিত জনবল-৭৬
মোট জনবল-১৫৭

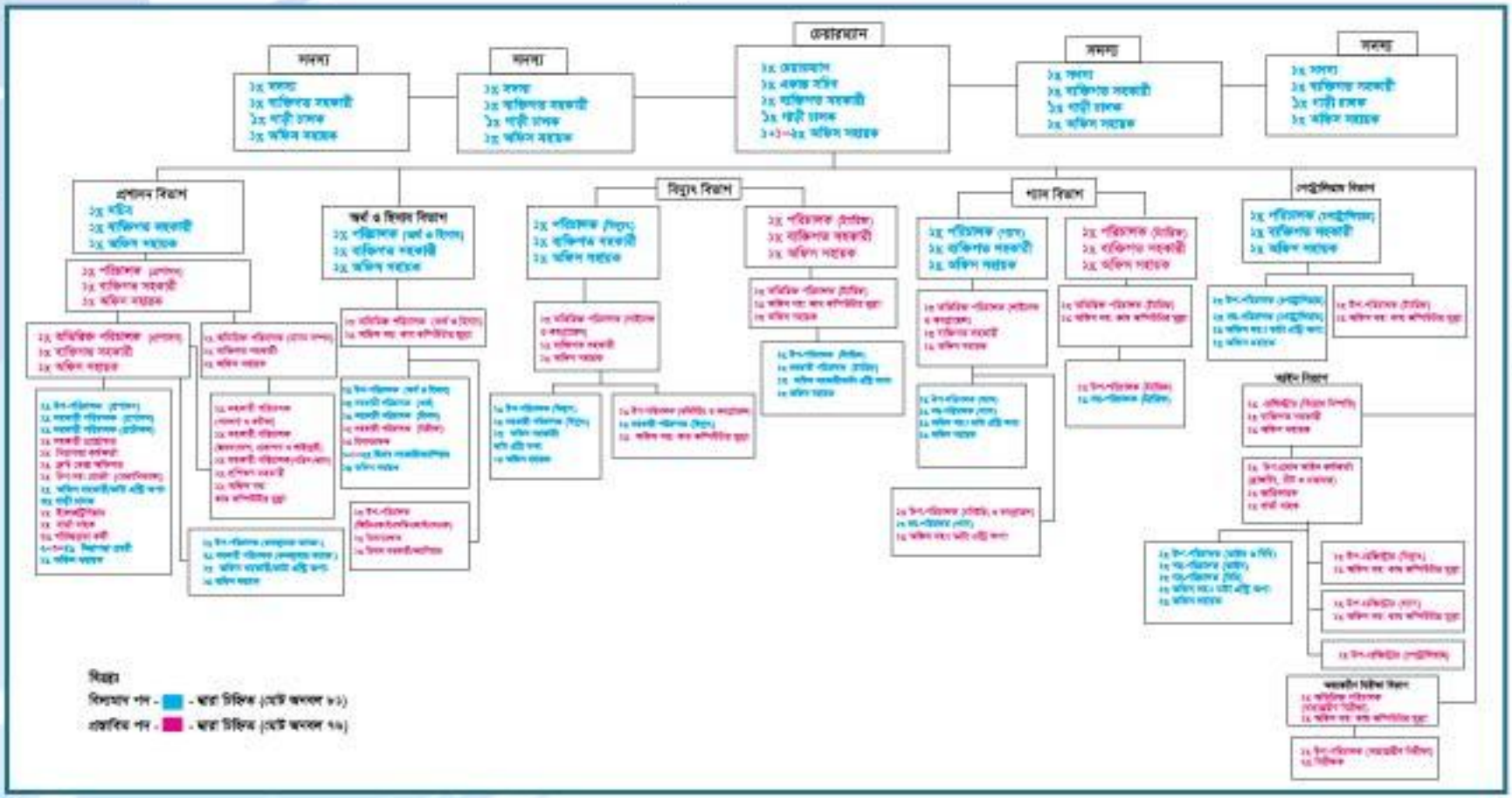

কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২ অনুযায়ী পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও জরুরী/গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কমিশন বিশেষ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিবরণ:

সারণি-১: কমিশনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	কমিশন সভার সংখ্যা	বিশেষ কমিশন সভার সংখ্যা	মোট
২০১৭-১৮	৪১	১	৪২
২০১৮-১৯	৩৮	৫	৪৩
২০১৯-২০	৪১	৮	৪৯
২০২০-২১	৫০	২৫	৭৫
২০২১-২২	৩২	৫৪	৮৬

কমিশন সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা

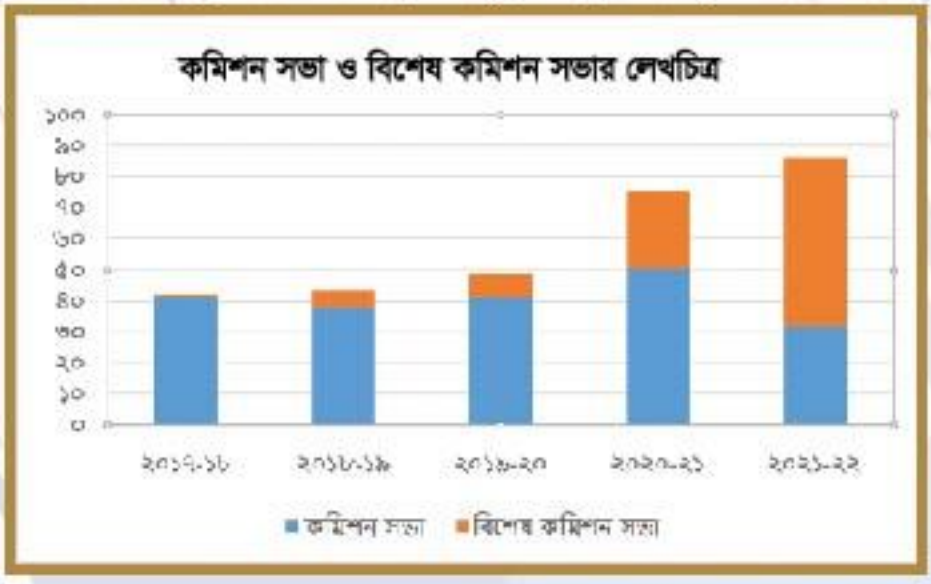

লেখচিত্র-১: ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরভিত্তিক কমিশন সভা ও বিশেষ কমিশন সভার চিত্র

সমন্বয় সভা

কমিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্মকান্ডের সার্বিক বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য কমিশনে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সমন্বয় সভায় পূর্ববর্তী মাসে গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সমন্বয় সভায় কমিশনের সকল শাখার দাপ্তরিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, অফিসের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও কর্মচারীদের আইনানুগ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভা চালু করার ফলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কমিশনের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি-২ : বিগত ৪ বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সভার সংখ্যা
২০১৮-১৯	১২
২০১৯-২০	১০
২০২০-২১	১০
২০২১-২২	১০

করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে সরকার কর্তৃক জনসাধারণের চলাচলে সাধারণ বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়ায় ২টি মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

সমন্বয় সভায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব, পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা

উন্মুক্ত সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুদকরণ ও বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

স্থায়ী লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৩(৬) অনুযায়ী উন্মুক্ত সভার আয়োজন করে থাকে। উক্ত সভায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদর্শক, কমিশনের সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সীর প্রতিনিধিবৃন্দ, কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতি তিন মাস অন্তর উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। তবে দেশে করোনা সংক্রমণজনিত কারণে সরকার কর্তৃক জনসাধারণের চলাচলে ও জনসমাগমে সাধারণ বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়ায় প্রতিবেদনাধীন সময়ে ০২(দুই)টি উন্মুক্ত সভা আয়োজন করা হয়। বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিবরণ:

সারণি-৩ : কমিশনে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত সভার বিগত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	উন্মুক্ত সভার সংখ্যা
২০১৭-১৮	৪
২০১৮-১৯	৪
২০১৯-২০	৩
২০২০-২১	১
২০২১-২২	২

বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে আয়োজিত উন্মুক্ত সভায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও পরিচালকগণ

গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৪) এবং ৩৪(৬) অনুযায়ী কমিশন জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে বিশেষ করে ট্যারিফ নির্ধারণ ও পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেয়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সকল স্টেকহোল্ডারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তা প্রতিনিধিগণের মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশন গণশুনানি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটসহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

সারণি-৪: ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর ভিত্তিক গণশুনানি

অর্থবছর	আবেদনের সংখ্যা	গণশুনানির সংখ্যা			
		বিদ্যুৎ সংক্রান্ত	গ্যাস সংক্রান্ত	পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সংক্রান্ত	মোট
২০১৭-১৮	৭	-	৭	--	৭
২০১৮-১৯	৮	-	৮	--	৮
২০১৯-২০	৮	৮	-	--	৮
২০২০-২১	৮	--	--	১	১
২০২১-২২	১৮	১	৮	৯ (এলপিজি)	১৮
মোট	**৪৯**	**৯**	**২৩**	**১০**	**৪২**

প্রাকৃতিক গ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার এবং লাইসেন্সীসমূহের মার্জিন-চার্জ পরিবর্তনের প্রস্তাব সংবলিত আবেদনসমূহের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণের শুনানিতে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কার্যক্রম

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, বদলী, কমিশন সভা, সমন্বয় সভা, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানীসহ বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, স্টোর ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, প্রটোকল ও ডেসপাস নিয়ন্ত্রণসহ বিবিধ কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে এনার্জি খাতে রেগুলেটরী ধারণা অতি সাম্প্রতিক বলা যায়। কমিশনে কর্মরত নিজস্ব, প্রেষণ ও সংযুক্তিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, আইনে বর্ণিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন, বিইআরসিকে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বিবেচ্য সময়ে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সকল কর্মচারীর বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে তিনটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে তুরস্ক, মিশর-সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে মোট ১৮জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া US Department of States, USAID ও SAFIR এর আয়োজনে মোট ৯টি অনলাইন প্রশিক্ষণ/সেমিনারে কমিশন, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ইউটিলিটিসমূহ হতে মোট ৬৯জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

নিজস্ব ভবন নির্মাণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অনুকূলে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে এনার্জি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত গ্রীন বিল্ডিং (আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং-এফ৪/সি এর ০.২৪৫ একর বা ১৪.৭ কাঠা) নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেকটস (আইএবি) এর সহযোগিতায় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

কমিশনের নিজস্ব স্থায়ী ভবনের চূড়ান্ত নকশা

টেস্টিং ইন্সটিটিউট স্থাপন

দেশে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন, বিতরণ ও ব্যবহার পর্যায়ে ব্যবহৃত Tools and Equipments এর Standardization নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের Up-stream এবং Down stream এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা সম্ভব। চাহিদাকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অধিকাংশ সরকারি উদ্যোগে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত এ সকল সামগ্রীর মান যথাযথ কিনা এবং যন্ত্রপাতিসমূহের মান নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বিইআরসি'র অধীনে টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য কমিশনের অনুকূলে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ০১ নং সেক্টরে ২০৩ নং রাস্তার ০০১ নং প্লটের ১ (এক) বিঘা আয়তনের জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রাজউক হতে জমির মালিকানা/দখল পাওয়ার পর টেস্টিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

আউটরিচ কর্মসূচি

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশন আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করা যেমন কমিশনের দায়িত্ব তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থ, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন স্থানীয়/তৃণমূল পর্যায়ে আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি/সংস্থাসমূহের সেবার মান সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ সরাসরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়। এ পর্যন্ত কমিশন হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০ (বিশ)টি আউটরিচ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক জনগণের চলাচলে ও জনসমাগমে সাধারণ বিধি-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশন হতে কোন আউটরিচ কর্মসূচির আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আগামীতে পর্যায়ক্রমে দেশের সব অঞ্চলে আউটরীচ কর্মসূচী আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

অভিযোগ বক্স

কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চয়তা করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রবেশমুখে একটি স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত সেবা প্রার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি/স্টেকহোল্ডারগণ কমিশনের সেবার বিষয়ে কোনো পরামর্শ/ অভিযোগ থাকলে তা অভিযোগ বাক্সে জমা দিতে পারেন। এছাড়া অনলাইনে complain.berc@gmail.com ই-মেইলে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ করা কমিশনের অন্যতম আইনি দায়িত্ব। ভোক্তা অভিযোগের বিষয়টি কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে তা নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কমিশনে 'কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স' নামে আলাদা একটি শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৫৪ ধারায় ভোক্তা অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা আছে।

এনার্জি সেবা বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ বা অসুবিধা সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি/সংস্থা হতে যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি না করা হলে সে বিষয়ে কমিশনে আবেদন করা যাবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৫৪ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২০টি সহ কমিশনে দাখিলকৃত মোট ১৭৫টি ভোক্তা অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আইসিটি সেলের কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম

আইসিটি সেল কমিশনের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ শাখা। আধুনিক ও যুগোপযোগি প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি সেবাসমূহকে সহজীকরণ এবং সরকারের গৃহিত ই-সার্ভিসসমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিম কাজ করছে। কমিশনের একজন পরিচালক, একজন উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব) এবং চারজন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইনোভেশন টিমের মাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমিশনের ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান। লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরির সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ই-লাইসেন্সিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ অনলাইনে কমিশন হতে প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্সের আবেদন করতে পারছেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেই লাইসেন্স ইস্যু করা হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহিতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমে যাচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্স আবেদন ও গ্রহণের জন্য অফিসে যাতায়াতের প্রয়োজন হয় না বিধায় সেবা গ্রহিতাগণ ঝামেলা ও হয়রানিমুক্ত ভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ই-লাইসেন্স সফটওয়্যার আধুনিকিকরণ কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়েবসাইট:

www.berc.org.bd শিরোনামে কমিশনের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। বিদ্যমান ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কমিশনের সেবা সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য সহজে পাওয়া যায়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ আদেশ/বিজ্ঞপ্তি, খসড়া প্রবিধান ইত্যাদি যথাসময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। কমিশনের ওয়েবসাইটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

মুজিব কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে "মুজিব কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে স্থাপিত "মুজিব কর্ণার" ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মুজিব কর্ণারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা আত্মজীবনীমূলক বই, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী ও বর্ণাঢ্য জীবনীর উপর লেখা পুস্তকসহ মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, ডকুমেন্টসমূহ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়াও বিদেশী কোম্পানি 'শেল' থেকে গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের ঐতিহাসিক দলিলের কপি কমিশনের মুজিব কর্ণারের সংগ্রহে রাখা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক স্থাপিত মুজিব কর্ণার পরিদর্শনে মাননীয় উপদেষ্টা

গ্যাস খাতের কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(ছ) অনুযায়ী সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক আদেশ জারি করেছে। উক্ত হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহ-কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশন কর্তৃক কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা/ইউটিলিটিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফটওয়্যার সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে ২৩ মে ২০২১ তারিখে ডিভাইন আইটি লিমিটেড এবং গিগা টেক লিমিটেড এর সাথে কমিশনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক বর্ণিত সফটওয়্যারের SRS (System Requirment Specification) এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক সকল সংস্থার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। খসড়া SRS ইতোমধ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়। সফটওয়্যারটি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা/ইউটিলিটিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফটওয়্যার সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে সফটওয়্যারের **SRS (System Requirment Specification)** এর খসড়া স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ।

বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বিদ্যুৎ শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ লাইসেন্স প্রদান, বিদ্যুতের বাল্ক ও খুচরা ট্যারিফ নির্ধারণ, কোডস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন এবং এনার্জি ইফিসিয়েন্সী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা এবং এই সেক্টরে লাইসেন্সীদের রেগুলেটরী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা।

জাতীয় গ্রীডের আওতাধীন জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র

জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্যাপটিভ ব্যতীত সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২২,৪৮২ মে:ও:। জুন, ২০২২ পর্যন্ত এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,৭৫০ মে:ও: বৃদ্ধি পেয়ে মোট ২৫,৪১১ মে:ও: এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ১০,৩৪৫ মে: ও:, বেসরকারি খাতের অবদান ১২,৬৬২ মে: ও:, জয়েন্ট ভেঞ্চার ১২৪৪ মে: ও: এবং আমদানিকৃত ১,১৬০ মে:ও:। আমদানিকৃত ১,১৬০ মে:ও: এর মধ্যে ভারতের বহরমপুর থেকে ভেড়ামারায় ১,০০০ মে:ও: এবং ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লায় ১৬০ মে:ও: বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রায় ৫১% বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গ্যাস ভিত্তিক। তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিগত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলএনজি, আমদানিকৃত কয়লা, সরাসরি বিদ্যুৎ আমদানি এবং পারমাণবিক শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর জোর দেয়া হয়েছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের জ্বালানি ভিত্তিক চিত্র নিম্নরূপ:

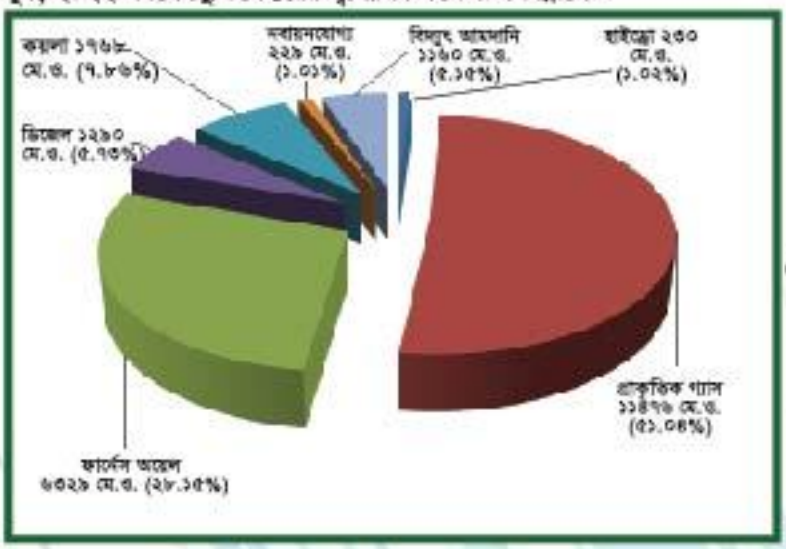

লেখচিত্র -৩

লাইসেন্সিং কার্যক্রম

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশন থেকে লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সরকারি খাতে ৬টি সংস্থাকে এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি এবং আরপিপি) সর্বমোট ১০৫টি সংস্থাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। সিওপিপি ক্যাটাগরির ১৪টি, এসপিপি ক্যাটাগরির ০৯টি, ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির ৮৬৩ টি প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স (উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) এবং ২৫৯৭ টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট (উৎপাদন ক্ষমতা অনূর্ধ্ব ১ মেগাওয়াট) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ১ টি প্রতিষ্ঠানকে সঞ্চালন লাইসেন্স এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ৬ টি সংস্থাকে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স

সারণি-৫ : সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২২ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৮	৬০১৩
২	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)	০৬	১৪২৮
৩	নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো)	০৭	১৪০৫
৪	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)	০৩	৯৫৭
৫	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)	০৪	৩৯৩
৬	বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড	০১	১৪৯
মোট		৫৯	১০,৩৪৫

সারণি-৬ : বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্সি	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	জুন, ২০২২ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
১	ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)	৭৬	৯,৫৯৭
২	রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৯	২,১৫৫
৩	কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	১৫	৮২৪
৪	স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	০৯	৮৬
৫	ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৮৬৩	৩,৩৮১
৬	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২,৫৯৭	১,৩৪২
মোট		৩,৫৮৯	১৭,৩৮৫

নোট: বিইআরসি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্সের তথ্যানুযায়ী।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্স

সারণি-৭ : বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইসেন্সি	জুন, ২০২২ পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য	ক্ষমতা
১	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	১৩,৮৮৯ সার্কিট কি:মি:	৫৬,৬৮২ এমভিএ

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্স

সারণি-৮ : বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি

ক্রমিকনং	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইসেন্সি	জুন, ২০২২ পর্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	৩৬,৭০,৭৩১
২.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	৩,৩৫,৬৩,৪৭০
৩.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	১৫,৭৮,৩৩৭
৪.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	১১,৫৭,৪৯০
৫.	ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	১৪,৩৫,৪৯১
৬.	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)	১৮,১০,১৪৪
মোট		৪,৩২,১৫,৬৬৩

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশন হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ১২৫টি নতুন লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেসরকারি খাতে আইপিপি ক্যাটাগরির ৮টি ও সিওপিপি ক্যাটাগরির ২টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ৫০টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং ৬৫টি নতুন প্রতিষ্ঠানকে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৫ সাল থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩,৫৯৫ টি লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের ছকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স এবং লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণি-৯ : বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি	জুন, ২০২১ পর্যন্ত	অর্থবছর ২০২১-২২	মোট
সরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স	৬	০	৬
বেসরকারি খাতে ইস্যুকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স:			
ক. ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) (সোলার ভিত্তিক ০২ টি সহ)	৬৮	৮	৭৬
খ. রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (আরপিপি)	২৯	০	২৯
গ. কমার্শিয়াল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিওপিপি)	১৩	২	১৫
ঘ. স্মল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এসপিপি)	৯	০	৯
ঙ. ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট (সিপিপি)	৮১৩	৫০	৮৬৩
চ. লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	২,৫৩২	৬৫	২৫৯৭
সর্বমোট	৩,৪৭০	১২৫	৩,৫৯৫

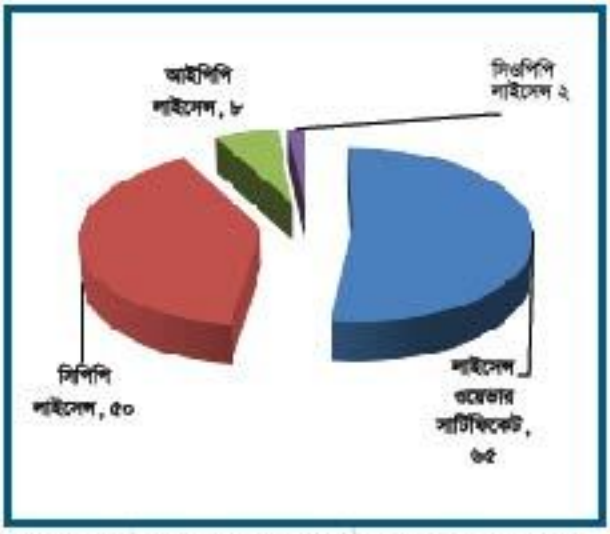

লেখচিত্র ৪ : ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১২৫টি নতুন লাইসেন্স প্রদান

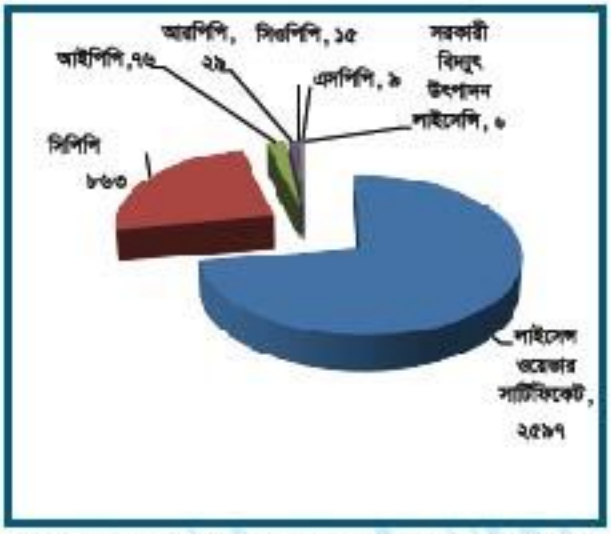

লেখচিত্র ৫ : জুন, ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ৩,৫৯৫ টি লাইসেন্স প্রদান

ক্যাপটিভ খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০ টি নতুন ক্যাপটিভ লাইসেন্সের আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে প্রায় ১৬১ মেঃওঃ। ২০২১-২২ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (৮৬৩ টি) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৩৮১ মেঃওঃ। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৫টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে (অনুর্ধ্ব ১ মেঃওঃ) ওয়েভার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। উক্ত ৬৫টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় ২৬ মেঃওঃ। ২০২১-২২ অর্থ বছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার ক্যাটাগরির ২,৫৯৭ টি ওয়েভার সার্টিফিকেট/বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৩৪২ মেঃওঃ। অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছর শেষে ক্যাপটিভ পাওয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (ওয়েভার সার্টিফিকেটসহ) সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৭২৩ মেঃওঃ।

সারণি-১০ : ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানি ভিত্তিক)

	গ্যাস (মে:ও:)	ডিজেল (মে:ও:)	মোট (মে:ও:)
সিপিপি লাইসেন্স	২৬৯৩	৬৮৭.৮	৩৩৮১
ওয়েভার সার্টিফিকেট	২৫০.৩	১০৯১.৭	১৩৪২
মোট	২৯৪৩.৩	১৭৭৯.৫	৪৭২৩

বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স/ ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ছক ৭: বিদ্যুৎ খাতে বছরওয়ারি ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্সের তুলনামূলক চিত্র

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ইস্যুকৃত নতুন লাইসেন্স সংখ্যা	৩৫২	২৭৫	১৩৯	৪৭	১২৫

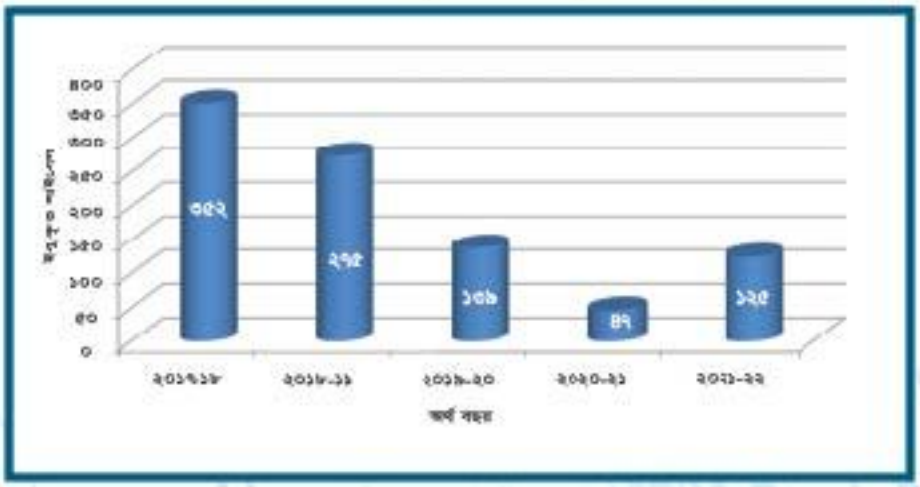

লেখচিত্র ৬: নতুন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা

২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি-১১ : বিদ্যুৎ খাতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা

ক্রমিকনং	শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্সের বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ওয়েভার সার্টিফিকেটের সংখ্যা			
		নতুন	সংশোধন	নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি	মোট
১	আইপিপি, আরপিপি, সিওপিপি, এসপিপি	১০	০	৬২	৭২
২	সিপিপি	৫০	৩৯	৩৪৪	৪৩৩
৩	লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট	৬৫	৪০	২০৪	৩০৯
	সর্বমোট	১২৫	৭৯	৬১০	৮১৪

ই-লাইসেন্সিং

লাইসেন্স আবেদনসমূহ অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম চালু হয়েছে। ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক হওয়ায় আবেদন প্রক্রিয়া আরো সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। আবেদনকারীদের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শাখার বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২১টি লাইসেন্স এবং ২৯৫টি লাইসেন্স ওয়েভার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কমিশন লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওয়ার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেফটি ইস্যু যেমন জেনারেটরসমূহের আর্থিং সিস্টেম এবং আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্ট রিপোর্ট, জেনারেটসমূহের প্রোটেকশন সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান, পাওয়ার প্ল্যান্টসহ সাবস্টেশন এবং গ্রীড কানেকশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সচেতনতা ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সংগ্রহের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। তরল জ্বালানিভিত্তিক প্ল্যান্টের জ্বালানি মজুদকরণে জেনারেটসমূহের ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রযোজ্যক্ষেত্রে তরল জ্বালানি মজুদকরণে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের লাইসেন্স ব্যতীত কোন সাময়িক লাইসেন্সিকে নিয়মিত লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। প্রতিষ্ঠানসমূহে HSE (Health, Safety & Environment) কাঠামো প্রণয়ন ও প্রতিপালনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি

ফুয়েলের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের এগজস্ট গ্যাস ব্যবহার করে কো-জেনারেশন, ট্রাই জেনারেশন বা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের লাইসেন্সিদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যয় এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর জেনারেটরসমূহের দক্ষতা পরিমাপে বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি ব্যয়ের হিসাব এবং প্ল্যান্টের হীট রেট যাচাই করা হয় এবং সে মোতাবেক লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোড এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন

গ্রীড কোড

গ্রীড কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম পরিকল্পনা, ফ্রিকোয়েন্সি ও ভোল্টেজ ম্যানেজমেন্ট, জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ, ব্ল্যাক আউটের সময় সিস্টেম রিকভারি, ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যেকোন ইকুইপমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সঠিক উপায়ে মিটারিং ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রীডের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড' রেগুলেশনস আকারে ০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রাক-প্রকাশনা করা হয়। বর্তমানে তা প্রকাশনার চূড়ান্তকরন পর্যায়ে রয়েছে।

ডিস্ট্রিবিউশন কোড

ডিস্ট্রিবিউশন কোড এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম পরিচালন ও সমন্বয়, বিতরণ পরিকল্পনা, সংযোগ শর্তাবলী, বিতরণ সিস্টেম অপারেশন, প্রোটেকশন, পাওয়ার কোয়ালিটি ও সিস্টেম লসের স্ট্যান্ডার্ড বজায়, বিতরণ সিস্টেমের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, সঠিক উপায়ে মিটারিং এবং বিল পেমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বিক বিতরণ সিস্টেমের গুণগত মান ও স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে খসড়া ডিস্ট্রিবিউশন কোড প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। লাইসেন্সের আবেদন প্রক্রিয়াকরণে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
২। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণ।
৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মান নিরূপণে পদক্ষেপ গ্রহণ ।
৪। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
৫। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন।
৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট রেগুলেশন্স প্রণয়ন ।
৭। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট সম্পাদন।
৮। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের এনার্জি অডিট ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরন।
৯। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ডিস্ট্রিবিউশন কোড চূড়ান্তকরন।

গ্যাস শাখার কার্যক্রম

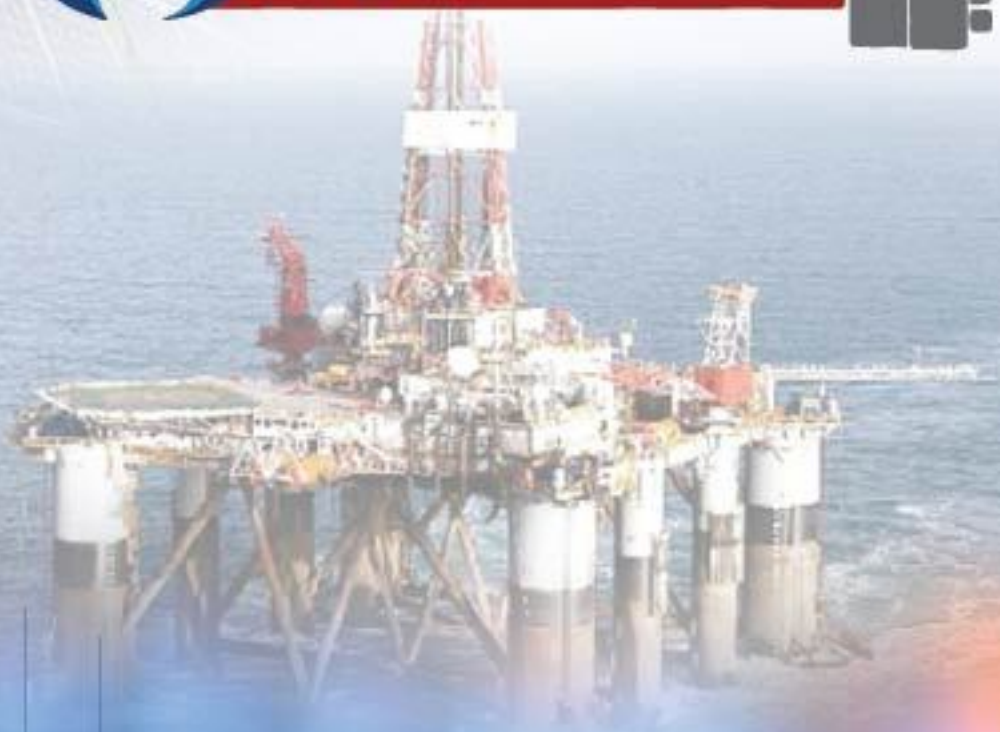

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

গ্যাস শাখার কার্যক্রম

প্রাকৃতিক গ্যাস (NG), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), সিনথেটিক (Synthetic) গ্যাস ইত্যাদি সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, সরবরাহ এবং মজুদকরণের জন্য লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন ও লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা গ্যাস শাখার কার্যপরিধির আওতাভুক্ত। এছাড়া এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরুপণ, জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ, এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার, গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস প্রণয়ন ও প্রয়োগ, লাইসেন্সীদের অডিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ, লাইসেন্সীগণের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান, এনার্জির সার্বিক বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা গ্যাস শাখার অন্যতম কাজ।

১.০ বাংলাদেশের গ্যাস খাতের সার্বিক অবস্থা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে এ পর্যন্ত মোট ২৮.৩০ টিসিএফ গ্যাস (২পি) আবিষ্কৃত হয়। এর মধ্যে ১৯.৫৪ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছর শেষে মাত্র ৮.৭৬ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। বিগত অর্থবছরে প্রায় ০.৮৪২ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে এবং প্রতি বছর গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার না হওয়ায় দেশীয় গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে আবিষ্কৃত দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকেও সক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নাই। বাংলাদেশে অবস্থিত শেভরন অয়েল কোম্পানির বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের তুলনায় পেট্রোবাংলার গ্যাসক্ষেত্রসমূহে বেশী গ্যাস মজুদ থাকলেও বিবিয়ানার গ্যাসক্ষেত্রের তুলনায় কয়েক গুন কম গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। যেমন শেভরন অয়েল কোম্পানির বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের ১.২* টিসিএফ মজুদের বিপরীতে দৈনিক গড়ে ১২৩৯** এমএমসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হলেও পেট্রোবাংলার তিতাস গ্যাসক্ষেত্রের ১.৪* টিসিএফ মজুদের বিপরীতে দৈনিক গড়ে ৪১২** এমএমসিএফ এবং কৈলাসটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ২.০২৬* টিসিএফ মজুদের বিপরীতে দৈনিক ৩৯** এমএমসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। শেভরন অয়েল কোম্পানির গ্যাসক্ষেত্রের মত পেট্রোবাংলার গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি করলে বর্তমান গ্যাস সংকট নিরসন করা সম্ভব হবে মর্মে কমিশন মনে করে। দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রসমূহ থেকে উৎপাদিত গ্যাস, চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বিদেশ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি করে চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে তা পূরণের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। দেশে তেল ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বিগত ১০০ বছরে মাত্র ৯৬টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। বঙ্গবন্ধু ও বর্তমান সরকারের সোনার বাংলা গঠন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশী ও বিদেশী তৈল ও গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীর মাধ্যমে স্থল ও সমুদ্রে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব বিইআরসি অনুধাবন করে। সে কারণে বিইআরসি জিডিএফ ফান্ড গঠন করেছে। ইতোমধ্যে এই ফান্ডের ৪৯০৩.২৫ কোটি টাকা পেট্রোবাংলা খরচ করেছে এবং ২৫০৩.৭০ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে।

* পেট্রোবাংলার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১

** পেট্রোবাংলার ৩০ জুন ২০২২ তারিখের দৈনিক প্রতিবেদন

১.১ গ্যাস রিজার্ভ, চাহিদা ও সরবরাহ

গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ অনুসারে ২০২১-২২ থেকে ২০৪০-৪১ পর্যন্ত প্রাক্কলিত গ্যাস রিজার্ভ, চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য অনুযায়ী চিত্র-১ ও ২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যে হারে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার না হলে বাংলাদেশের গ্যাস রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০৩০ সালে নূন্যতম পর্যায়ে নেমে আসবে। গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ (Scenario C) অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ছিলো প্রায় ৪৬০০ এমএমসিএফডি যার বিপরীতে মোট সরবরাহ ছিলো দৈনিক ২৯৬৮ এমএমসিএফডি যার মধ্যে দেশীয়ভাবে প্রায় ২৩১০ এমএমসিএফডি এবং প্রায় ৬৬০ এমএমসিএফডি এলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ দেশীয় সরবরাহের বিপরীতে দৈনিক প্রায় ২২৯০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবাহের ঘাটতি ছিলো। এই ঘাটতি যথাক্রমে ২০২৫ সালে ৩৯০০ এমএমসিএফডি ও ২০৩০ সালে ৫৫৯০ এমএমসিএফডি হবে। গ্যাসের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরপক্ষে দেশীয়ভাবে গ্যাস সরবরাহের পরিমান হ্রাস পাচ্ছে। দেশীয়ভাবে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি না করা গেলে গ্যাসের ঘাটতি পূরণের জন্য এলএনজি বা পাইপলাইন গ্যাস অথবা বিকল্প জ্বালানি আমদানি করতে হবে। এল.এন.জি আমদানি বৃদ্ধি করে গ্যাসের সরবরাহ করলে জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং গ্যাসের সরবরাহ মূল্য বহু গুনে বৃদ্ধি পাবে যার ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল চাপ পড়বে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এজন্য দেশীয়ভাবে গ্যাসের মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। সে লক্ষ্য পূরণে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ভোক্তাদের সহায়তায় গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) গঠন করেছে।

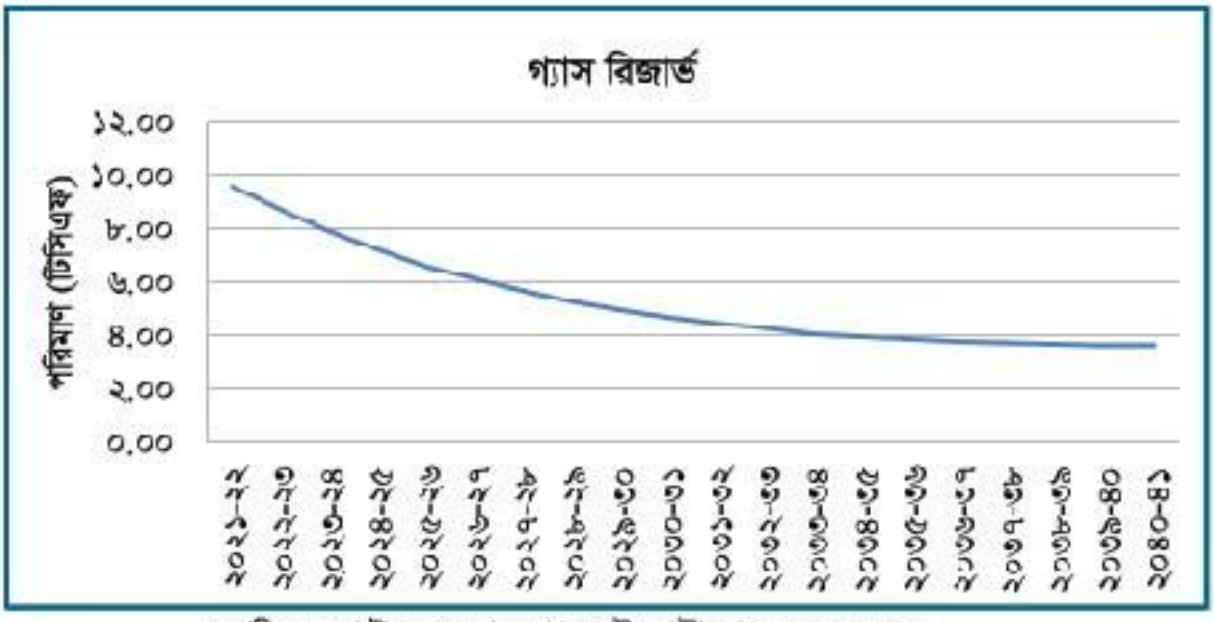

লেখচিত্র-৭ : পেট্রোবাংলার তথ্য ও গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ অনুসারে

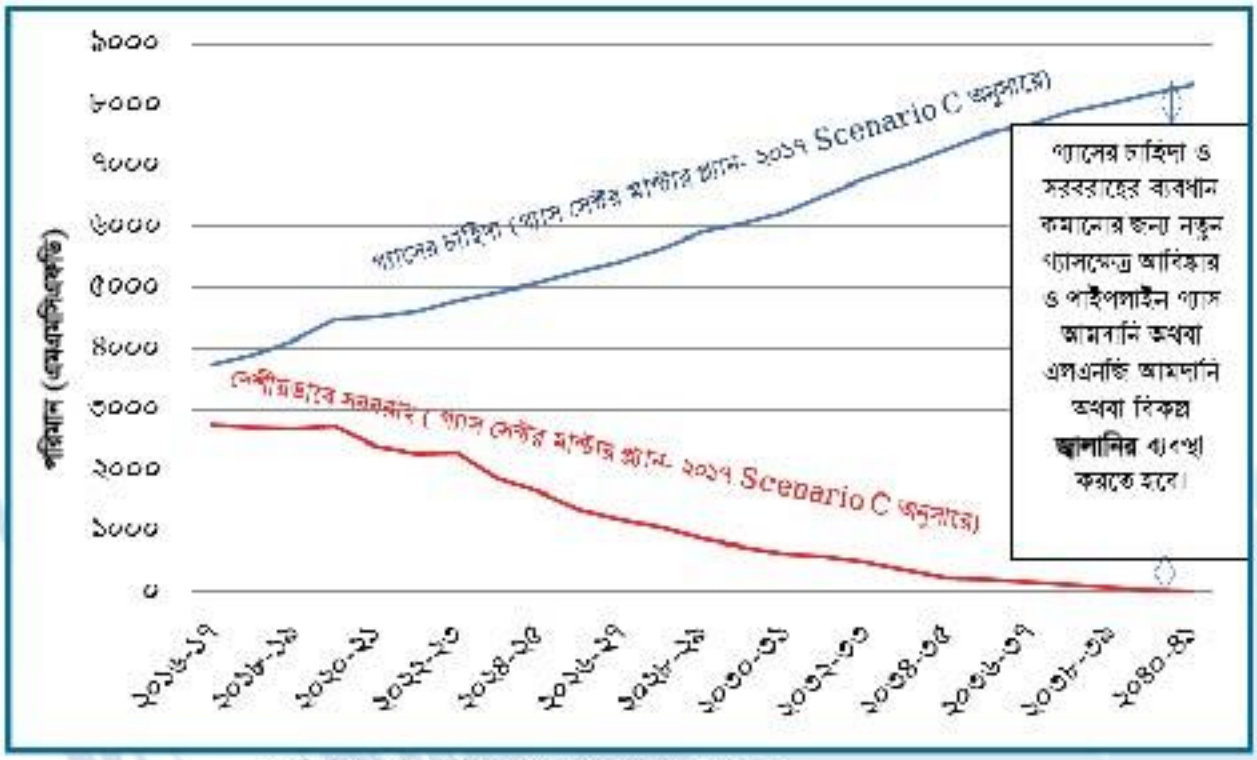

লেখচিত্র-৮ : গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান-২০১৭ অনুসারে

১.২ দেশীয় গ্যাস উৎপাদন

দেশে বর্তমানে ০৩(তিন) টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় ০২(দুই) টি বিদেশী কোম্পানি মূল ভূখন্ড হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিম্নোক্তভাবে গ্যাস উৎপাদন করেছে :

ক্রমিক নং	কোম্পানি	২পি অনুসারে মজুদ (টিসিএফ) (১ জানুয়ারি ২০২১)	পরিমাণ (এমসিএফডি)	পরিমাণ (বিসিএফ)
১	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	১.৯৭	৬১৭	০.২২৫
২	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	৩.৯৯	৮৮	০.০৩২
৩	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	১.৪০	১৩৭	০.০৫০
৪	শেভরন অয়েল কোম্পানি	১.৩২	১৪১১	০.৫১৫
৫	ক্রিস এনার্জি	০.২২	৫৬	০.০২০
মোট		৮.৯০	২৩০৯	০.৮৪২

সারণি-১১ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানি ভিত্তিক দেশীয় গ্যাস উৎপাদন সূত্র: পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইট

চিত্র-৩: বাপেক্স শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র, ভোলা

১.৩ এলএনজি আমদানি

চাহিদার তুলনায় দেশীয় উৎপাদন কম হওয়ায় তরল প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পেট্রোবাংলা ২০১৮ সাল থেকে এলএনজি আমদানি শুরু করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দৈনিক ৬৬০ (প্রায়) এমএমসিএফডি হিসেবে ০.২৪০৫ টিসিএফ আরএলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করেছে। এলএনজি আমদানির জন্য কাতার এর সাথে ১৫ বছর এবং ওমানের সাথে ১০ বছর মেয়াদি চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে দুই দেশ থেকে বার্ষিক সরবরাহের পরিমান ২.৮-৪.০ মিলিয়ন মেট্রিকটন (এমটিপিএ) যা পড়ে দৈনিক ৩৫০-৫৪০ এমএমসিএফডি। । এছাড়াও স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির লক্ষ্যে ১৬ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে Master Sales and Purchase Agreement(MSPA) চূড়ান্ত স্বাক্ষর করা হয়। ২৫/০৯/২০২০ তারিখে স্পট মার্কেট হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে দৈনিক ১৪৮ (প্রায়) এমএমসিএফডি হিসেবে ০.০৫৪ টিসিএফআরএলএনজি সরবরাহ করা হয়েছে (সূত্র: আরপিজিসিএল এর ওয়েবসাইট)।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলএনজি আমদানির পরিমাণ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

সারণি-১২ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলএনজির আমদানির পরিমাণ ও ব্যয়

ক্র: নং	এলএনজি আমদানি	আরএলএনজি			আমদানি পর্যায়ে VAT ও AIT সহ ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	একক ক্রয়মূল্য (পেট্রোবাংলার) টাকা/ঘনমিটার
		mmm^3	Tcf	mmcfd		
১	দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি হতে সরবরাহকৃত					
১.১	কাতার গ্যাস (প্রকৃত ব্যয়)	৩৬৯০	০.১২৯	৩৫৩	১৮২৭	৪৪.১৪
১.২	OQ ট্রেডিং লিমিটেড(প্রকৃত ব্যয়)	১৬৮০	০.০৫৮	১৫৯	৭৭২	৪০.৯৭
	উপ-মোট (১.১ + ১.২)	৫৩৭০	০.১৮৭	৫১২	২৫৯৯	৪৩.১৫
২	স্পট মার্কেট হতে সরবরাহকৃত	১৫৪২	০.০৫৪	১৪৮	১৯৫৬	১১৩.০৯
	মোট (১+২)	৬৯১২	০.২৪১	৬৬০	৪৫৫৫	৫৮.৭৫
৩। দেশীয় গ্যাস (বিইআরসি প্রাক্কলিত)		-	০.৮৪২	২,৩০৯	-	২.১৫
	সর্বমোট (১+২+৩)	-	১.০৮৩	২,৯৬৯	-	১৪.৭৫

* এক ডলার = ৮৯.১৫ টাকা বিবেচনায়

২.০ গ্যাস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

২.১ আপস্ট্রিম গ্যাস সরবরাহ

দেশীয় কোম্পানি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড(এসজিএফএল) এবং আন্তর্জাতিক তেল অনুসন্ধান কোম্পানি (আইওসি) শেভরণ অয়েল কোম্পানি ও ক্রিস এনার্জি গ্যাস উৎপাদন করে। এছাড়া দেশের গ্যাসের চাহিদা মিটানোর জন্য পেট্রোবাংলা এলএনজি আমদানি করে। উৎপাদিত গ্যাস এবং এলএনজি গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড এর মাধ্যমে ট্রান্সমিশন করে ০৬ (ছয়)টি বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট সরবরাহ করা হয়। এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) নিয়ন্ত্রণ করে।

২.২ ইলেকট্রনিক ভলিয়ুম কারেকশন (ইভিসি) মিটার

প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিইআরসি ট্যারিফ নির্ধারণ, মান উন্নয়ন, ভোক্তার চাহিদা, ভোক্তার সেবা নিশ্চিত করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তার অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের সঠিক পরিমানে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রি., ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. এবং ০৪ জুন ২০২২ তারিখের আদেশ এর মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে ইভিসি মিটার স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে প্রায় সব সিএনজি স্টেশনে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২.৩ প্রি-পেইড মিটার

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মিটারবিহীন গৃহস্থালী গ্রাহকসমূহকে মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকদের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০%-৫০% বেশি বিল প্রদান করতে হয়। তাই বিইআরসি ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ২৭ আগস্ট ২০১৫ খ্রি., ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. এবং ০৪ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখের আদেশ এর মাধ্যমে গৃহস্থালী গ্রাহকদেরকে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে জন্য গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহকে পরামর্শ প্রদান করে। এ পর্যন্ত মোট ৪২,০৭,৫১৫ জন গৃহস্থালী গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ৩,৮৮,০০০ জন গ্রাহকের প্রি-পেইড মিটার প্রদান করা হয়েছে। এই অগ্রগতি খুব নগন্য যে কারণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ গেজেট নং-২৮.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০১.১৯.৭৩, তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ "আবাসিক পর্যায়ে খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট গ্যাস মিটার ক্রয় ও স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত ২০২১)" জারী করে। প্রি-পেইড মিটারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রাহকগণ তা নিজস্ব অর্থে ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থাপন করতে পারে। এর ফলে বিতরণ কোম্পানি নিজস্ব অর্থ ব্যয় ব্যতিরেকে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারবে।

২.৪ নূন্যতম বিল

গ্যাস বিলে নূন্যতম চার্জ থাকার কারণে গ্রাহকগণ গ্যাস ব্যবহার না করলেও একটা নির্দিষ্ট পরিমান বিল পরিশোধ করতে হতো। বিইআরসি ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সম্পর্কিত কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি. তারিখের আদেশে ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার করে ফলে ভোক্তা গ্যাসের প্রকৃত ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করছে এবং গ্যাস ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও ভোক্তার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৫ গ্যাস ব্যবহারে নিরাপত্তা

বিগত কয়েক বছরে পাইপ লাইন গ্যাস থেকে দূর্ঘটনায় অনেক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। গ্যাস লিকেজ এসব দূর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। গ্যাসের লিকেজ নির্ণয় এবং গ্রাহক ও জনমানুষের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বিতরণকৃত গ্যাসে Odor মেশানো নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং অগ্রগতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করার জন্য ০৪ জুন ২০২২ তারিখে কমিশন আদেশ প্রদান করে।

২.৬ সিস্টেম লস

পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে গ্যাস ফিল্ড ও এলএনজি থেকে জাতীয় গ্রীডে গড়ে দৈনিক ২৯৬৮ এমএমসিএফডি গ্যাস বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু ০৬ (ছয়) টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ ২৭৪৬ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করেছে অর্থাৎ প্রতিদিন ২২২ এমএমসিএফডি গ্যাসের (৭.৪৭%) হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না যার বার্ষিক আর্থিকমূল্য প্রায় ২৭৩০ কোটি টাকা (প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের গড় মূল্য ১১.৯১ টাকা হিসেবে)। সিস্টেম লস কমানোর লক্ষ্যে ০৪ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে কমিশন নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করে:

(ক) জিটিসিএল প্রতিটি বিতরণ কোম্পানিতে সঞ্চালিত/সরবরাহকৃত গ্যাস মিটারের মাধ্যমে গ্যাসের পরিমাপ নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে জিটিসিএল যথাশীঘ্র বিতরণ কোম্পানির ইনটেক পয়েন্টের বিদ্যমান মিটারিং ব্যবস্থা কার্যকর করবে কিংবা প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও চালু করবে। কোনো বিতরণ কোম্পানির ইনটেক পয়েন্টে জিটিসিএল এর মিটারিং ব্যবস্থা না থাকলে বিতরণ কোম্পানির মিটারকে কাস্টডি মিটার হিসেবে বিবেচনা করে সঞ্চালিত গ্যাসের মিটারিং শুরু করবে। জিটিসিএল এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি যৌথভাবে প্রতিমাসে মিটার Calibration করবে।

(খ) পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বিত আলোচনার ভিত্তিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে জিটিসিএল কর্তৃক প্রত্যেকটি বিতরণ কোম্পানির জন্য কারিগরিভাবে উপযুক্ত স্থানে অফ-ট্রাপমিশন/ইনটেক পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) জিটিসিএল উহার মালিকানাধীন রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং স্টেশনের বহির্গামী ব্যবস্থা হতে বিতরণ কোম্পানিতে গ্যাস সঞ্চালনের বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে প্রত্যেক বিতরণ কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে।

(ঘ) তিতাস গ্যাস উহার বিতরণ অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক গ্যাস ইনপুট-আউটপুট ও সিস্টেম লস নির্ণয় করবে। এ লক্ষ্যে যথাশীঘ্র অঞ্চলভিত্তিক মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও কার্যকরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এক্ষেত্রে কমিশনের এই নির্দেশনার ফলে অচিরেই সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

৩.০ গ্যাস শাখার লাইসেন্সিং কার্যক্রম

গ্যাস খাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে ০৩ (তিন) টি ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

৩.১ বিপণন লাইসেন্স

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) কে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বিপণন ক্যাটাগরীতে লাইসেন্স প্রদান করেছে। বিভিন্ন উৎপাদন কোম্পানি এবং এলএনজি থেকে পেট্রোবাংলা ২০২২১-২২ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২৭৪৬ এমএমসিএফডি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ০৬ (ছয়) টি বিতরণ কোম্পানির মাধ্যমে সরবরাহ করেছে। নিম্নে খাতওয়ারী উক্ত গ্যাসের ব্যবহার দেখানো হলো:

সারণি-১৩ : খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের বিবরণ

ক্রমিক নং	খাত	পরিমাণ (বিসিএফ)	ব্যবহারের আনুপাতিক হার (%)
১.১	গ্রীড বিদ্যুৎ	৩৭২.০৮	৩৭.১২
১.২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২০৩.৫২	২০.৩১
	মোট (বিদ্যুৎ)	৫৭৫.৬	৫৭.৪৩
২	শিল্প	১৯২.৫০	১৯.২১
৩	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১.১৩	০.১১
৪	গৃহস্থালী	১২৯.০০	১২.৮৭
৫	সার	৬০.৪৬	৬.০৩
৬	সিএনজি	৩৭.৬১	৩.৭৫
৭	চা	১.০৯	০.১১
৮	বাণিজ্যিক	৪.৯১	০.৪৯
	মোট	১০০২.৩০	১০০

সূত্র : সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানি

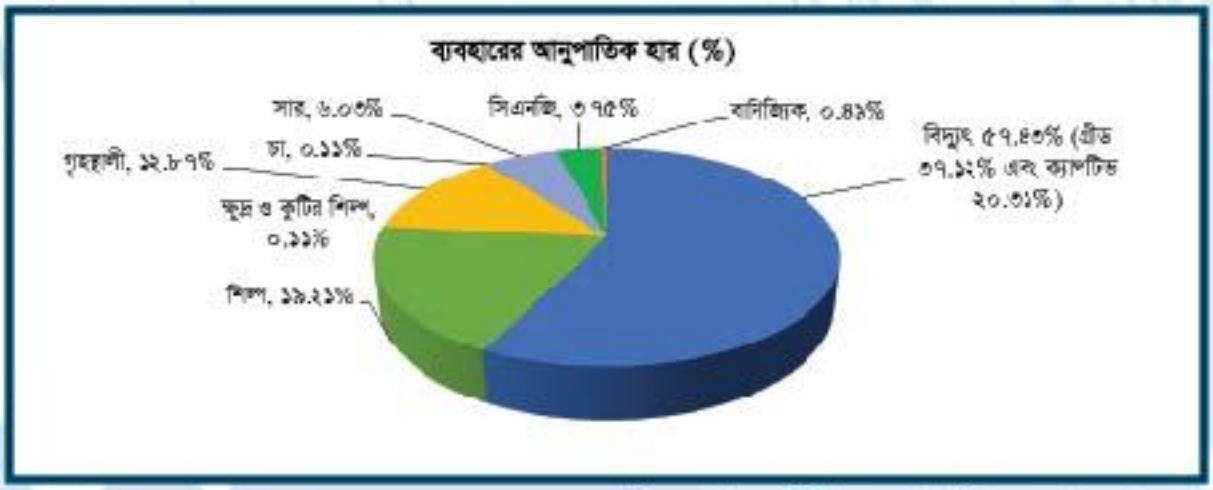

লেখচিত্র-৯ : খাতওয়ারী গ্যাসের আনুপাতিক ব্যবহারের হার

সারণি-১৪ : খাতওয়ারী গ্রাহক সংখ্যার বিবরণ

ক্রমিক নং	খাত	গ্যাস বিতরণ কোম্পানিভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা						খাত ভিত্তিক মোট গ্রাহক সংখ্যা
		তিতাস	কর্ণফুলী	বাখরাবাদ	জালালাবাদ	পশ্চিমাঞ্চল	সুন্দরবন	
১	গ্রীড বিদ্যুৎ	২৮	৫	১৫	১৯	৭	৪	৭৮
২	ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	১,৪৬৭	২০৩	৮২	১২৭	৪৯	২	১,৯৩০
৩	সার কারখানা	৩	৪	১	১	-	-	৯
৪	শিল্প	৩,৩৩৭	১,১৬৩	১৯৫	১৩০	১৩০	৫	৪,৯৬০
৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২৯	-	৫৭৫	৪৫৮	১৩৪	-	১,১৯৬
৬	সিএনজি	৩০৭	৭০	৯১	৫৯	২৯	-	৫৫৬
৭	চা-বাগান	-	২	-	১০০	-	-	১০২
৮	বাণিজ্যিক	৩,৯৮৫	২,৮৮৪	১,৫৬৩	৮০৩	১৩৬	২	৯,৩৭৩
৯.১	গৃহস্থালী	১২,৪৭,১২০	১,৪১,৫২৪	২,৪১,০৯৮	৯৫,০৬৫	৫৭,৭৫৬	২,৩৭৩	১৭,৮৪,৯৩৬
৯.২	গৃহস্থালী (বার্নার সংখ্যা)	২৮,৫২,৫৪৬	৫,৯৭,৩৭২	৪,৮৮,০৬৪	২,১৯,৭৬৪	১,২১,৯৫১	৬,৪৫১	৪২,৮৬,১৪৮
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা		১২,৫৬,২৭৬	১,৪৫,৮৫৫	২,৪৩,৬২০	৯৬,৭৬২	৫৮,২৪১	২,৩৮৬	১৮,০৩,১৪০
সর্বমোট গ্রাহক সংখ্যা (বার্নার হিসেবে)		২৮,৬১,৭০২	৬,০১,৭০৩	৪,৯০,৫৮৬	২,২১,৪৬১	১,২২,৪৩৬	৬,৪৬৪	৪৩,০৪,৩৫২

সূত্র : সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রেরিত তথ্য

৩.২ সঞ্চালন লাইসেন্স

গ্যাস সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তিন (০৩)টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই ০৩ (তিন)টি কোম্পানি ছাড়াও অন্যান্য কোম্পানির সঞ্চালন লাইন রয়েছে। কোম্পানিগুলোর সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য নিম্নরূপ:

সারণি-১৫ : সঞ্চালন কোম্পানির লাইনের বিবরণ

ক্রমিক নং	গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির নাম	সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য (কি.মি.)
১	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	২০১৮
২	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৬৩৭
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	৫৪৯
৪	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৫৫
৫	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিমিটেড	১৯.৩৮
৬	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৩২
৭	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশ (পেট্রোবাংলা)	০.৫
মোট		৩৩১০.৮৮

৩.৩ বিতরণ লাইসেন্স

গ্যাস বিতরণের ক্ষেত্রে ছয় (০৬) টি কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোম্পানিসমূহের সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ এবং গ্রাহক সংখ্যা নিম্নরূপ:

সারণি-১৬ : বিতরণ কোম্পানির গ্রাহক সংখ্যা ও সরবরাহকৃত গ্যাসের বিবরণ

ক্রমিক নং	গ্যাস কোম্পানীর নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ (বিসিএফ)	গ্রাহক সংখ্যা
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৫৫২.৯৩	১২,৫৬,২৭৬
২	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১০৯.৩৪	১,৪৪,০৬৯
৩	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিশন কোম্পানি লিমিটেড	১০৫.৫১	২,৪৩,৬২০
৪	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড	১৪৮.৭৮	৯৬,৭৬২
৫	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৪৯.২৪	৫৮,২৪১
৬	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৩৬.৫০	২,৩৮৬
	মোট	১০০২.৩০	১৬,৭৭,৬৯৫

৩.৪ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত বছর ভিত্তিক খাতওয়ারী লাইসেন্সের বিবরণ

লাইসেন্স প্রদান, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করা ও বাতিল করা কমিশনের অন্যতম একটি কাজ।

সারণি-১৭ : গ্যাস শাখার ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত লাইসেন্সের বিবরণ

ক্যাটাগরি	৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১	অর্থবছর ২০২১-২২	মোট
গ্যাস বিপণন লাইসেন্স	১	-	-	-	-	১
গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স	৩	-	-	-	-	৩
গ্যাস বিতরণ লাইসেন্স	৬	-	-	-	-	৬
সিএনজি মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	৪২৮	৪০	৪	৪	১৬	৪৯২
এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স	২১	৮	৭	৫	২	৪৩
অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	-	-	১	-	৭	৮
এলএনজি মজুদকরণ লাইসেন্স	১	১	-	-	-	২
প্রোপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স	২	-	-	-	১	৩
মোট	৪৬২	৪৯	১২	৯	২৬	৫৫৮

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ

* ৫৯ টি সিএনজি স্টেশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে এখনও লাইসেন্স গ্রহণ করেনি।
** বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন হতে ৮(আট) টি অটোগ্যাস স্টেশন লাইসেন্স গ্রহণ করেছে। কমিশনের লাইসেন্সবিহীন অটোগ্যাস স্টেশনসমূহকে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

সারণি-১৮ : বছরভিত্তিক লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদবৃদ্ধিকরণ ও সংশোধনের সংখ্যা

ক্যাটাগরী	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১	অর্থবছর ২০২১-২২
গ্যাস বিপণন লাইসেন্স	১	১	-	১	১
গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স	৩	২	২	৩	৩
গ্যাস বিতরণ লাইসেন্স	৫	৫	৪	৮	৪
সিএনজি মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	২১৬	২২৫	৯৬	১৮৪	১৯৩
এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন লাইসেন্স	১৪	২৮	২৩	২৭	৩২
অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স	-	-	-	-	-
এলএনজি মজুদকরণ লাইসেন্স	-	১	১	৩	১
প্রোপেন/বিউটেন মজুদকরণ ও বিতরণ লাইসেন্স	-	২	১	২	-
মোট	২৩৯	২৬৪	১২৭	২২৮	২৩৪

সূত্র: বিইআরসি ডাটাবেজ

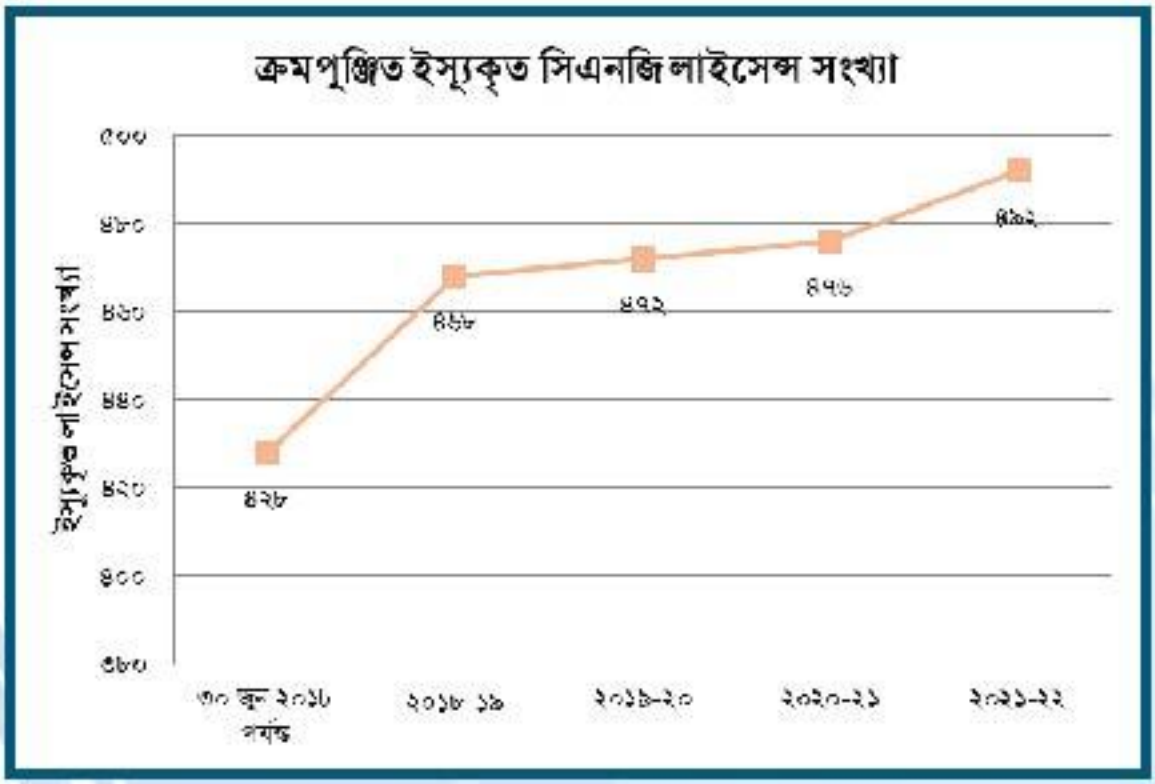

** ২টি ডটার স্টেশনসহ সর্বমোট ৪৯২ টি সিএনজি মজুদকরণ ও বিতরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

লেখচিত্র-১০: ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত সিএনজি লাইসেন্স সংখ্যা

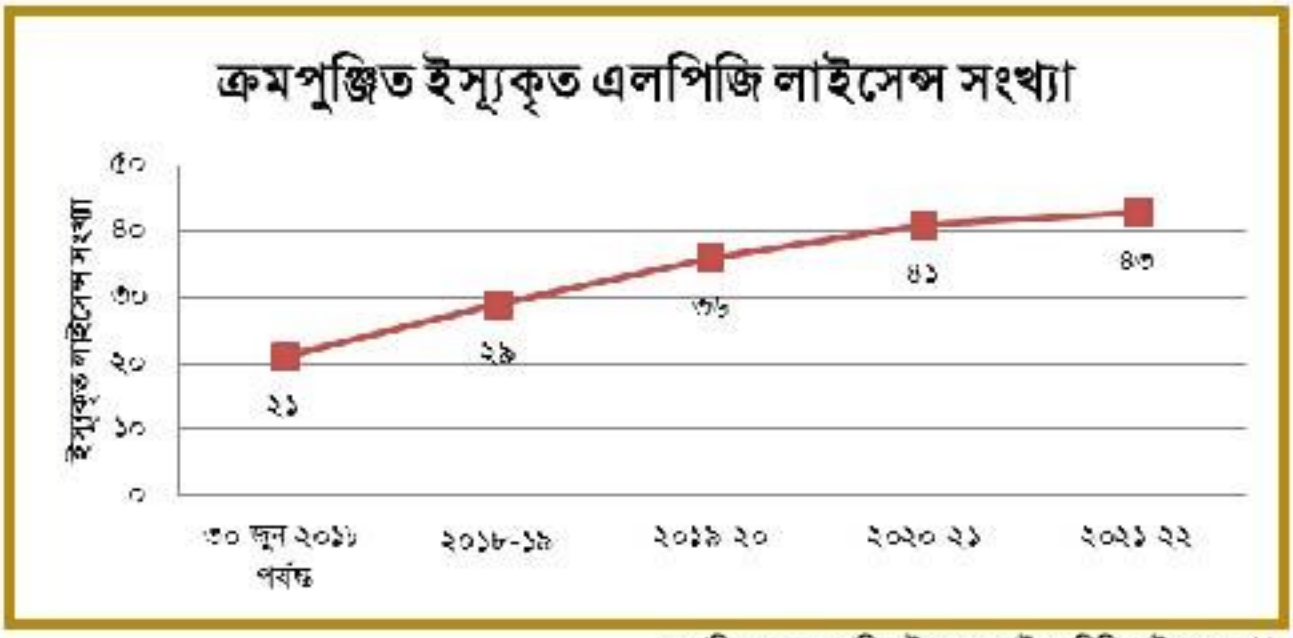

লেখচিত্র-১১ : ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত মোট এলপিজি লাইসেন্স সংখ্যা

লেখচিত্র-১২ : গ্যাস শাখার ক্রমপুঞ্জিত ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যা

৪.০ এলপিজি কার্যক্রম

৪.১। এলপিজি একটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। এক কেজি এলপিজি'র জ্বালানী ক্ষমতা ১৮ কেজি কাঠের দহন ক্ষমতার সমপরিমাণ। এছাড়া রান্নার কাজে এলপিজি ব্যবহার করার কারণে নারীদের মধ্যে ফুসফুসজনিত রোগের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড জ্বালানি তৈল শোধনের সময় উপজাত হিসেবে এলপিজি উৎপাদন করে আসছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্রের উপজাত থেকে আরপিজিসিএল এলপিজি উৎপাদন করে । সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র বিপণন কোম্পানি এলপি গ্যাস লিমিটেড (এলপিজিএল) বাজারজাত করছে।

৪.২। জাতীয় জ্বালানি নীতি-১৯৯৬ তে সবপ্রথম বেসরকারি খাতে এলপিজি বাজারজাত করার সুপারিশ করা হয়। সে নীতির আলোকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমান শতকের শুরু হতে এ সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে ২৯টি বেসরকারি কোম্পানি দেশে এলপিজি আমদানি/মজুদকরণ, বিতরণ/সরবরাহের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিইআরসি থেকে ইতোমধ্যে ২৯ টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন স্থানে ৪৩ টি এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, বিপণন ও বিতরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরবরাহকৃত এলপিজি'র ৮৪%-ই গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিল্প, বাণিজ্যিক এবং অটোগ্যাস খাতে প্রায় ১৬% এলপিজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অটোমোবাইলখাতে এলপিজি'র (অটোগ্যাস) ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে বছরে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন টন এলপিজি ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে এলপিজি'র প্রায় ৯৯% বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগান দিচ্ছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে বিইআরসি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশ অনুযায়ী বিইআরসি প্রতিমাসে ভোক্তাপর্যায়ে এলপিজি'র মূল্য নির্ধারণ করে আসছে।

৫.০ গ্যাস শাখার অর্জন

৫.১। বিইআরসি'র নির্দেশনায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ প্রিপেইড মিটার স্থাপন করার ফলে গ্রাহকদের ব্যবহার অনুযায়ী প্রকৃত বিল প্রদান করতে হচ্ছে। উপকারভোগী গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম তাই দ্রুত গতিতে এই কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য গ্রাহকের অর্থায়নে মিটার স্থাপনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫.২। ভোক্তাকে প্রকৃত পরিমাপে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ইভিসি মিটার স্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহকে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে যাতে গ্রাহক (ইভিসি গ্রহণের উপযুক্ত গ্রাহক) ১০০% দ্রুত ইভিসি মিটার পেতে পারে।

৫.৩। ট্যারিফ হতে মিনিমাম চার্জ ব্যবস্থা ২০১৮ সালে বিইআরসি কর্তৃক উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ ব্যবহার অনুযায়ী প্রকৃত বিল প্রদানের সুফল পাচ্ছে।

৫.৪। ২০২১-২২ অর্থবছরে লাইসেন্স খাতে গ্যাস বিভাগের ৭.৫০ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

৫.৫। ভোক্তাদের সঠিক দামে এলপিজি সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিইআরসি ভোক্তাপর্যায়ে সরকারি/বেসরকারি এলপিজি'র মূল্যহার প্রতিমাসে নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করছে যার সুফল ভোক্তাগণ পাচ্ছে।

৫.৬। গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) এর মাধ্যমে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৪৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৫.৭। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) এর মাধ্যমে সহায়তা করে গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়তা করা হয়েছে যা অব্যাহত থাকবে। যার ফলে এলএনজি আমদানিতে অর্থ যোগান দেয়া সহজ হচ্ছে।

৬.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কমিশন আইনের ধারা ২২(চ) অনুযায়ী কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হচ্ছে জ্বালানি সেক্টরে গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা। সিএনজি ও এলপিজি খাতে গুণগতমান সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে:

৬.১। সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা;
৬.২। যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রবিধানমালা;
৬.৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এলপিজি মজুদকরণ, বোতলজাতকরণ, পরিবহন এবং বিতরণ কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ডস্(অটোগ্যাস স্টেশনসহ);
৬.৪। এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
৬.৫। গ্যাস খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ০৬ জুন ২০২২ তারিখে বিইআরসি আদেশ নং- ২০২২/০৮ এর মাধ্যমে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন।

পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল খাতের সার্বিক অবস্থা

বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল খাত মূলত আমদানী নির্ভর। গ্যাস ক্ষেত্র সমুহ থেকে কিছু পরিমান (দৈনিক প্রায় ৭,১৪০.৪৫ ব্যারেল এবং বার্ষিক ৩,৫২,৩৬৭ মেট্রিক টন, যা আবার ক্রমহ্রাসমান) কনডেন্সেট/ ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (এনজিএল) পাওয়া যায় যা সরকারী-বেসরকারি রিফাইনারিতে সরবরাহ ও ফ্রাকশনেসনের মাধ্যমে পুনরায় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) বিপণন সিস্টেমে অন্তর্ভূক্ত হয়। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ১,০৮,৩৫,৬২৯ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে ৬৭,৯৭,৬৮৯ মেট্রিক টন (৬২.৭৩%) বিপিসির মাধ্যমে বাকি ৪০,৩৭,৯৪০ মেট্রিক টন (৩৭.২৬%) (ফার্নেস অয়েল) বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সংগ্রহ পূর্বক সিস্টেমে সরবরাহ করা হয়।

সারণি-১৯ : অর্থবছর ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের ব্যবহার।

ক্রম	জ্বালানি তেল	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১	জেট এ -১	৪০৮২৭২	৪৩০৩৪১	৩৪৫১২৬	২৩৪২৬০	৪৩১৪০১
২	অকটেন	২৩০২৮০	২৬৬৯৮৮	২৬২৮২৫	২৯৯৫১৩	৩৯৩৭৭১
৩	পেট্রোল	২৮৪৬৮৮	৩১৮৫৯৩	৩২২৪৩২	৩৭২৬৭০	৪৪৭৭২৯
৪	কেরোসিন	১৩৮৪০৩	১২১৪৯৭	১০৫৮৫১	৯৯৫৩৯	৮৬২৫৯
৫	ডিজেল	৪৮৩৫৭১২	৪৫৯৩৪৮৬	৪০২৩৪০৯	৪৪৮০৯৮৮	৪৮৩২৯০১
৬	ফার্নেস অয়েল	২৬৬০২২৪	৩০৬২৪৭২	২২৪৫৬৯২	৪৩৪৯০৫৯	৪৬১৩০০৮
৭	এলডিও ৯৬ (লাইট ডিজেল অয়েল)	৯৬	২৬৮	৭৩	৪৭০	
৮	মেরিন ফুয়েল	-	-	-	১৩৮০৬	৩০০৯০
	মোট	৮৫৫৭৬৭৫	৮৭৯৩৪৭৩	৭৩০৫৬০৩	৯৮৪৯৯০৮	১০৮৩৫৬২৯

সূত্র: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিক্রয় তথ্য বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানির তথ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রদত্ত ফার্নেস অয়েল ব্যবহারের তথ্য।

বিগত ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত পর্যালোচনায় জ্বালানি তেল ব্যবহারের উর্ধ্বমূখী প্রবণতা দেখা যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের পরিমান ছিল ৮৫,৫৭,৬৭৫ মেট্রিক টন যা ২০১৮-১৯ এ বেড়ে ৮৭,৯৩,৪৭৩ মেট্রিক টন এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১,০৮,৩৫,৬২৯ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। করোনা মহামারির প্রথম ঢেউয়ে পরিবহন খাত বন্ধ থাকাসহ সামগ্রিক ছুটি ও লকডাউনের কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জ্বালানিতেলের ব্যবহারের প্রবণতা রেখাটি সাময়িক ভাবে নিম্নগামি হয় এবং ঐ অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহারের পরিমান ছিল ৭৩,০৫,৬০৩ মেট্রিক টন। আলোচ্য ৫ বছরে দেশে জ্বালানি তেলের ব্যবহ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬.৬২% এবং প্রতি বছরে গড় বৃদ্ধির হার ৫.৩% (সারণি - ১৯, লেখচিত্র - ১৩)

বার্ষিক জ্বালানি তেলের তুলনামুলক ব্যবহার প্রবণতা বিশ্লেষণে ডিজেলের ব্যবহার বিগত ৫ বছরে ৪০-৪৮ লাখ মেট্রিকটনে উঠানামা করেছে, ফার্নেস অয়েল, পেট্রোল এবং অকটেনের ব্যবহারে উর্ধ্বমূখী প্রবণতা বজায় ছিল; এভিয়েশন ফুয়েল জেট এ-১ এর ২০১৮-১৯ পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী প্রবণতা থাকলেও করোনার প্রভাবে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে এর ব্যবহার ক্রমহ্রাসমান এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে করোনা পূর্ববর্তি অবস্থার সমতুল্য ৪,৩১,৪০১ মে.টন এ উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য পাঁচ অর্থবছরব্যাপী কেরোসিনের ব্যবহার ক্রমহ্রাসমান রয়েছে। এদিকে মেরিন ফুয়েলের ব্যবহার শুরুর বছর ২০২০-২১ এ ১৩,৮০৬ মে.টন হলেও ২০২১-২২ এ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,০৯০ মে.টন এ দাঁড়িয়েছে।

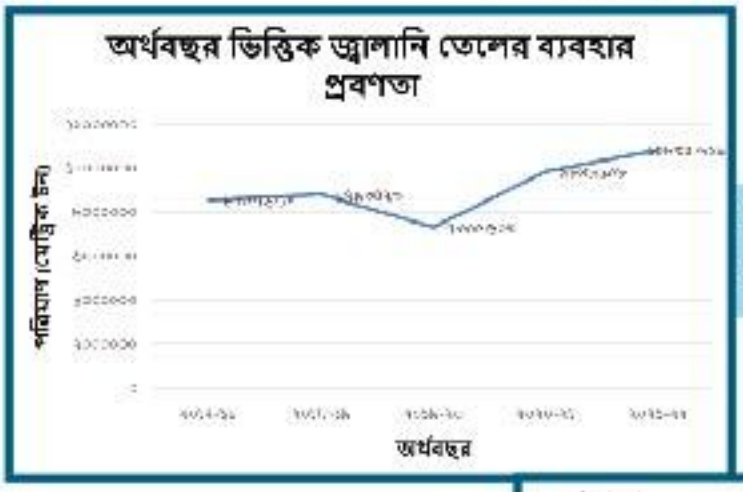

লেখচিত্র-১৩
বিগত পাঁচ অর্থবছরে জ্বালানীতেলের ব্যবহার প্রবণতা

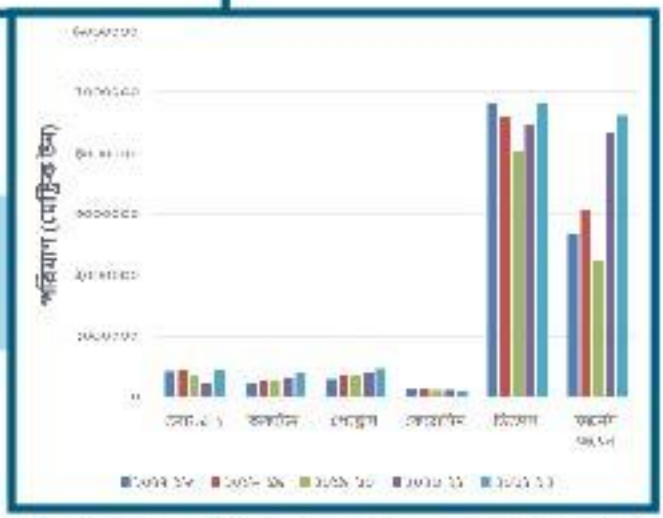

লেখচিত্র-১৪
বিগত পাঁচ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের তুলনামূলক ব্যবহার প্রবণতা

সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েল মিক্স বিশ্লেষণে যথারীতি ডিজেলের প্রাধান্য লক্ষণীয় (৪৪.৮৫%); এর পরেই যথাক্রমে ফার্নেস অয়েল (৪২.৩৮%), পেট্রোল (৪.১১%), অকটেন (৩.৬২%), জেট এ-১ (৩.৯৬%), কেরোসিন (০.৭৯%) এর অবস্থান (সারণি-২০, লেখচিত্র-১৫)।

সারণি-২০ : ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েল মিক্স।

জ্বালানি তেল	পরিমান (মেট্রিক টন)	%
ডিজেল	৪৮৮০৯৮৮	৪৪.৮৫
ফার্নেস অয়েল	৪৬১৩০০৮	৪২.৩৮
পেট্রোল	৪৪৭৭২৯	৪.১১
অকটেন	৩৯৩৭৭১	৩.৬২
জেট এ-১	৪৩১৪০১	৩.৯৬
কেরোসিন	৮৬২৫৯	০.৭৯
মেরিন ফুয়েল	৩০০৯০	০.২৮
এলডিও	৪৭০	০
মোট	১০৮৮৩৭১৬	১০০

সূত্রঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিক্রয় তথ্য বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানীর তথ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রদত্ত ফার্নেস অয়েল ব্যবহারের তথ্য।

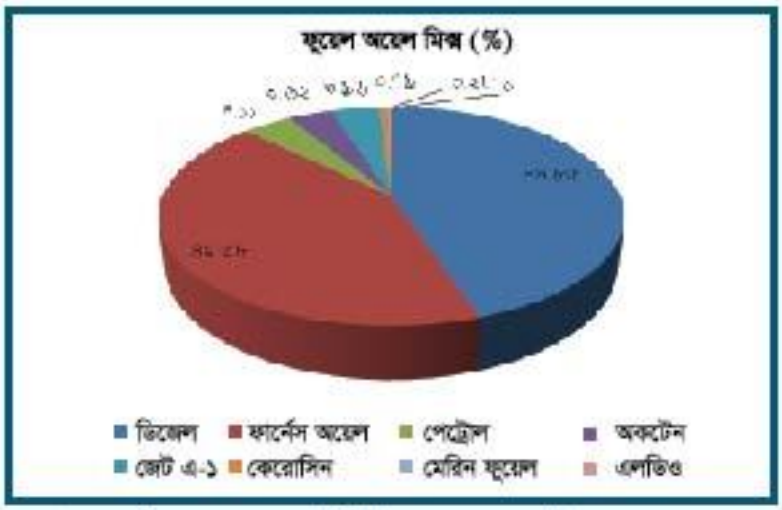

লেখচিত্র-১৫ : ২০২১-২২ অর্থ বছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েল মিক্স।

২০২১-২২ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম ফুয়েল অয়েলের কনজ্যুমার মিক্স পর্যালোচনায় বিদ্যুৎ খাতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় (৪৫.৫৭%)। এর পরে ধারাবাহিকভাবে রয়েছে পরিবহণ খাত (৪১.৭৭%), কৃষি খাত (৯.০৪%), শিল্প খাত (২.৭৩%), গৃহস্থালি খাত (০.৮০%) এবং অন্যান্য (সশস্ত্র বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন) খাত (০.০৯%) (সারণি-২১, লেখচিত্র-১৬)।

সারণি-২১ : ২০২১-২২ অর্থবছরে খাত ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের ব্যবহার

সেক্টর	বিদ্যুৎ	শিল্প	কৃষি	গৃহস্থালি	পরিবহন	অন্যান্য	মোট
মে.টন	৪,৯৩৭,৪৬৮	২,৯৬,২২৯	৯,৭৯,৯৪০	৮৬,২৫৯	৪৫,২৫,৪৮৩	১০,২৫০	১,০৮,৩৫,৬২৯
%	৪৫.৫৭	২.৭৩	৯.০৪	০.৮০	৪১.৭৭	০.০৯	১০০

সূত্র: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক বিক্রয় তথ্য বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ফার্নেস অয়েল আমদানীর তথ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রদত্ত ফার্নেস অয়েল ব্যবহারের তথ্য।

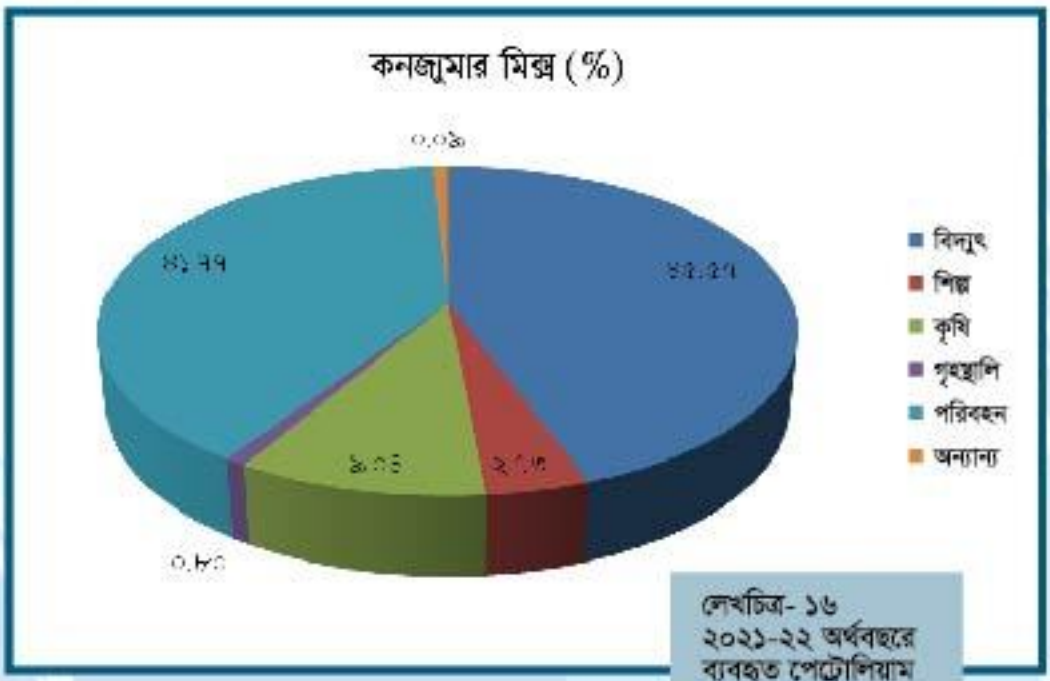

লেখচিত্র- ১৬
২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেলের কনজ্যুমার মিক্স।

পেট্রোলিয়াম শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হতে হলে কমিশন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। যেখানে ধারা ২(খ) অনুযায়ী "এনার্জি" অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ এবং ধারা ২(থ) অনুযায়ী "পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত যেমন: লুব্রিকেন্ট ও পেট্রোলিয়াম দ্রাবক (solvent) উহার অন্তর্ভুক্ত হবে, তবে প্রাকৃতিক গ্যাস উহার অন্তর্ভুক্ত হবে না। উক্ত আইন অনুযায়ী পেট্রোলিয়াম অনুবিভাগ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ, সঞ্চালন ও সরবরাহে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদানসহ লাইসেন্সীদের সেবার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সংখ্যা ব্যাপক। Environmental Science & Technology এর ফেব্রুয়ারি ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ববাজারে কেমিক্যাল পণ্যের সংখ্যা ৩,৫০,০০০ ছাড়িয়েছে, যার মধ্যে ৪০% অর্থাৎ অন্তত ১,৫০,০০০ টি হাইড্রোকার্বনজাত পেট্রোকেমিক্যাল থেকে সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ/পলিমার। প্রতিবছর ২,০০০ টি নতুন কেমিক্যাল পদার্থ বিশ্ববাজারে প্রবেশ করছে যার মধ্যে প্রায় ৮০০ টি পেট্রোকেমিক্যাল পদার্থ। এ পর্যন্ত পেট্রোলিয়াম শাখা প্রায় ১৫০ টির অধিক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

পেট্রোলিয়াম শাখার অর্জন

কমিশনের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে পেট্রোলিয়াম শাখা কর্তৃক সর্বমোট ১০৪৫টি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস ক্যাটাগরীতে ৫১৫টি (৪৪%), প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য ক্যাটাগরীতে ২৯৫টি (২৬%), বিটুমিন ক্যাটাগরীতে ১৬৭টি (১৪%), ট্রান্সফরমার অয়েল ক্যাটাগরীতে ৯২টি (৮%) এবং ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট ক্যাটাগরীতে ৯৪টি (৮%) লাইসেন্স দেয়া হয়েছে (সারণি-২২, লেখচিত্র-১৭)।

সারণি-২২ : পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ক্যাটাগরী ভিত্তিক ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংখ্যার পরিমাণ

ক্রমিক নং	ক্যাটাগরী	লাইসেন্স সংখ্যা	%	মন্তব্য
১	ফুয়েল অয়েল ও কনডেনসেট	৯৪	৮	একই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সে একাধিক পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ক্যাটাগরী অন্তর্ভুক্ত থাকায় লাইসেন্সের সংখ্যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে
২	লুব্রিকেটিং অয়েল, বেজ অয়েল ও এডিটিভস	৫১৫	৪৪	
৩	প্যারাফিন ওয়াক্স ও অন্যান্য	২৯৫	২৬	
৪	ট্রান্সফর্মার অয়েল	৯২	৮	
৫	বিটুমিন	১৬৭	১৪	

লেখচিত্র -১৭ : বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পদার্থের অনুকূলে ইস্যুকৃত মোট লাইসেন্স সংখ্যার শতকরা পরিমাণ

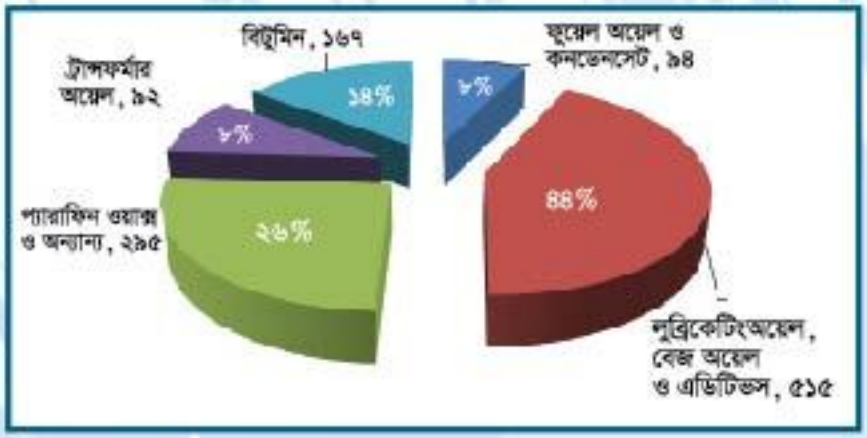

২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৪৯৪ টি লাইসেন্স, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৮০ টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩৫৫ টি, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩১৭ টি এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫১০ টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে ১২০ টি নতুন লাইসেন্স, ২৭৬ টি নবায়ন লাইসেন্স ও ১১৪ টি সংশোধন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে (লেখচিত্র-১৮)। করোনা মহামারীকালেও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের নিমিত্ত পেট্রোলিয়াম শাখা অনলাইনে লাইসেন্সিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

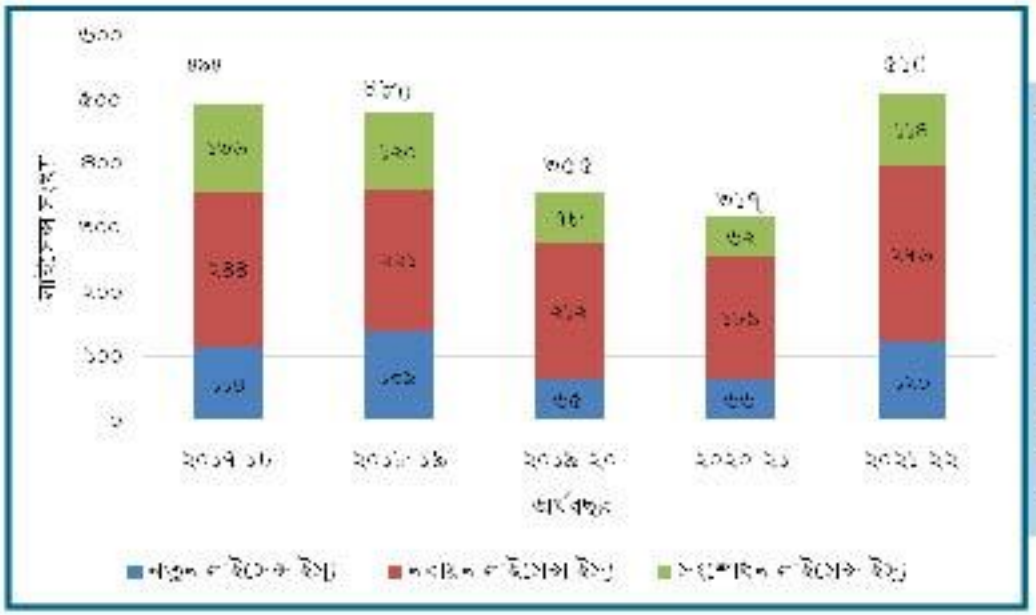

লেখচিত্র-১৮ : পেট্রোলিয়াম শাখা থেকে নতুন, নবায়ন ও সংশোধন লাইসেন্স ইস্যু করার বছরভিত্তিক সাংখ্যিক প্রবণতা

পেট্রোলিয়াম শাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। লাইসেন্স আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরনে ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
২। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষন ও প্রচারে কার্যক্রম জোরদারকরণ;
৩। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ, সরবরাহ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহনে মান নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ;
৪। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
৫। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ম্যানুয়াল প্রণয়ন;
৬। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ ও হ্যান্ডলিং নিরাপত্তা ম্যানুয়াল প্রনয়ণ এবং
৭। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের পরিবহন নিরাপত্তা ম্যানুয়াল প্রণয়ন।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আইন ও বিধি শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আইন ও বিধি অনুবিভাগ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০ অনুযায়ী সালিস আইন, ২০০১বা অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত যে কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণের বিধান রয়েছে। কমিশন আইন অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। কমিশনের বিরোধ নিষ্পত্তির যাবতীয় কার্যক্রম আইন ও বিধি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়া এ শাখার অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম

কমিশনের নিকট নিষ্পত্তির জন্য যে সমস্ত বিরোধ আসে তার বেশিরভাগই অবৈধ সংযোগ, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, মিটার টেম্পারিং, ন্যূনতম বিল আরোপ, বিল বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, ইভিসি মিটারে বিল না করা, Excess Fuel এবং Liquidity Damage আরোপ ইত্যাদি সংক্রান্ত। ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের নিকট সর্বমোট ৪৬ টি বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন জমা হয়। উক্ত অর্থবছরে সর্বমোট ২৭ টি বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন রোয়েদাদ (Award) প্রদান করে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিরোধ ১১ টি, গ্যাস (শিল্প ও বাণিজ্য) সংক্রান্ত বিরোধ ১১ টি এবং গ্যাস (সিএনজি) সংক্রান্ত বিরোধ ৫ টি। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭৮ ও ২১০টি। ২০১২-১৩ হতে ২০২১-২২ পর্যন্ত অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি-২৩ :

অর্থবছর	আবেদন সংখ্যা	নিষ্পত্তি সংখ্যা	পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন আবেদন সংখ্যা
২০১২ - ১৩	২	০	২
২০১৩ - ১৪	৫	১	৬
২০১৪ - ১৫	৪	৩	৭
২০১৫ - ১৬	৫১	১০	৪৮
২০১৬ - ১৭	৬০	১৯	৮৯
২০১৭ - ১৮	৬৪	৫২	১০১
২০১৮ - ১৯	৬৭	৪২	১২৬
২০১৯ -২০	৪১	৩৪	১৩৩
২০২০ - ২১	৩৮	২২	১৪৯
২০২১ - ২২	৪৬	২৭	১৬৮
মোট	৩৭৮	২১০	১৬৮

কমিশনের বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম পরিচালনায় উপস্থিত মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

লেখচিত্র নং-১৯
২০১২ -১৩ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাপ্ত আবেদন ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান

প্রবিধানমালা প্রণয়ন

কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ৫৯ অনুসারে প্রণীতব্য প্রবিধানমালা প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে চূড়ান্তপূর্বক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করে। Bangladesh Energy Regulatory Commission (Electricity Grid Code) Regulations, 2019 এর উপর আপত্তি/পরামর্শ আহ্বান করে প্রাপ্ত আপত্তি/পরামর্শ বিবেচনাক্রমে প্রবিধানমালাটি চূড়ান্তভাবে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০২২ (খসড়া)
২। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও অপরাধ হিসেবে গণ্যকরণ প্রবিধানমালা, ২০২১ (খসড়া)
৩। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের খুচরা ট্যারিফ প্রবিধানমালা-২০১২ (খসড়া)
৪। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন ও বিতরণ ট্যারিফ প্রবিধানমালা-২০১২ (খসড়া)
৫। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১২ (খসড়া)
৬। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড) প্রবিধানমালা, ২০২২ (খসড়া)

কমিশন প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এ যাবৎ নিম্নবর্ণিত ৯ টি প্রবিধানমালা সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে:

ক্রমিক নং	শিরোনাম	প্রকাশের তারিখ
১।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬	৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬
২।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৩।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮	৮ এপ্রিল ২০০৮
৪।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৫।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৩ জানুয়ারি ২০১১
৬।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৭।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬	৭ জুন ২০১৬
৮।	Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement (Cancel)Regulations, 2021	১৬ জুন ২০২১
৯।	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিরোধ নিষ্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০২১	১৬ জুন ২০২১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা কমিশন পরিচালিত হয়।
এছাড়া বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০, বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ সহ প্রযোজ্য আইনানুযায়ী কমিশন বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

অর্থ ও হিসাব শাখার কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ১৭-২১ এর বিধান এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রবিধান, ২০০৪" ও "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪" অনুযায়ী কমিশনের আর্থিক কার্যাবলী পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশনের তহবিলের উৎস

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত মোট ৪ (চার) টি উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের তহবিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে;

(ক) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;
(গ) এ আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ; এবং
(ঘ) অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। অন্যান্য উৎসের মধ্যে সিস্টেম অপারেশন ফিস, আরবিট্রেশন ফিস ও ব্যাংক সুদ উল্লেখযোগ্য।

২০২১-২২ অর্থবছরের আয়ের হিসাব

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত মোট আয় হয় ৪২.০৭ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে কমিশনের মোট আয় ছিল ৪১.৫৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে লাইসেন্স ফি বাবদ আয় ছিল ১৭.৬৪ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৯৩ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। করোনা সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতেও কমিশনে নতুন লাইসেন্স ইস্যু, সংশোধন ও নবায়ন কার্যক্রম চলমান থাকায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন সময়ে লাইসেন্স ফিস খাতে কমিশনের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইউটিলিটিসমূহ হতে সিস্টেম অপারেশন ফিস বাবদ ১৬.১৮ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা ১৭(১) অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের তহবিলে নিম্নোক্ত ৪ (চার) টি উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী নিম্নের সারণি-২৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ২৪ : ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয়ের হিসাব (নিরীক্ষিত)

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের খাতভিত্তিক প্রাপ্ত/ জমাকৃত আয় (কোটি টাকায়)												
কমিশনের আইন অনুযায়ী অর্থের উৎসসমূহ												
সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান [১৭(ক)]	কমিশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ [১৭(খ)]	কমিশন আইনের অধীন জমাকৃত ফিস, চার্জ [১৭(গ)]						অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ [১৭(ঘ)]				সর্বমোট প্রাপ্তি
		লাইসেন্স ফিস	আবেদন ফিস	সিস্টেম অপারেশন ফিস	ট্যারিফ নির্ধারণ আবেদন ফিস	বিরোধ নিষ্পত্তি ফিস	উপ-মোট	এসএনডি হিসাবে প্রাপ্ত সুদ	এফডিআর অর্জিত প্রাপ্ত সুদ	বিবিধ	উপ-মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=(৩+৪+৫+৬+৭)	৯	১০	১১	১২=(৯+১০+১১)	১৩=(৮+১২)
---	---	১৮.৯৩ (৪৫%)	০.৫১ (১.২০%)	১৬.১৮ (৩৮.৪৬%)	০.১৬ (০.৩৮%)	০.৩১ (০.৭৪%)	৩৬.০৯ (৮৫.৭৯%)	০.৪৮ (১.১৪%)	৫.৪৮ (১৩.০৩%)	০.০০৩ (০.০১৭%)	৫.৯৮ (১৪.২১%)	৪২.০৭ (১০০%)

উপরের সারণি-২৪ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের আয়ের প্রধান খাত হলো এনার্জি উৎপাদন, বিপণন, বিতরণ এবং সঞ্চালনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ফিস ও সিস্টেম অপারেশন ফিস। ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত সর্বমোট আয় ৪২.০৭ কোটি টাকার অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছে এই দুটি খাত হতে। লাইসেন্স ফিস বাবদ সংগৃহীত আয় ১৮.৯৩ কোটি টাকা যা মোট আয়ের প্রায় ৪৫%। সিস্টেম অপারেশন ফিস খাত হতে আয় ১৬.১৮ কোটি টাকা যা মোট আয়ের ৩৮.৪৬%। এই দুইটি খাত ছাড়াও স্থায়ী আমানত হিসাব (এফডিআর) হতে প্রাপ্ত সুদ কমিশনের অন্যতম আয়ের উৎস।

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের বাজেট সংস্থান এবং প্রকৃত ব্যয়

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিজস্ব আয় দ্বারা পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ ধারা অনুসরণে কমিশন প্রতি অর্থবছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং উইং এ পেশ করে। বিভিন্ন খাতের জন্য কমিশন কর্তৃক সংস্থানকৃত বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কমিশনের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৫৬.৪৭ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দের মধ্যে বেতন ও ভাতাদি খাতে ৫.৮৫ কোটি, সরকারি কোষাগারে প্রদান বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা, কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ১৫.০০ কোটি টাকা, মটর যানবাহন ক্রয় বাবদ ৩.৩০ কোটি এবং কম্পিউটার সফটওয়্যার খাতে ১.০০ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী মোট ব্যয় ছিল ২৮.০৭ কোটি টাকা যা মোট বাজেট সংস্থানের ৪৯.৭১%। বর্ণিত ২৮.০৭ কোটি টাকার মধ্যে কর্মচারীদের পেনশন ও গ্র্যাচুইটি বাবদ ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দেশে করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভ্রমণ ব্যয় খাতে এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে যানবাহন ক্রয় খাতে কোন অর্থ ব্যয় না হওয়ায় সার্বিক ব্যয় কম হয়েছে। খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপ:

সারণি ২৫ : ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের মূল বাজেট, সংশোধিত বাজেট এবং প্রকৃত ব্যয় বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রমিকনং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত (অনিরীক্ষিত) ২০২১-২২
১	বেতন ও ভাতাদি	১০.২১	৫.৮৫	৫.১৫ (৮৮.০৩%)
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.৪৩	০.৪৪	০.১৭ (৩৮.৬৪%)
৩	অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানী ইত্যাদি সহ)	১৬.৫৬	১৭.২১	৭.৩৫ (৪২.৭১%)
৪	মোট পরিচালন ব্যয় [১+২+৩]	২৭.২০	২৩.৪৯	১২.৬৭(৫৩.৯১%)
৫	বিনিয়োগ তফসিল /মূলধনী ব্যয়	১১.২২	৭.২৭	০.২৩ (৩.১৬%)
৬	জিপিএফ, কল্যাণ তহবিল, ঋণ ও অগ্রিম এবং পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড	১৬.৯৮	১৫.৭০	১৫.১৭ (৯৬.৬২%)
৭	সংযুক্ত তহবিলে অর্থ জমা প্রদান	১৫.০০	১০.০০	০.০০
সর্বমোট (৪+৫+৬+৭)		৭০.৪০	৫৬.৪৭	২৮.০৭ (৪৯.৭১%)

উপরের সারণি-২৫ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, কমিশনের ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হচ্ছে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি, অফিস ভাড়া, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, আইন সংক্রান্ত ব্যয়, জ্বালানী, কর্মকর্তা-কর্মচারী পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড, সম্পদ ক্রয় এবং অন্যান্য। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫৬.৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৮.০৭ কোটি টাকা যা ব্যয়ের প্রাক্কলন হতে ২৮.৪০ কোটি টাকা বা ৫০.২৯ শতাংশ কম।

২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় তহবিল

"বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধান, ২০০৪" এর প্রবিধি ৮(খ) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৫ এর ধারা ৬ অনুযায়ী কমিশনের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে তা কমিশনের একাউন্টে জমা থাকে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে কমিশনের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ, টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮" এর প্রবিধান ৫৬ অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানের জন্য কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, কমিশন ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় থেকে ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১০.০০ (দশ) কোটি ও ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে "স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইনেন্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন, ২০২০" ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে ২৫.০০ (পঁচিশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে।

সারণি ২৬ : কমিশনের ২০২১-২২ অর্থবছরের আয়ের লক্ষ্য মাত্রা, প্রকৃত আয়, প্রকৃত ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত আয় (+/-) (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত (অনিরীক্ষিত) ২০২১-২২
১.	মোট আয়	৩০.৬০	৩০.৪৫	৪২.০৭
২.	মোট ব্যয়	৪২.৫৭	৩৮.৮৯	২৮.০৭
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয় (+/-)	-১১.৯৭	-৮.৪৪	১৪.০০

উপরের সারণি-২৬ হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশনের ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ ১৪.০০ কোটি টাকা; যেখানে উক্ত অর্থবছরে অনুমোদিত বাজেটে ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল (-১১.৯৭) কোটি টাকা।

ভ্যাট ও আয়কর আদায়

কমিশন ২০২১-২২ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানের সময় লাইসেন্সিদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট বাবদ আনুমানিক ৫.৭৭ কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব আদায়ে অবদান রেখেছে। লাইসেন্সিগণ লাইসেন্স ফিস জমা প্রদানের সময় সরকার প্রযোজ্য ভ্যাট জমা প্রদান করে চালানের মূলকপি কমিশনে দাখিল করে থাকে। এছাড়া, কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন বিল হতে প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর কর্তনপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট কোডে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

সারণি ২৭ : ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক ভ্যাট এবং আয়কর আদায় বিবরণী (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং.		ভ্যাট এবং আয়কর আদায়ের খাত	টাকার পরিমাণ	আদায়কৃত ভ্যাট	আদায়কৃত আয়কর
১.	আয়ের ক্ষেত্রে	লাইসেন্স ফিস	১৮.৯৪	২.৮৪	------
২.		সিস্টেম অপারেশন ফিস	১৬.১৮	২.৪৩	------
৩	ব্যয়ের ক্ষেত্রে	কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত ভ্যাট		০.৫০	
৪.		কমিশন কর্তৃক পরিশোধিত বিলের ওপর কর্তিত আয়কর			০.১৫
				৫.৭৭	০.১৫

বিইআরসি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিইআরসি কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে প্রদেয় চাঁদা বাবদ কর্তনকৃত টাকা ও এ অর্থের উপর বিধি অনুযায়ী প্রদেয় মুনাফাসহ কর্মচারীগণের ২০২০-২১ অর্থবছরে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ), এর অনুকূলে ৪৩,১৫,৫০৩/- (তেতাল্লিশ লাখ পনের হাজার পাঁচশত তিন) টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে জিপিএফ বাবদ কর্তনকৃত সমুদয় চাঁদার অর্থ ২৯,৪৯,৭২০/- (উনত্রিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশত বিশ) টাকা এ তহবিলে মাসভিত্তিক স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিইআরসি কর্মচারী অবসর ভাতা তহবিল

বিইআরসি কর্মচারী অবসরভাতা তহবিলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্ণিত তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ প্রায় ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা। "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮" এর প্রবিধান ৫৬ অনুযায়ী কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম প্রবর্তনের জন্য Actuarial Firm নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া, "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা, ২০২২" এর খসড়া হালনাগাদ করার কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিইআরসি কর্মচারী কল্যাণ তহবিল

ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে চাঁদা বাবদ কর্তনকৃত সর্বমোট ৫,৩৪,২৫৮.০০ (পাঁচ লাখ চৌত্রিশ হাজার দুইশত আটান্ন) টাকা কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিইআরসি কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ ৫,৩৪,৪৮২.০০ (পাঁচ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশত বিরাশি) টাকা।

বিইআরসি কর্মচারী যৌথ বীমা তহবিল

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কর্মচারী যৌথ বীমা তহবিলে প্রিমিয়াম বাবদ কর্তনকৃত সর্বমোট ১,৩৫,৫৬৪.০০ (এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকা কমিশনের অনুমোদনক্রমে বিইআরসি কর্মচারী যৌথ বীমা তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ তহবিলের বর্তমান স্থিতি সুদসহ ১,৩৫,৬২১.০০ (এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত একুশ) টাকা।

কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ নীতিমালা

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত "সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৮"; বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত "বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা" এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য প্রণীত "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর শিক্ষক/কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৯" এর অনুসরণে "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩" এবং "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৮" এর আলোকে প্রণীত "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২২" অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১) একাউন্টিং সফটওয়্যার ক্রয় করা;
২) কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে পেনশন স্কীম প্রবর্তন;
৩) "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা, ২০২২" (খসড়া) চূড়ান্তকরণ এবং সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;
৪) "বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০২২" (খসড়া) সরকারের অনুমোদন গ্রহণ;
৫) কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা সুবিধাদি প্রবর্তন।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

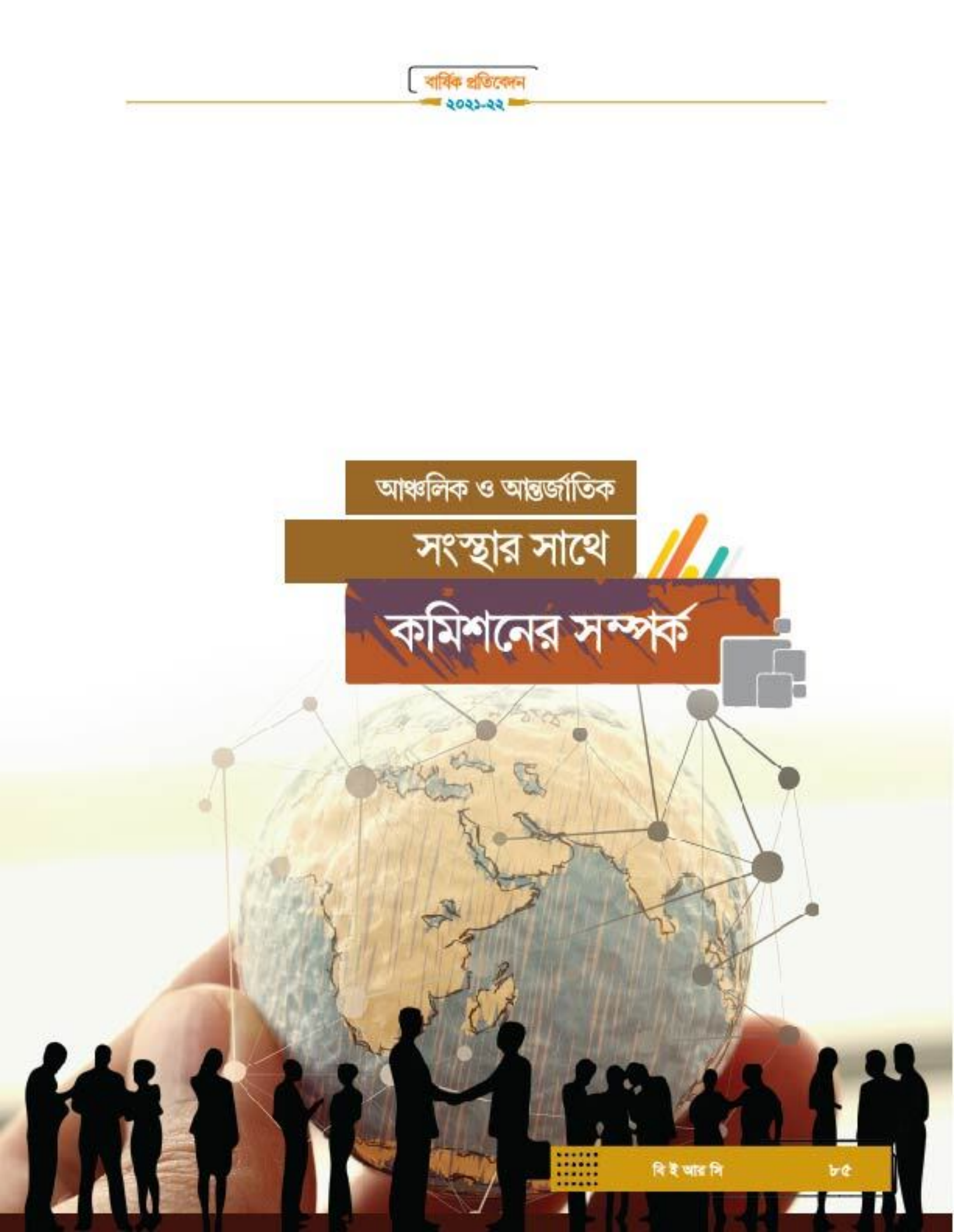

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কমিশনের সম্পর্ক

South Asia Form for Infrastructure Regulations (SAFIR)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অবকাঠামো সম্পর্কিত রেগুলেটরী কমিশনসমূহের সমন্বিত সংস্থা South Asia Forum for Infrastructure Regulations (SAFIR) এর অন্যতম সদস্য। SAFIR কর্তৃক প্রতিবছর Executive Committee Meeting (ECM), Steering Committee Meeting (SCM)এনার্জি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তাগণ এসব প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত দেশসমূহের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে SAFIR এর নিম্নবর্ণিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রমিক	সভার নাম	তারিখ
১	22nd Executive Committee Meeting	১৮ নভেম্বর ২০২১
২	23rd Executive Committee Meeting	০৮ জুন ২০২২
৩	28th Steering Committee Meeting	০৮ জুন ২০২২

উলিখিত সভাসমূহে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান/সম্মানিত সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া SAFIR কর্তৃক ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ অনলাইনে আয়োজিত 20th Core Course on Infrastructure Regulations এ কমিশন হতে ১(এক) জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

SAFIR এর 22nd Executive Committee Meeting এ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগনের সাথে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল জলিল।

USAID, US Department of State

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে USAID এবং US Department of State বিভিন্ন প্রোগ্রামের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার মধ্যে রয়েছে National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC), South Asia Regional Initiative for Energy (SARI/EI), Integrated Research and Action for Development (IRADe), Bangladesh Advancing Development and Growth Through Energy (BADGE) এবং United States Department of State, Deloitte। ২০২১-২২ অর্থবছরে US Department of State কর্তৃক ৩টি প্রশিক্ষণ/সেমিনারে মোট ৪১জন, NARUC কর্তৃক আয়োজিত ২টি প্রশিক্ষণ/সেমিনারে ২১জন এবং (BADGE) কর্তৃক আয়োজিত ৩টি প্রশিক্ষণ/সেমিনারে ৬জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে কমিশনের কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং ইউটিলিটিসমূহ হতে কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন।

University of Florida তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান
জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এর সার্টিফিকেট গ্রহণ

বিশ্বব্যাংক

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Strengthening and Capacity Building of BERC" শীর্ষক Technical Assistance (TA) Project বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PTAPP জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
(সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)
বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এজেন্ডা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) যেখানে শেষ, সেখানেই শুরু নতুন অভীষ্টের-টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি)। ২০১৫ সালের ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জাতিসংঘ সম্মেলনে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' শিরোনামে ১৫ বছর মেয়াদি এসডিজি এজেন্ডা ঘোষণা করা হয়। সারা বিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ২০১৬ সাল থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা (ইন্ডিকেটর) নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৭টি অভীষ্টের জন্য ৩৯টি সূচককে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১১টি আছে জাতীয় সূচক। এ সূচকগুলোয় অগ্রগতি হলে তার ইতিবাচক প্রভাব অন্যগুলোর ওপরও পড়বে। এর বাইরে আরেকটি অতিরিক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ 'সমগ্র সমাজ' (Whole of Society) পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। জ্বালানি খাতের জন্য সুনির্দিষ্ট টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।

'অভীষ্ট-৭' বাস্তবায়নে লক্ষ্যসমূহ (টার্গেট)

লক্ষ্য ৭.১ : ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক জ্বালানি সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য ৭.২ : ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা।
লক্ষ্য ৭.৩ : জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নের বৈশ্বিক হার ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা।
লক্ষ্য ৭.ক : ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্ম-জ্বালানি প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগ প্রবর্ধন।
লক্ষ্য ৭.খ : ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ, উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র ও স্থলবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব সহায়ক কর্মসূচি অনুযায়ী সকলের জন্য আধুনিক ও টেকসই জ্বালানি সেবা সরবরাহকল্পে জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তারসহ প্রযুক্তির উন্নতি সাধন।

লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রাধিকার সূচকসমূহ (ইন্ডিকেটর)

* স্বল্পতম সময়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে ৩৯ সূচকের একটি সেট নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত সূচকসমূহের কিছু বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট থেকে সরাসরি এবং কিছু সূচক বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করে নির্বাচন করা হয়েছে।
* লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.১ : ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা।
* লক্ষ্যমাত্রা ৭.১.২ : ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ২০% এ উন্নীত করা।
* বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা।
* বর্তমানে দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, তার ৭.৫৫ শতাংশ (অর্থবছর ২০২১-২২) আসে কয়লাভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম থেকে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে এটি ১১ শতাংশ এবং ২০২৯-২০৩০ অর্থবছর নাগাদ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
* বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ ও হালনাগাদকরণ; উপকেন্দ্র নির্মাণ ও মানোন্নয়ন; সুইচ স্টেশন ও নদী পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ; যেসব ট্রান্সফরমারের অধীনে সক্ষমতার বেশি সংযোগ রয়েছে, সেসব ট্রান্সফরমার স্থানান্তর; গতানুগতিক ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ও ডিজিটাল মিটারগুলো প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে স্থানান্তর; বিতরণ পদ্ধতির পুনর্গঠন ও নিবিড়তা বাড়ানো; গ্যাস বরাদ্দকরণ নীতি (বিকল্প মাধ্যম হিসেবে এলপিজি ও বায়োগ্যাস), দেশীয় গ্যাস উত্তোলন নীতি, দেশীয় কয়লা রপ্তানি নীতি প্রতিষ্ঠাকরণ; জ্বালানি ভর্তুকি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; গৃহস্থালি ও পরিবহন খাতে এলপিজি ব্যবহার উৎসাহিতকরণ; এলএনজি আমদানি কৌশল ও কয়লা আমদানি কার্যক্রম সম্প্রসারণে পরিকল্পনা গ্রহণ।

'অভীষ্ট-৭' অর্জনে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তা কার্যক্রম

* জ্বালানি খাতে এসডিজি'র বর্ণিত অভীষ্ট অর্জনে সরকারের যথাযথ উদ্যোগ ও বাজেটারি সাপোর্টের ফলে এবং বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর সংখ্যা শতভাগে (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) উন্নীত হয়েছে।
* পল্লী এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার স্বার্থে কমিশনের রেগুলেটরী সহায়তার আওতায় পবিসসমূহের উক্ত কস্ট রিকোভারি নিশ্চিতকল্পে পবিসসমূহের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা হয়েছে।
* গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে।
* বর্তমানে গ্রামীণ এলাকার প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ গ্রাহক লাইফ-লাইন মূল্যহারের সুবিধা ভোগ করছে।
* দেশীয় গ্যাস কোম্পানীর তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন কর্তৃক 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে।
* দেশের সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে।
* দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনে প্রদত্ত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গবেষণা সম্পাদনের জন্য 'বিইআরসি গবেষণা তহবিল' গঠন করা হয়েছে;
* দেশে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রিড কোড চূড়ান্ত করা হয়েছে।
* নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকারের নবায়নযোগ্য নীতিমালা অনুযায়ী রেগুলেটরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
* রেগুলেটরী গাইডলাইন্স/নীতি-নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিত এবং এসডিজি'র 'অভীষ্ট-৭' অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে।
* বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, সংযোগের আওতা বাড়ানো এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাত্রা বছরের পর বছর ধরে চমকপ্রদভাবে বেড়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দৈনিক নিবিড়তা ব্যাপকহারে কমেছে।
* জ্বালানি দক্ষতা আনয়ন ও সংরক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের
অর্জন
ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের অর্জন

ট্যারিফ নির্ধারণ

কমিশন বিদ্যুৎ এর পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ, সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং বা ট্রান্সমিশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে খুচরা (রিটেইল) ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ (ট্রান্সমিশন চার্জ), গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ (ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ) এবং ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ নির্ধারণ করে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও অংশীজনদের উপস্থিতিতে শুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করে থাকে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, পরিচালন ব্যয় সংকুলান ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন; ভোক্তাস্বার্থ, সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ, আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করেছে।

বিদ্যুতের বাল্ক, সঞ্চালন ও খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) বৃদ্ধির জন্য ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনে আবেদন দাখিল করে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি হিসেবে বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের জন্য ২২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বিউবো, ২১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি),২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং ২০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) কমিশনে আবেদন দাখিল করে।

আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান এবং সমূহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় এবং পাইকারি পর্যায়ে বিউবো-কে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিদ্যুতের পাইকারি, সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে পুনঃনির্ধারিত মূল্যহার বর্তমানে কার্যকর রয়েছে।

(ক) বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর উৎপাদন ব্যয় এবং পাইকারি পর্যায়ে বিউবো-কে সরকার কর্তৃক বছরে ৩,৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি বিবেচনায় বিদ্যুতের বিদ্যমান পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average)৪.৭৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৮.৪০% বৃদ্ধি করে ৫.১৭ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে;

(খ) পিজিসিবি এর সঞ্চালন ব্যয় বিবেচনায় বিদ্যুতের বিদ্যমান সঞ্চালন মূল্যহার বা হুইলিং চার্জ ভারিত গড়ে ০.২৭৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ৫.৩০% বৃদ্ধি করে ০.২৯৩৪ টাকা/কি.ও.ঘ. পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এবং

(গ) বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) ও সঞ্চালন মূল্যহার এবং বিতরণ ব্যয় বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তথা বিউবো, বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)সমূহ, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে (Weighted Average)কি.ও.ঘ. প্রতি ৬.৭৭ টাকা থেকে ৫.৩০%বৃদ্ধি করে কি.ও.ঘ. প্রতি ৭.১৩ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, উক্ত আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনজনিত কমিশন আদেশ কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২৮ : কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ঘোষিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ডিসেম্বর ২০০৯	বাপবিবো এর জন্য আদেশ
০২	মার্চ ২০১০	বিউবো/ডিপিডিসি/ডেসকো/ওজোপাডিকো এর জন্য আদেশ
০৩	ফেব্রুয়ারি ২০১১	
০৪	ডিসেম্বর ২০১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর
০৫	মার্চ ২০১২	
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১২	
০৭	মার্চ ২০১৪	
০৮	সেপ্টেম্বর ২০১৫	
০৯	ডিসেম্বর ২০১৭	
১০	মার্চ ২০২০	

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কমিশনে প্রস্তাব সংবলিত আবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রস্তাব সংবলিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে ১৮ মে ২০২২ তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশনের শহীদ এ.কে.এম. শামসুল হক খান মেমোরিয়াল (অডিটোরিয়াম) হলে আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ পরিবর্তনের বিষয়ে আদেশ জারী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ও বিতরণ কোম্পানিসমূহের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন ট্যারিফ এবং বিতরণ কোম্পানিসমূহের ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি প্রদান এবং সমুহবিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক কমিশন ভোক্তাপর্যায়ে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ৯.৭০ টাকা/ঘনমিটার থেকে ২২.৭৮% বৃদ্ধি করে ১১.৯১ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করে ০৪ জুন ২০২২ তারিখ আদেশ জারি করে; যা বিল মাস জুন ২০২২ হতে কার্যকর হয়েছে। অদ্যাবধি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-২৯ : অদ্যাবধি গ্যাসের মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল

ক্রমিক নং	মূল্যহার কার্যকরের সময়কাল	মন্তব্য
০১	আগস্ট ২০০৯	সিএনজি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
০২	মে ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির জন্য
০৩	সেপ্টেম্বর ২০১১	শুধুমাত্র সিএনজির জন্য
০৪	সেপ্টেম্বর ২০১৫	বিদ্যুৎ ও সার ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির জন্য
০৫	মার্চ ২০১৭ জুন ২০১৭	একই আদেশে দুই ধাপে কার্যকর সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য। তবে দ্বিতীয় ধাপে উচ্চ আদালতের আদেশ অনুযায়ী গৃহস্থালী গ্রাহকশ্রেণির জন্য মার্চ ২০১৭ এর মূল্যহার বহাল ছিল।
০৬	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়
০৭	জুলাই ২০১৯	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে বাণিজ্যিক শ্রেণির আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।
০৮	জুন ২০২২	ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তন করা হয়। তবে সিএনজি গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

ভোক্তাপর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্যহার

নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ২৫ আগস্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের আদেশ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) এবং ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে শুনানিঅন্তে কমিশন কর্তৃক এলপিজি'র মূল্যহার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করে ১২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২১/০১ জারি করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৮.৬ অনুযায়ী সৌদী আরামকো কর্তৃক মাসভিত্তিতে ঘোষিত Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য সমন্বয় করে ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২১/০২, ৩১ মে ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২১/০৩, ৩০ জুন ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২১/০৪, ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২১/০৫ এবং ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে বিইআরসি আদেশ নম্বরঃ ২০২১/০৬ জারী করা হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত বেসরকারি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র ট্যারিফ (মূল্যহার) পরিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) মতে ১৮টি বেসরকারি এলপিজি লাইসেন্সী কমিশনে আবেদন/প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত আবেদন/ প্রস্তাবসমূহের ওপর ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে কমিশন আবেদনকারী লাইসেন্সীগণ এবং আগ্রহী পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করে। বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণান্তে রীট পিটিশন নম্বর-১৩৬৮৩/২০১৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখের আদেশের ধারাবাহিকতা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতাবলে কমিশন কর্তৃক বেসরকারি এলপিজি'র ভোক্তাপর্যায়ের মূল্য পরিবর্তনসহ মূল্য সমন্বয় করা হয়। উক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৯.৫ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুযায়ী সৌদী আরামকো কর্তৃক মাসভিত্তিতে ঘোষিত Saudi CP'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক বেসরকারি এলপিজি মজুতকরণ ও বোতলজাতকরণ লাইসেন্সী/অটোগ্যাস স্টেশন লাইসেন্সী কর্তৃক সরবরাহকৃত এলপিজি এবং অটোগ্যাসের ভোক্তাপর্যায়ের মূল্যহার ০৮ বার সমন্বয় করা হয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

সারণি-৩০ : ২০১১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি এলপিজি'র মূল্য পুনর্নির্ধারণ/সমন্বয়ের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নম্বর	বিইআরসিআদেশ নম্বর ও তারিখ	বোতলজাতকৃত এলপিজির মূল্য		রেটিকুলেটেড রেটিকুলেটেড সিস্টেমে সরবরাহকৃত এলপিজি (তরল অবস্থায়) (টাকা/কেজি)	রেটিকুলেটেড সিস্টেমে সরবরাহকৃত এলপিজি (গ্যাসীয় অবস্থায়) (টাকা/লিটার)	অটোগ্যাস (টাকা/লিটার)	কার্যকরের তারিখ ও সময়
		টাকা/কেজি	টাকা/১২কেজি				
০১	২০২১/০৫ ২৯ জুলাই ২০২১	৮২.৭২	৯৯৩	৮০.৪৩	০.১৭৮৭	৪৮.৭১	১ আগস্ট ২০২১ হতে
০২	২০২১/০৬ ৩১ আগস্ট ২০২১	৮৬.০৭	১,০৩৩	৮৩.৭৭	০.১৮৬১	৫০.৫৬	০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে
০৩	২০২১/০৭ ১০ অক্টোবর ২০২১	১০৪.৯২	১,২৫৯	১০১.৬৮	০.২২৫৯	৫৮.৬৮	১০ অক্টোবর ২০২১ হতে
০৪	২০২১/০৮ ০৪ নভেম্বর ২০২১	১০৯.৪২	১,৩১৩	১০৬.১৯	০.২৩৫৯	৬১.১৮	০৪ নভেম্বর ২০২১হতে
০৫	২০২১/০৯ ০২ ডিসেম্বর ২০২১	১০২.৩২	১,২২৮	৯৯.০৮	০.২২০২	৫৭.২৪	০৩ ডিসেম্বর ২০২১ সকাল ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৬	২০২২/০১ ০৩ জানুয়ারি ২০২২	৯৮.১৭	১,১৭৮	৯৪.৯৪	০.২১১১	৫৪.৯৪	০৩ জানুয়ারি ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৭	২০২২/০২ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২	১০৩.৩৪	১,২৪০	১০০.১০	০.২২২৪	৫৭.৮১	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৮	২০২২/০৩ ০৩ মার্চ ২০২২	১১৫.৮৮	১,৩৯১	১১২.৬৫	০.২৫০৩	৬৪.৭৮	০৩মার্চ ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
০৯	২০২২/০৪ ০৩ এপ্রিল ২০২২	১১৯.৯৪	১,৪৩৯	১১৬.৭০	০.২৫৯৩	৬৭.০২	০৩এপ্রিল ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
১০	২০২২/০৫ ০৫ মে ২০২২	১১১.২৬	১,৩৩৫	১০৮.০২	০.২৪০০	৬২.২১	০৫মে ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে
১১	২০২২/০৬ ০২ জুন ২০২২	১০৩.৫২	১,২৪২	১০০.২৯	০.২২২৮	৫৭.৯১	০২ জুন ২০২২ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা হতে

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুতের বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ হ্রাসের লক্ষ্যে কমিশন ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত তহবিলে জমার হার বাল্ক পর্যায়ে প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করে। উক্ত তহবিলে ২০২১-২২ অর্থবছরে মুনাফাসহ ১,৪৮৫.৪৮ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ ফান্ডে মুনাফাসহ সর্বমোট ১৩,১০৫.৬৩ কোটি টাকা (সাময়িক) জমা হয়েছে।

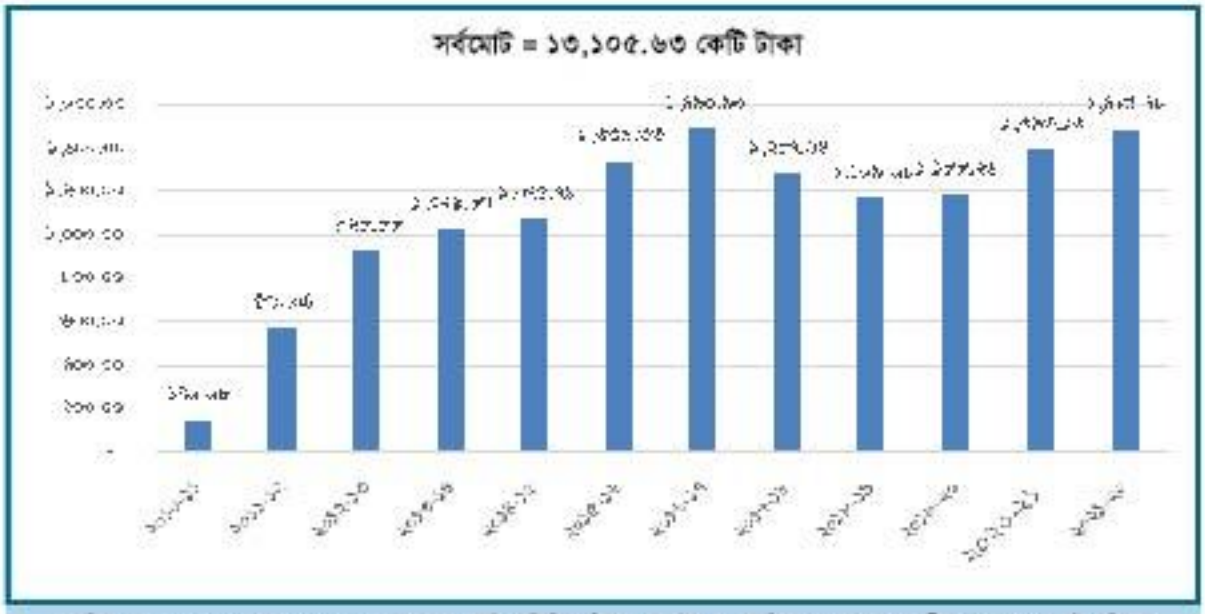

লেখচিত্র-২০: ২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ সময়কালে অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলে মুনাফাসহ সংগৃহীত/জমাকৃত অর্থের পরিমাণ
(সূত্র: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)

কমিশন কর্তৃক প্রণীত 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইন, ২০১৯' অনুযায়ী উক্ত তহবিলের বিনিয়োগ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে:-

(ক) বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্যাস, এলএনজি, কয়লা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন;

(খ) বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানী কর্তৃক গঠিত যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture) কোম্পানির মাধ্যমে উক্ত জ্বালানিভিত্তিক Least Cost ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানির ইক্যুয়িটি ফাইন্যান্সিং;

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সরকারি সংস্থা ও সরকারি কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় গ্রিড সংযুক্ত (grid-tied) নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর ও বায়ু) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন; এবং

(ঘ) বিউবো-এর মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR), পুনঃক্ষমতায়ন (Repowering) এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে। এ পর্যন্ত তহবিল হতে যে সকল প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণি-৩১ : বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে অদ্যাবধি অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের অর্থায়নে অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ কোম্পানি	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	তহবিল হতে অর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
১	বিবিয়ানা গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিউবো	৩৮৪	২,৬২৬	২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে COD হয়েছে।
২	কনর্ভাশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট টু ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিউবো	৭৫	৭৬০	১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ COD হয়েছে।
৩	কন্সট্রাকশন অব শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিউবো	১০০	৮৮৮	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ COD হয়েছে।
৪	পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	নওপ্রজেকো/ বিসিপিসিএল	১,৩২০	১,১৮৪	ইউনিট-১ : ১৫ মে ২০২০ এবং ইউনিট-২ : ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে COD হয়েছে।
৫	৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিউবো	৪০০	১,৭৪০.৫৮	জুন ২০২৩ (ক্রয় কমিটি কর্তৃক ১৯/০৫/২১ তারিখে অনুমোদিত)
৬	কন্সট্রাকশন অব ২৪৮ মেগাওয়াট (ডিসি) সোলার ফোটোভোলটিক গ্রিড-কানেক্টেড পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিউবো	২৪৮	২,৩৮০.০০	প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে ২২ মে ২০২২ তারিখে কমিশন কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক ৩০ জুলাই ২০০৯ তারিখে গ্যাসের মূল্য ১১.২২% হারে বৃদ্ধি করে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়-যা ০১ আগষ্ট ২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়। এই তহবিলে জমাকৃত অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিলের পেট্রোবাংলার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে মুনাফাসহ ১৪,৫৮৮.৯৫ কোটি টাকা জমা হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে বাপেক্স গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতঃমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ ও কম্প্রেসর ক্রয় এবং তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ৪৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩২ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সারণি-৩২ : গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নের বছর	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	তিতাস ১২ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৫,৩৮৩.৪৩	জুলাই ২০১০-জুন ২০১২	বিজিএফসিএল
২	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন	৬,৩৫৬.১৫	জানুয়ারি ২০১১-অক্টোবর ২০১৩	বাপেক্স
৩	১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ	১৯,৭০০.৫৭	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৪	বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন	৯১,৩৩১.১০	মার্চ ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৫	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৪,১৭৩.০৫	সেপ্টেম্বর ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৬	রূপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৬,১২৭.৫৪	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫	বাপেক্স
৭	বাখরাবাদ ৫ নং কূপ পুনঃসম্পাদন	৩,৮৫৯.৪৮	অক্টোবর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৪	বিজিএফসিএল
৮	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ	৭,৪৯২.৬০	জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬	বাপেক্স
৯	কৈলাশটিলা কূপ নং-৭ (তৈল কূপ)	১৩,৮২৯.৬১	সেপ্টেম্বর ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৫	এসজিএফএল
১০	তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্প	৯,০৭৩.৯৬	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬	বিজিএফসিএল
১১	আইডিকো রিগের ইঞ্জিন, মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম পুনর্বাসনকরণ প্রকল্প	৩,৭৩৯.৪২	নভেম্বর ২০১৪-জুন ২০১৬	বাপেক্স
১২	তিতাস ফিল্ডের গ্যাসের উদগীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার (১ম সংশোধিত) (৫টি কূপের ওয়ার্কওভার)	১৩,০৪৯.৯৩	জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৩	রশিদপুর-১০ ও রশিদপুর-১২ নং কূপ খনন	৩৪,৭০৩.৭০	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	এসজিএফএল
১৪	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে কম্প্রেসার স্থাপন	৯,২৯৪.৫১	জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৫	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	১১,৩০৬.৭২	জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৬	বাপেক্স
১৬	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৯,৪৭৭.৩৯	ফেব্রুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৭	এসজিএফএল
১৭	তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার	৪,৫০৬.৬৩	জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬	বিজিএফসিএল
১৮	বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডের ১০ নং কূপ খনন	২২,৩১৯.৯৫	জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	বিজিএফসিএল
১৯	শ্রীকাইল-৪ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	১৯,৬৪৭.০০	জুলাই ২০১৫-সেপ্টেম্বর ২০১৬	বাপেক্স
২০	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	৮,১৫১.৫৮	ডিসেম্বর ২০১২-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২১	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৪,০০৭.০০	নভেম্বর ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৮	এসজিএফএল
২২	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) এপ্রেইজাল/ডেভলপমেন্ট ড্রিলিং এ্যান্ড সুন্দলপুর-১ ওয়ার্কওভার প্রকল্প	৫,০৩৫.৫০	অক্টোবর ২০১৪-অক্টোবর ২০১৭	বাপেক্স
২৩	রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শাহবাজপুর পূর্ব-১, ভোলা উত্তর-১) এবং ২টি ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২)	৩৪,৮৪৮.৩৩	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২৪	রূপকল্প-১০বাপেক্স এর জন্য রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতিসহ একটি খনন এবং একটি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয়	৮,২২৮.৪৬	জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৮	বাপেক্স
২৫	২-ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ৩বি, ৬বি ও ৭	১৫,০১২,০৪	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৯	বাপেক্স
২৬	৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স	২৩,৩৮২,০০	ডিসেম্বর ২০১২-নভেম্বর ২০১৯	বাপেক্স
২৭	রূপকল্প-১ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ইষ্ট-১ ও সালদা নর্থ-১) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২)	১৪,৪২৫.০০	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	বাপেক্স
২৮	রূপকল্প -৩ খনন প্রকল্প: ২টি অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১, মাদারগঞ্জ-১)	৭,১৪৬.২১	জুলাই ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৮	বাপেক্স
২৯	রূপকল্প -৫ খনন প্রকল্প: ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (বেগমগঞ্জ-৪) এবং ১টি ওয়ার্কওভার (বেগমগঞ্জ-৩)	২,১১৮.৬৫	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০১৮	বাপেক্স
৩০	রূপকল্প -৯ খনন প্রকল্প: ২-ডি সাইসমিক (৩৫০০ লাইন কিঃমিঃ ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদন)	৯,৪২২,০০	এপ্রিল ২০১৭-জুন ২০২১	বাপেক্স
৩১	রূপকল্প -২ খনন প্রকল্প: ৪টি অনুসন্ধান কূপ (সালদা নদী	২০,০৪৮.৪০	জুলাই ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর	বাপেক্স
৩২	সিলেট -৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন	১৭,১২৭.০০	ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২	এসজিএফএল
	মোট	৪,৯০,৩২৪.৯৪		

(সূত্রঃ পেট্রোবাংলা)

সারণি-৩৩: গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এর অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	চলমান/গৃহীত প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পবাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়কাল	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার	৩৪,৪৩৫.০০	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২	বিজিএফসিএল
২	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ mmcfd ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	৯,৬০৩.০০	জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২২	বাপেক্স
৩	২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১ ও ইলিশা-১) এবং ১টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প	৬৯,৪৬৩.০০	জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৩	বাপেক্স
৪	শরীয়তপুর-১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	৯,৫৯০.০০	জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২	বাপেক্স
৫	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২	১৪,৮৩৮.০০	জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	বাপেক্স
৬	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প	১৯,২৪০.০০	জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	বাপেক্স
৭	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট (৫৮০ বর্গ কিলোমিটার)	১১,১০৪.০০	মার্চ ২০২২ থেকে জুন ২০২৪	বাপেক্স
৮	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১এ) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩, বেগমগঞ্জ-৪) খনন প্রকল্প	২৮,৪১৯.০০	মার্চ ২০২২ থেকে জুন ২০২৪	বাপেক্স
৯	এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প	২৮,১৯৬.০০	জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪	এসজিএফএল
১০	সিলেট ১০ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প	২০,২০১.০০	অক্টোবর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩	এসজিএফএল
১১	রশিদপুর ৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্ল্যান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প	৫,২৮১.০০	অক্টোবর ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২২	এসজিএফএল
মোট		২,৫০,৩৭০.০০		

(সূত্র: পেট্রোবাংলা)

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে গ্যাসের সম্পদ মূল্য ভারিত গড়ে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে কমিশন আদেশ বলে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। গ্যাস কোম্পানিসমূহ এই তহবিলে সংগৃহীত অর্থ এবং এর উপর অর্জিত মুনাফা/সুদ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত এ তহবিলের জন্য পেট্রোবাংলার নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে মুনাফাসহ ১৩,৩৭৪.৩৭ কোটি টাকা জমা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ তহবিলের অর্থ দ্বারা গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন, সঞ্চালন, বিতরণ, এলএনজি আমদানি প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করা হচ্ছে। এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে Revolving ফান্ড হিসাবে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিল হতে মোট ১৩,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের ভোক্তাপর্যায়ের প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তহবিল থেকে ৩,৩০০ কোটি টাকা অনুদান বিবেচনা করা হয়েছে। জ্বালানি সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ০২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে "জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল নীতিমালা, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিইআরসি গবেষণা তহবিল

ভোক্তাপর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার সংক্রান্ত ০৪ জুন ২০২২ তারিখের আদেশসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত দায়িত্বাবলী যথা:- জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ; এনার্জির দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ, নিরাপত্তার উন্নয়ন; এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার; এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" গঠন করা হয়। কমিশনের বর্ণিত আদেশ অনুসারে উক্ত গবেষণা তহবিলটি কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন ২০২২ মাসে উক্ত তহবিলে বিতরণ কোম্পানী পর্যায়ে প্রায় ৭.৩১ কোটি টাকা সংস্থান হয়েছে। উক্ত তহবিলের অর্থ জমার জন্য কমিশনের ব্যবস্থাপনায় "বিইআরসি গবেষণা তহবিল" নামে একটি নির্ধারিত স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাব খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তহবিলের আওতা, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কিত রেগুলেটরী গাইডলাইনস্ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যুতের গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূর করে সকল গ্রাহকশ্রেণিকে নিম্নচাপ (এলটি), মধ্যমচাপ (এমটি), উচ্চচাপ (এইচটি) এবং অতি-উচ্চচাপ (ইএইচটি) এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা হয়। গ্রাহকশ্রেণি পুনর্বিন্যাসের আওতায় সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল গ্রাহককে সমন্বিতভাবে একটি গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে যৌক্তিকভাবে অভিন্ন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সকল রাস্তার বাতি, শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় জনস্বার্থে/আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহককে অভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির আওতায় এনে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। মধ্যমচাপ (৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট) বহুতল আবাসিক, মিশ্র (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) এবং বাণিজ্যিক ভবন/স্থাপনার জন্য গ্রাহকশ্রেণি এবং সুনির্দিষ্ট বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ঘোষিত ২০ (বিশ) টি গ্রাহকশ্রেণির সাথে গ্রাহকের স্বার্থে আরও ০৩ (তিন) টি নতুন গ্রাহকশ্রেণি সংযুক্ত করে মোট ২৩ (তেইশ) টি গ্রাহকশ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে খুচরা মূল্যহার কাঠামো আরও গ্রাহকবান্ধব করা হয়েছে।

নতুন গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি এবং সুপার অফ পিক মূল্যহার প্রবর্তন

নিম্নচাপ পর্যায়ে রাস্তার বাতি, পানির পাম্প এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন গ্রাহকশ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক গ্রাহকশ্রেণি এলটি-ডি ৩ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিক্যালের ব্যাটারি চার্জিং এর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মধ্যমচাপপর্যায়ে ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের জন্য পৃথক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দু'টি গ্রাহকশ্রেণিতে গ্রাহকদের সুবিধার্থে পিক ও অফ-পিক এর পাশাপাশি সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। মধ্যমচাপ পর্যায়ে সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্পের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী মূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এমটি-৮ গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পিক ও অফ-পিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ বিষয়ক বিধানাবলী জারি

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ, নিরাপত্তা জামানত, অনুমোদিত লোড সীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন, বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির প্রযোজ্যতা এবং বিলিং পদ্ধতি, বিবিধ চার্জ/ফি ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান নির্ধারণ করে তা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশ অনুযায়ী কমিশনের ২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তা আরও সময়োপযোগী এবং গ্রাহক বান্ধব করে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিবিধ চার্জ/ফি এর খাত সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং চার্জ/ফি এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ এবং গ্যাস খাতের গ্রাহকদের ন্যূনতম চার্জ প্রত্যাহার ও ডিমান্ড চার্জ আরোপ

কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের বিদ্যুতের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিদ্যুতের সকল গ্রাহকশ্রেণির ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকগণ প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী বিল প্রদান করতে পারছে এবং আবাসিক গ্রাহকশ্রেণির প্রায় ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ লাইফ-লাইন গ্রাহকের (০-৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী) বিদ্যুৎ বিল হ্রাস পেয়েছে। কমিশনের ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের গ্যাসের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে গ্যাস খাতের বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান প্রযোজ্য ন্যূনতম চার্জ (Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং গৃহস্থালি ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকশ্রেণির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাসিক অনুমোদিত লোডের বিপরীতে ০.১০ টাকা হারে ডিমান্ড চার্জ আরোপ করা হয়েছে।

দরিদ্র ও প্রান্তিক আবাসিক ভোক্তাদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার

০-৫০ ইউনিট (লাইফ-লাইন) পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী আবাসিক দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখ জারীকৃত মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে বিল মাস মার্চ ২০১৪ হতে কার্যকর করে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য দেশে প্রথমবারের মত লাইফ-লাইন মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। কমিশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, নেসকো এবং বাপবিবো এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের লাইফ-লাইনের এনার্জি রেটের সমতা আনয়ন করা হয়েছে। তবে যেসকল পবিস এর এনার্জি রেট ৩.৭৫ টাকা/কি.ও. এর উর্ধ্বে, তাদের রেট অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকদের সুবিধা প্রদান

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ আদেশে কৃষি খাতকে সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া জাতীয় অর্থনীতি এবং কর্ম সুযোগ বিবেচনায় কমিশন ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে। ০৪ জুন ২০২২ তারিখে জারীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার আদেশের মাধ্যমে জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬ অনুযায়ী গ্যাসের শিল্প গ্রাহকশ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে বৃহৎ, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র, কুটির ও অন্যান্য শিল্পে বিভক্ত করে যৌক্তিকভাবে মূল্যহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

সচ্ছল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) কর্তৃক অসচ্ছল পবিসসমূহে ক্রস-সাবসিডি প্রদান

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহক প্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আবার সকল পবিস এর আর্থিক অবস্থাও একরকম নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক ভালো। মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সরকার পল্লী বিদ্যুতের কার্যক্রমকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে পবিসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কমিশন কর্তৃক বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি প্রদানের পদ্ধতি ০১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করে সংশোধন করা হয়েছে। কমিশনের আদেশ মোতাবেক পবিসসমূহের আর্থিক, ভৌগলিক এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পবিসসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাপবিবো প্রত্যেক পবিস এর নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পবিস এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পবিস এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার বাপবিবো কর্তৃক পুনঃস্থির (Refix) করা যাবে।

সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এ লস ৭.৯৫%। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লস ছিল ৩.২৩% এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে এ লস ২.৮৯%। বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস আরো কমিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময়ে যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়, যাতে ভোক্তার ওপর অহেতুক সিস্টেম লসের চাপ না পড়ে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম বিদ্যুৎ সেক্টরের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ১৩ বছরে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ৬.৩৮% হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশনের রেগুলেটরী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালুকরণ

সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) নির্ধারণ করা কমিশনের অন্যতম একটি দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশন ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে গ্যাস খাতের লাইসেন্সীসমূহের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০১ জারি করেছে এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি-সমূহ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণের গাইডলাইন্স; গ্যাস খাতের জন্য প্রযোজ্য সকল চার্ট অব একাউন্টস (জেনারেল লেজার, সাব-সিডিয়ারি লেজার এবং সাব-সাবসিডিয়ারি লেজার প্রভিশনসহ); স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স; স্থায়ী সম্পদের ক্লাসিফিকেশন, অবচয় হিসাবের পদ্ধতি এবং অবচয়ের হার নির্ধারণ; স্থায়ী সম্পদের রেজিষ্টার সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; রেশিও এনালিসিস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অভিন্ন ফরম্যাটে রিপোর্টিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল গ্যাস সংস্থা/কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য ব্যালান্স শীট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং চেঞ্জ অব ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট প্রস্তুতের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের অর্থায়নে গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য ওয়েব বেইজড্ অভিন্ন একাউন্টিং সফট্ওয়্যার সেবা ক্রয়ের নিমিত্ত ২৩ মে ২০২১ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস খাতের সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ন্যায় কমিশন বিদ্যুৎ খাতের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে এবং বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কমিশন কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে সকল ইউটিলিটিতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের বর্তমান ও পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
০১	মোঃ মোশাররফ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)	০৫.০৬.২০০৪	০৩.০৬.২০০৫
০২	ড. মুজিবুর রহমান খান	০৪.০৬.২০০৫	০৪.১০.২০০৭
০৩	মোঃ খলিলুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২৮.১০.২০০৭	০৭.১১.২০০৭
০৪	গোলাম রহমান	০৮.১১.২০০৭	২৩.০৬.২০০৯
০৫	মোঃ মোখলেসুর রহমান খন্দকার (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৭.২০০৯	১১.১০.২০০৯
০৬	সৈয়দ ইউসুফ হোসেন	১২.১০.২০০৯	১১.১০.২০১২
০৭	প্রকৌশলী মোঃ ইমদাদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	২১.১০.২০১২	০৩.০৯.২০১৩
০৮	এ আর খান	০৪.০৯.২০১৩	০১.০৯.২০১৬
০৯	মোঃ মাকসুদুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	০৮.০৯.২০১৬	২২.১২.২০১৬
১০	মনোয়ার ইসলাম এনডিসি	০২.০২.২০১৭	০১.০২.২০২০
১১	মোঃ আব্দুল জলিল	০২.০২.২০২০	চলমান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

মোঃ আব্দুল জলিল

চেয়ারম্যান
+৮৮০২৫৫০১৩৫১৭
chair.berc.bd@gmail.com

মোহাম্মদ আবু ফারুক

সদস্য
+৮৮০২৯১৪৬১৯৬, +৮৮০১৮১৯১৩৬১৯২
faruque.berc@gmail.com

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী

সদস্য
+৮৮০২৫৫০১৪০০৫, +৮৮০১৭৫৫৫৫৫৮৮০
mgas@berc.org.bd

মোহাম্মদ বজলুল রহমান

সদস্য
+৮৮০২৮১৮৯৮২১, +৮৮০১৫৫৬৩৯০৫১০
engr.mbr@gmail.com

মোঃ কামরুজ্জামান

সদস্য
+৮৮০২৮১৮৯৮২৪, +৮৮০১৭১১৮০৭৯৯৪
kamruzzaman61@yahoo.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

ব্যারিস্টার মোঃ খলিলুর রহমান খান

সচিব (উপসচিব)
+৮৮০২৫৫০১৪০০৭, +৮৮০১৮৩৫৮০৪৩৫৯
secy@berc.org.bd

ডঃ মোঃ দিদারুল আলম

পরিচালক (উপসচিব)
+৮৮০২৯১১১৫৩৯, +৮৮০১৭১১১৯৪৪৫০
dirpetro@berc.org.bd

মোঃ রেজাউল করিম খাঁন

পরিচালক (বিদ্যুৎ)
+৮৮০২৫৫০১৪০০৯, +৮৮০১৭৬৮৮৭৮৬৬৬
mrkk.ipdb@gmail.com

প্রকৌশলী মহম্মদ আলী বিশ্বাস

পরিচালক (গ্যাস)
+৮৮০২৮১৮৯৮২৮, +৮৮০১৭১১৮০৪০৩১
m.abiswas@yahoo.com

মোহাম্মদ সেলিম শেখ

চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)
+৮৮০২৫৫০১৪০০৪, +৮৮০১৭২৩৬৮৯৭১২
ps2chair.berc.bd@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ হারুনুর রশিদ

উপ-পরিচালক (বিদ্যুৎ)

+৮৮০১৭১২১৮১৯৯২

মোঃ শরিফুল ইসলাম শাহীন

উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩৩, +৮৮০১৭১২৩৮৪৮৭৮

s_islam38@yahoo.com

নিশিত কুমার

উপপরিচালক (আইন ও বিধি)

+৮৮০২৮১৮৯৮৩০, +৮৮০১৯১৪৩০৬০১৩

nkumer.berc@gmail.com

কামরুজ্জামান

উপ-পরিচালক (ট্যারিফ)

+৮৮০২৯১১১৭৮৭, +৮৮০১৭১৫৮৫৫৭৮৭

kzamanberc@gmail.com

মোঃ ফিরোজ জামান

উপ-পরিচালক (কন্জুমার অ্যাফেয়ার্স)

+৮৮০২৮১৮৯২২৭, +৮৮০১৭৭৯১৭৪৭১৯

firozberc@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ নুরুল ইসলাম

উপপরিচালক (গ্যাস)
+৮৮০১৫৩২০৮১০৯৬
koliaeee08@gmail.com

মুহাম্মদ রফিকুল আলম ভুঁইয়া

উপপরিচালক (প্রশাসন শাখায় সংযুক্ত)
+৮৮০২৮১৮৯৮২৯, +৮৮০১৭১২৪৭৮৩৮৮
ddpetro@berc.org.bd

মোঃ আসাদুজ্জামান

সহকারী পরিচালক (বিধি)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৮১৬৩২৯৪১৪
eee_2k3ripon@yahoo.com

শাহী মোঃ তানভীর আলম

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ-১)
+৮৮০-২৫৫০১৩৩১০, +৮৮০১৭১১০৮০৫৫৩
adtariff1@berc.org.bd

বেলায়েত হোসেন

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৭৮৩৩৫৭০১৯
belayetberc@gmail.com

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নাজিয়া হক

সহকারী পরিচালক (গ্যাস-২)
+৮৮০২৫৫০১৪০১৮
adgas1@berc.org.bd

তারেক আহমেদ

সহকারী পরিচালক (গ্যাস-১)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৬৭৬৮১৯৩৮৮
adpower1@berc.org.bd

মোঃ শাহাদত হোসেন

সহকারী পরিচালক (আইন)
+৮৮০২৫৫০১৪০১৪,+৮৮০১৭১৬৪০৮৪০১
shahadot@gmail.com

নাহিদ আফরোজ

সহকারী পরিচালক (হিসাব)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২
adfinance@berc.org.bd

মোঃ মোফাচ্ছেরুল হাসান

সহকারী পরিচালক (বিদ্যুৎ)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩১, +৮৮০১৮৫০৬৮০৮০১
adpetro1@berc.org.bd

কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ রেজাউল হক

সহকারী পরিচালক (পেট্রোলিয়াম)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২
reza_07_buet@yahoo.com

রাজু আহমেদ

সহকারী পরিচালক (ট্যারিফ-২)
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৬৭০৮৩৭৭৬৩
rajuahmedduib@gmail.com

মাকসুদা আহমেদ

সহকারী পরিচালক (অর্থ)
+৮৮০১৯২০৫৬৭৪৯৯
mahmed.799@gmail.com

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

সহকারী পরিচালক
+৮৮০২৮১৮৯৮৩২, +৮৮০১৭৬৬৯২৪৫৭১
adprotocol@berc.org.bd

BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2022

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

Independent Auditor's Report To Bangladesh Energy Regulatory Commission

Opinion

We have audited the financial statements of Bangladesh Energy Regulatory Commission (the "Commission"), which comprise the statement of Financial Position as at 30 June 2022, and the Statement of Income and Expenditure, Statement of Revenue, Income and Capital Expenditure, Statement of changes in equity and Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bangladesh Energy Regulatory Commission as at 30 June 2022, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Commission in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters:

We draw attention to the note 3.00(Revenue Recognition) of the financial statements, the Commissionis adopting a hybrid accounting system for this class of account wherebythe income generated from multiple sources of revenue streams is accounted for using the cash basis of accountingapart fromInterest Income earned on Fixed Deposit Receipt (FDR) which is accounted for using accrual basis. However, in accordance with IAS 1, an entity should prepare its financial statements, except for cashflow using either the accrual or cash basis of accounting. Hence, preparation of financial statements using both cash and accrual basis leads to inconsistencies to exists in the financial statements.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters are addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Risk	Our response to the risk
1. Investment in FDR	
TheCommission has total Investment in FDR Tk. 1,529,926,149 (2021:1,389,230,880) in government and non-government commercial bank during the financial year 30 June 2022 which is 72.48% of total asset. The Commission has encashed (4) FDR in total Tk. 91,800,000along with interest Tk. 54,800,165during the financial year. This was an area of focus for our audit and significant audit effort TheCommission's disclosure relating toFDR investment are included in **Note 6.00 "Investment in FDR" & Note 18.00 "Interest on FDR"** to the financial position.	We tested the design and operating effectiveness of key controls focusing on the following: ➢ We verified the existence and legal ownership of FDR investment; ➢ Obtained and verified the FDR Receipt; ➢ Calculate and Verify the Interest received on investment; ➢ Obtain Bank statements for interest received and FDR encashment; ➢ Evaluating the adequacy of disclosure to financial statements. Finally assessed the appropriateness and presentation of disclosures against FDR investment.
2. Property, Plant and Equipment	
TheCommission has represented total Property Plant and Equipment (WDV)Tk.102,608,149 (2021: Tk. 106,540,691) during the financial year 30 June 2022 which recovers 4.86% of total assets.TheCommission represents addition for property, plant equipment Tk. 2,172,504and charged depreciation during the financial year Tk. 6,105,046 for property, plant and equipment during the financial year 30 June 2022. This was an area of focus for our audit and significant audit effort The Commission's disclosure relating to property, plant and equipment are included in **Note 4.00 "Property, Plant and Equipment"&Annexure- A "Depreciation"** to the financial position.	We tested the design and operating effectiveness of key controls focusing on the following: ➢ We verified the existence and legal ownership of Property, Plant and Equipment; ➢ Obtained and verified the Property Plant register; ➢ Calculate and verify the depreciation of Property, Plant and Equipment; ➢ Evaluating the adequacy of disclosure to financial statements Finally assessed the appropriateness and presentation of disclosures against Property, Plant and Equipment.

Other Information

Management of the Commission is responsible for the other information. The other informati comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs, and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Commission's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Commission or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Commission's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtained audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Commission's ability to continue as a going concern. If we concluded that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions were based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Commission to cease to continue as a going concern.
- Evaluated the overall presentation, structure and content of the Commission's financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also report that:

- we have obtained all the material information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof;
- in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Commission so far as it appeared from our examination of these books;
- the statement of financial position and statement of income and expenditure together with the annexed notes dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns; and
- the expenditures incurred and payments made were for the purpose of the Commission's business for the year.

Place: Dhaka
Dated: 28 September 2022

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No:596 (ICAB)
ZohaZamanKabir Rashid & Co.
Chartered Accountants
DVC:

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Financial Position
Asat 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
ASSETS:			
Non CurrentAssets:			
Property,Plant and Equipment (WDV)	4.00	102,608,149	106,540,691
Intangible Assets	5.00	866,265	950,750
Investment in FDR	6.00	1,529,926,149	1,389,230,880
CurrentAssets:		1,633,400,563	1,496,722,321
Advance against Expenses	7.00	3,449,782	1,093,942
Interest Receivable on FDR	18.00	30,555,477	29,085,394
Cash and Cash Equivalents	8.00	443,389,576	448,041,142
		477,394,835	478,220,478
Total Assets		2,110,795,398	1,974,942,799
EQUITY AND LIABILITIES:			
Equity			
Capital Fund	9.00	27,445,325	27,445,325
Retained Earnings	10.00	2,082,292,896	1,942,350,516
		2,109,738,221	1,969,795,841
CurrentLiabilities:			
Creditors for Expenses	11.00	1,057,177	2,025,606
General Provident Fund	12.00	-	2,579,930
Benevolent Fund	13.00	-	426,258
Group Insurance	14.00	-	115,164
		1,057,177	**5,146,958**
Total Equityand Liabilities		**2,110,795,398**	**1,974,942,799**

The notes from 01 to 20 are an integralpart of these financial statements.These financial statements were approved by the Commission and weresigned on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Place, Dhaka
Dated: 28 September 2022

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No. 596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Income and Expenditure
For the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
A. INCOME:			
Licence Fees and Renewal Fees	15.00	184,572,081	172,700,855
System Operation Fees	16.00	161,780,164	182,999,361
Licence Application Fees	17.00	5,062,438	2,894,657
Interest on FDR	18.00	54,800,165	46,623,853
Bank Interest on SND	19.00	4,815,126	4,532,573
Dispute Settlement Fees		840,200	3,128,578
Tariff Fixation Application Fees -		1,600,000	
Others Fees For License (Penalties)		1,077,566	94,902
Licence Amendment Fees		3,722,244	4,735,332
Other Income		79,250	155,626
Total Income		420,668,036	415,546,935
B. EXPENDITURE:			
Salary & Allowances	20.00	51,529,350	49,113,457
Overtime		1,606,855	1,659,158
Office Rent		16,730,162	17,643,866
Publicity and Advertisement		2,985,278	7,204,598
Printing & Stationary		2,987,943	1,714,651
Entertainment		1,238,396	1,943,789
Daily Labour wages		1,344,025	1,335,225
Depreciation		7,167,124	6,105,046
Amortization		237,687	216,566
Books and Periodicals		302,354	152,636
Examination Fees		-	129,500
Petrol and Lubricants		3,905,241	4,030,043
Honorarium/Remuneration		6,306,016	6,799,889
Legal Expenses		1,646,575	859,988
Audit Fees		99,188	86,250
Medical Expenses		883,609	877,393
Miscellaneous Expenses		487,809	657,309

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
Committee Meeting Expenses		55,800	84,080
Postage, Telegram and Telephone		841,988	953,766
Computer Accessories		880,552	528,520
Repairs and Maintenance		1,822,051	1,657,105
Bank Charges		747,516	803,791
Seminar and Conference		1,149,078	
Training -		7,716,753	
Transport Insurance		997,448	882,170
Travelling and Daily Allowances		405,338	9,071,594
Utility Expenses		1,725,224	1,698,555
Transfer to Pension Fund		150,000,000	150,000,000
Interest Expense for GPF		1,460,205	1,741,069
Cleaning And Washing expenses			65,700
Uniform		528,236	-
Membership Fees		46,153	-
Day Celebration Expenses		172,422	-
Total Expenditure		**257,309,181**	**280,725,656**
Excess of Income over Expenditure	**[A-B]**	**139,942,380**	**158,237,754**

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by:

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Place, Dhaka
Dated: 28 September 2022

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No. 596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure
For the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
A. INCOME:			
Licence Fees and Renewal Fees	15.00	184,572,081	172,700,855
System Operation Fees	16.00	161,780,164	182,999,361
Licence Application Fees	17.00	5,062,438	2,894,657
Interest on FDR	18.00	54,800,165	46,623,853
Bank Interest on SND	19.00	4,815,126	4,532,573
Dispute Settlement Fees		840,200	3,128,578
Tariff Fixation Application Fee		1,600,000	-
Others Fees For License (Penalties)		1,077,566	94,902
Licence Amendment Fee		3,722,244	4,735,332
Other Income		155,626	79,250
Total Income		420,668,036	415,546,935
B. EXPENDITURE:			
Salary & Allowances	20.00	51,529,350	49,113,457
Overtime		1,606,855	1,659,158
Office Rent		16,730,162	17,643,866
Publicity and Advertisement		2,985,278	7,204,598
Printing & Stationary		2,987,943	1,714,651
Entertainment		1,238,396	1,943,789
Daily Labour wages		1,344,025	1,335,225
Depreciation		7,167,124	6,105,046
Amortization		237,687	216,566
Books and Periodicals		302,354	152,636

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
Examination Fees		-	129,500
Petrol and Lubricants		3,905,241	4,030,043
Honorarium/Remuneration		6,306,016	6,799,889
Legal Expenses		1,646,575	859,988
Audit Fees		86,250	99,188
Medical Expenses		883,609	877,393
Miscellaneous Expenses		487,809	657,309
Committee Meeting Expenses		55,800	84,080
Postage, Telegram and Telephone		841,988	953,766
Computer Accessories		880,552	528,520
Repairs and Maintenance		1,822,051	1,657,105
Bank Charges		747,516	803,791
Seminar and Conference		2,012,747	1,149,078
Training		7,716,753	-
Transport Insurance		997,448	882,170
Travelling and Daily Allowances		405,338	9,071,594
Utility		1,725,224	1,698,555
Transfer to Pension Fund		150,000,000	150,000,000
Interest Expense for GPF		1,460,205	1,741,069
Cleaning And Washing Expenses		-	65,700
Uniform		528,236	-
Membership Fees		46,153	-
Day Celebration Expenses		172,422	-
Total Expenditure		280,725,656	257,309,181

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
C. CAPITAL EXPENDITURE:			
Land		392,365	-
Functional Building Decoration		15,125	-
Furniture & Fixture		435,500	889,013
Office Equipment		24,465	77,000
Office Equipment CC Camera		70,295	122,520
Computer Equipment		806,254	505,900
Computer Software		132,081	54,015
Engineering /Communication Equipment		428,500	925,580
Total Capital Expenditure		**2,304,585**	**2,574,028**
Total Expenditure (B+C)		**283,030,241**	**259,883,209**

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by :

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Place, Dhaka
Dated: 28 September 2022

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No. 596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Changes in Equity
For the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021

Particulars	Capital Fund	TA Project	Retained Earnings	Total Equity
Balance as on 01.07.2021	9,623,496	17,821,829	1,942,350,516	1,969,795,841
Excess of Income over Expenditure	-	-	139,942,380	139,942,380
Balance as on 30.06.2022	9,623,496	17,821,829	2,082,292,896	2,109,738,221
Balance as on 01.07.2020	9,623,496	17,821,829	1,784,112,762	1,811,558,087
Excess of Income over Expenditure	-	-	158,237,754	158,237,754
Balance as on 30.06.2021	9,623,496	17,821,829	1,942,350,516	1,969,795,84

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by :

Director
(Finance and Accounts) BERC

Member
BERC

Chairman
BERC

Place, Dhaka
Dated: 28 September 2022

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No. 596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2022

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
Cash Flow from Operating Activities:			
Excess of Income over Expenditure		158,237,754	139,942,380
Adjustment for:			
Depreciation charged		7,167,124	6,105,046
Amortization charged		237,687	216,566
(i) Operating profit before working capital changes		165,642,565	146,263,992
(Increase)/Decrease in Advance Against Expenses		(2,355,841)	1,036,112
(Increase)/Decrease in Interest Receivable on FDR		(1,470,082)	5,426,946
Increase/(Decrease) in Creditors for Expenses		(968,429)	(2,213,781)
Increase/(Decrease) in General Provident Fund		(2,579,930)	428,400
Increase/(Decrease) in Benevolent Fund		(426,258)	117,000
Increase/(Decrease) in Group Insurance		(115,164)	22,100
(ii) Changes in Working Capital		(7,915,705)	4,816,776
Interest received during the year		(42,495,269)	(39,060,636)
Net Cash flows from operating activities (i+ii)		131,398,706	95,853,019
Cash flow from Investing Activities:			
Acquisition of Property, Plant and Equipment		(2,172,504)	(2,520,013)
Acquisition of Software		(132,081)	(54,015)
Investment in FDR		(98,200,000)	70,000,000
Net Cash used in Investing Activities		(100,504,585)	67,425,972
Cash Flow from Financing Activities:			
Capital Fund Account		-	-
Other Finance		-	-
Net Cash flows from financing activities		-	-
Net changes in Cash & Cash Equivalent		(4,651,566)	198,824,685
Add: Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year		249,216,457	448,041,142
Cash and Cash Equivalents at the end of the year		443,389,576	448,041,142

The notes from 01 to 20 are an integral part of these financial statements. These financial statements were approved by the Commission and were signed on its behalf by :

Director	Member	Chairman
(Finance and Accounts) BERC	BERC	BERC

Place, Dhaka
Dated: 28 September 2022

Md. Iqbal Hossain FCA
Senior Partner
Enrolment No. 596 (ICAB)
Zoha Zaman Kabir Rashid & Co.
Chartered Accountants

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Notes to the Financial Statements
As at and for the year ended 30 June 2022

1.00 About the Commission

Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) an independent and impartial regulatory body was established on 13 March, 2003 under an Act of Parliament (Act No.13 of 2003) and started to function with effect from 27 April, 2004 with a view to creating an atmosphere conducive to private investment in the generation of electricity and transmission, transportation and marketing of gas resources and petroleum products, to ensure transparency in the management, operation and tariff determination in these sectors and to protect consumers' interest and to promote the creation of a competitive market

1.01 Establishment and Constitution of the Commission

Being a statutory body the Commission shall have perpetual succession and common seal with pow-erto acquire and hold movable and immovable properties to transfer such property subject to the provision of the Act and may be by the said name, sue and be sued. The Commission is constituted with a full-time Chairman and Four Members appointed by the President of the Republic under BERC Act 2003, Section 6 (2) who shall hold office for a period of three (3) years from the date of assumption of their respective office and shall be eligible for reappointment for another term only. At present, the Commission is a fully constituted one.

1.02 Vision of the Commission

To create an enabling environment, efficient, well-managed and sustainable energy sector in Bangladesh for providing energy at just & reasonable cost and protection of consumers' interest & satisfaction through fair practice.

1.03

(a) To promote equal opportunities for public and private investments;
(b) To ensure justice through dispute settlement;
(c) To protect consumers' interest in energy sector;
(d) To ensure good governance in energy sector;
(e) To fix up reasonable tariff in energy sector;
(f) To issue licenses among the government and private agencies dealing with energy business;
(g) To ensure efficiencies in energy sector; and
(h) To develop competitive market in energy sector.

1.04 Strategic goals of the Commission

(a) To make sure Annual work Plan for every employee;
(b) To make out Annual Performance Agreement between supervisor and subordinate at beginning of every fiscal year;
(c) To fix up training schedule to improve employees' efficiencies;
(d) To fix up key performance Indicator for evaluation of employees' performance; and
(e) To digitize all operations in BERC.

1.05 Functions of Bangladesh Energy Regulatory Commission

To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;

• To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;

• To issue, cancel, amend and determine conditions of licenses, exemption of licenses and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;

• To approve schemes on the basis of overall program of the licensee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;

• To collect, review, maintain and publish statistics of energy;

• To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;

• To develop uniform methods of accounting for all Licensees;

• To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the Licensees;

• To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;

• To resolve disputes between the Licensees, and between Licensees and consumers, and refer those to arbitration if considered necessary;

• To ensure appropriate remedy for consumer disputes, dishonest business practices or monopoly;

• To ensure control of environmental standard of energy under existing laws; and
To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the

• fulfillment of the objectives of this Act for electricity generation and energy transmission, marketing, supply, storage, efficient use, quality of services, tariff fixation and safety improvement.

Basis of Preparation of Financial Statements

Basis of Accounting

Bangladesh Energy Regulatory Commission generally follows the accrual basis of accounting except income from fees which are accounted on a cash basis. The Financial Statements have been prepared and the disclosures of information are made in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and International Financial Reporting Standards (IFRSs) as long as applicable for the Company. Figures have been rounded off to the nearest Taka. Figures and Presentation relating to the previous year included in this report have been rearranged, wherever necessary, in order to conform to current year's presentation.

Reporting Period

The financial statements cover the financial year from 01 July 2021 to 30 June 2022 with comparative figures for the financial year from 01 July 2020 to 30 June 2021.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the financial statements only when there is legally enforceable right to set-off the recognized amounts and the organization intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and to settle the liabilities simultaneously.

Materiality and aggregation

Each material class of similar items is presented separately in the financial statements. Items of dissimilar nature or function are presented separately unless they are immaterial.

Functional and Presentation Currency

These financial statements are presented in Bangladesh Taka (Taka/Tk.), which is both functional currency and presentation currency of the Commission.

Level of Precision

The figures in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Components of Financial Statements

The Financial Statements include the following components as per IAS 1 "Presentation of Financial Statements":

i. Statement of Financial Position;
ii. Statement of Income and Expenditure;
iii. Statement of Income, Revenue and Capital Expenditure;
iv. Statement of Changes in Equity;
v. Statement of Cash Flows; and
vi. Accounting Policies and Explanatory Notes.

Comparative Information

Comparative information has been disclosed in respect of the year 2020-2021 for all numerical information of the Financial Statements and also the narrative and descriptive information when it is relevant for understanding of the current period's Financial Statements.

Last year's figures have been rearranged where considered necessary to conform to current year's presentation.

Consistency of Presentation

The presentation and classification of all items in the Financial Statements have been retained from one period to another period unless where it is apparent that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies or changes is required by another IFRS.

Accounting Policies

The significant accounting policies followed in the preparation and presentation of these financial statements is summarized below:

Revenue Recognition

In compliance with the requirements of IFRS 15: Revenue from Contract with Customers, revenue is recognized only when the services are provided and invoiced to the clients and its realization is reasonably certain.

Income realized from License Fees, System Operation Fees, Application Fees, Renewal Fees, Amendment Fees is recognized in the Statement of Income & Expenditures when there is certainty that all of the conditions for receipt of the income have been complied with and the relevant expenditure that it is expected to compensate has been incurred and charged to the Statement of Income & Expenditures.

Net gains and losses on the disposal of property, plant & equipment and other non-current assets, including investments, are recognized in the Statement of Income & Expenditures after deducting from the proceeds on disposal, the carrying value of the item disposed of and any related selling expenses.

Expenditure Recognition

Expenses in carrying out the operations of Commission and other activities of the Commission are recognized in the Statement of Income and Expenditure during the period in which they are incurred. Other expenses incurred in administering and running the organization and in restoring and maintaining the property, plant and equipment to perform at expected levels are accounted for on an accrual basis and charged to the Statement of Income and Expenditure.

Going Concern

The Financial Statements are prepared on a going concern basis. As per Management's assessment, there is no material uncertainty relating to events or condition which may cast doubt upon the Commission's ability to continue as a going concern.

Use of Estimates and Judgments

The preparation of Financial Statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and underlying assumptions are based on past experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the result of which form the basis of making judgments about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of revision and future periods if the revision affects both current and future periods. In consideration of most closely reflection of the expected pattern of consumption of the assets as well as discretion of Governing Body in current year depreciation policy has been changed Reducing Balance Method.

Property, Plant and Equipment

Recognition and Measurement

This has been stated at cost less accumulated depreciation in compliance with the requirements of IAS 16: Property, Plant and Equipment. The cost of acquisition of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the assets to its working condition.

Maintenance Activities

The Commission incurs maintenance costs for all its major items of property, plant and equipment. Repair and maintenance costs are charged as expenses when incurred.

Depreciation

Depreciation is charged on the cost of the assets over the period of their expected useful life, in accordance with the provisions of IAS 16: Property, Plant and Equipment. Irrespective of the date of acquisition, full year depreciation is charge at the following rates on "Reducing" balance method:

Sl. No	Items	Rates (%)
1	Office Building (Renovation)	15
2	Furniture and Fixtures	10
3	Office Equipment	15
4	Computer Equipment	20
5	Motor Vehicle	20
6	Engineering & Communication Equipment	15
7	Books & Periodicals	20
8	Sundry Assets	10

Intangible Assets

Components

The main item included in intangible asset is software.

Basis of recognition

An Intangible asset shall only be recognized if it is probable that future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the Commission and the cost of the asset can be measured reliably in accordance with IAS 38: Intangible Assets. Accordingly, this asset is stated in the Financial Statement at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Subsequent expenditure

Subsequent expenditure on intangible asset is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific assets to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.

Amortization

Irrespective of the date of acquisition, full year amortization of intangible asset is charged on "Reducing" balance method at a rate of 20% to write off the cost of intangible assets.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash in hand, in transit and with banks on current and short-term deposit accounts which are held and available for use by the Commission without any restriction. There is insignificant risk of change in value of the same.

Advances against Expenses

Advances are initially measured at cost. After initial recognition, advances are carried at cost less deductions, adjustments or any other changes.

Capital Fund

The fund has been provided by the Government of Bangladesh to run the operation of the

General Provident Fund

The permanent employees of the Commission contribute to 'Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund' which is governed by the General Provident Fund Rules, 1979 as mentioned in regulation no. 54 of Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Service Rules, 2008.

A separate trustee board was formed by the Commission on 12 August 2014 to operate and manage 'Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund'. For this purpose, the Trustee Board opened an SND Account on 28 July 2016 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of 'Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees General Provident Fund' bearing A/C No.0117203000-217.

Employees Pension Fund:

The permanent employees of the Commission have the following retirement benefits:

(a) General Provident Fund and
(b) Gratuity

The Commission has taken initiative to introduce "Pension Scheme" as per provision of regulation 56 of Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Service Regulations, 2008 for its permanent employees in place of existing retirement benefit i.e. General Provident Fund and Gratuity. It has formed a separate Trustee Board to operate and manage 'Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Pension Fund' on 27 March 2019 in its meeting Ref: 12.2019 according to the direction of 'Energy and Mineral Resources Division' of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.

The Trustee Board has opened an SND Account on 1 April 2019 at Sonali Bank Limited, Kawran Bazar Branch in the name of 'Bangladesh Energy Regulatory Commission Employees Pension Fund' bearing A/C No. 0117203000-239.

Fees Income

Income from Fees has been recognized on cash basis.

Interest Income

Interest income on fixed deposits has been recognized on accrual basis of accounting in the period in which the income is accrued.

Statement of Cash Flows

The Statement of Cash Flow has been prepared in accordance with the requirements of IAS 7: Statement of Cash Flows. The cash generated from operating activities has been reported using the Indirect Method as the benchmark treatment of IAS 7, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments from operating activities are disclosed.

Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Commission's position at the date of Statement of Financial Position or those that indicate that the going concern assumption is not appropriate are reflected in the financial statements. Events after reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes when material.

	Amount in Taka	
	30.06.2022	30.06.2021
Property, Plant and Equipment:		
A. Cost		
Opening Balance	200,291,806	197,771,793
Add: Addition during the year	2,172,504	2,520,013
	202,464,310	**200,291,806**
B. Accumulated depreciation		
Opening Balance	93,751,115	86,583,991
Add: Depreciation charged during the year	6,105,046	7,167,124
	99,856,161	**93,751,115**
Written Down Value (A-B)	**102,608,149**	**106,540,691**

A schedule of fixed assets as on 30 June 2022 is enclosed under Annexure-A.

Intangible Assets:		
A. Cost		
Opening Balance	2,073,984	2,019,969
Add: Addition during the year	132,081	54,015
	2,206,065	2,073,984
B. Accumulated Amortization		
Opening Balance	1,123,234	885,547
Add: Amortization charged during the year	216,566	237,687
	1,339,800	1,123,234
Written Down Value (A-B)	**866,265**	**950,750**

A schedule of intangible assets as on 30 June 2022 is enclosed under Annexure-B.

	Amount in Taka	
	30.06.2022	30.06.2021
6.00 Investment in FDR:		
Opening Balance (Principal & Interest)	1,389,230,880	1,420,170,244
Add: Previous year's Interest Adjustment	-	-
	1,389,230,880	1,420,170,244
Less: FDR Encashment (Principal)	91,800,000	130,000,000
	1,297,430,880	1,290,170,244
Less: FDR Encashment (Interest)	10,834,813	12,990,163
	1,286,596,067	1,277,180,081
Add: Investment during the year (Principal)	190,000,000	60,000,000
	1,476,596,067	1,337,180,081
Add: Interest received during the year	53,330,082	52,050,799
Closing Balance (Principal & Interest)	**1,529,926,149**	**1,389,230,880**

A schedule of FDR Investment as on 30 June 2022 is enclosed under Annexure-C.

Advance against Expenses:

Advance against Petrol & Lubricant (Note: 7.01)	26,670	26,670
Advance against Legal Expenses (Note: 7.02)	460,000	30,000
Advance against Medical Treatment (Note: 7.03)	350,3543	50,354
Advance against Mobile Bill Allowance (Note: 7.04)	-	10,000
Advance against Travelling Expenses (Note: 7.05)	534,508	388,668
Advance against Others (Note: 7.06)	2,078,250	288,250
	3,449,782	1,093,942

Advance against Petrol & Lubricant:

Opening Balance	26,670	92,040
Add: Addition During the Year	-	-
	26,670	92,040
Less: Adjustment During the Year	-	65,370
Closing Balance	26,670	26,670

Advance against Legal Expenses:

Opening Balance	30,000	160,000
Add: Addition During the Year	430,000	330,000
	460,000	490,000
Less: Adjustment During the Year	-	460,000
Closing Balance	460,000	30,000

	Amount in Taka	
	30.06.2022	30.06.2021
Advance against Medical Treatment:		
Opening Balance	350,354	350,354
Add: Addition During the Year	-	-
	350,354	350,354
Less: Adjustment During the Year	-	-
Closing Balance	350,354	350,354
Advance against Mobile Bill Allowance:		
Opening Balance	10,000	10,000
Add: Addition During the Year	-	-
	10,000	10,000
Less: Adjustment During the Year	10,000	-
Closing Balance	-	10,000

7.05	**Advance against Travelling Expenses:**		
	Opening Balance	388,668	691,169
	Add: Addition During the Year	3,193,468	-
		3,582,136	691,169
	Less: Adjustment During the Year	3,047,628	302,501
	Closing Balance	**534,508**	**388,668**
7.06	**Advance against Others:**		
	Opening Balance	288,250	826,490
	Add: Addition During the Year	2,076,425	-
		2,364,675	826,490
	Less: Adjustment During the Year	286,425	538,240
	Closing Balance	**2,078,250**	**288,250**
8.00	**Cash & Cash Equivalents:**		
	Cash in Hand	193,795	144,133
	Sonali Bank A/c No. BERC (SND) 0117203000216	120,850,244	205,225,028
	Sonali Bank A/c No.BERC (CA) 0117-20-2000928	105,291,030	242,671,981
	Sonali Bank A/c No. BERC (SND) 0117203000260	217,054,507	-
		443,389,576	**448,041,142**
9.00	**Capital Fund:**		
	Received from GOB	9,623,496	9,623,496
	Received from TA Project	17,821,829	17,821,829
		27,445,325	**27,445,325**

Technical Assistance Project (TA Project) for Institutional Development of Bangladesh Energy Regulatory Commission under Power Sector Development Technical Assistance (PSDTA) Project (IDA Grant No. HO92BD), funded by World Bank, has been successfully completed on 31 December 2012. As per provision of approved TPP of the project (Page 9 of TPP) and decision of the Commission (82nd Commission Meeting CM/82/09) all Assets of the project has been transferred to the Bangladesh Energy Regulatory Commission.

	Amount in Taka	
	30.06.2022	30.06.2021
10.00 Retained Earnings:		
Opening Balance	1,942,350,516	1,784,112,762
Add: Excess of Income over Expenditure	139,942,380	158,237,754
Closing Balance	**2,082,292,896**	**1,942,350,516**

11.00 Creditors for Expenses:

Labour wages	139,750	104,250
Officer's Salary	-	-
Staff Salary	46,500	-
House Rent Allowance	30,225	-
Medical Allowance	7,500	-
Education Allowance	-	-
Telephone Allowance	108,691	-
Special Allowance	-	-
Charge Allowance	-	-
Overtime	132,424	132,424
Electricity	309,167	227,034
Telephone	-	12,004
Books and Periodicals	8,900	21,390
Audit Fee	99,188	86,250
Office Rent	-	1,392,980
Internet and Fax	4,800	5,000
Fuel & Lubricant	99,502	-
Postage & Mailing exp	8,500	9,210
Utility Exp	48,530	35,064
Water	-	-
Entertainment Allowance	-	-
Energy Allowance	12,500	
Tiffin Allowance	1,000	
	1,057,177	2,025,606

12.00 General Provident Fund:

Opening Balance	2,579,930	2,151,530
Less:Excees Deducted amount traferred to an officer's sal	5,496	
	2,574,434	2,151,530
Add: Deduction From Salary during The Year	2,949,720	2,901,500
	5,524,154	5,053,030
Less: Transfer to GPF own Account (A/C No.-217)	5,524,154	2,473,100
Closing Balance	-	2,579,930

During this financial year, 60 employees' total contribution for GPF is Tk. 2,949,720. The total amount along with the previous balance of Tk. 2,574,434 has been transferred from the BERC's CD A/C 011720-2000928 to 'BERC Employees General Provident Fund' A/C (no. 011720- 3000217).

13.00 Benevolent Fund:

	Amount in Taka	
	30.06.2022	30.06.2021
Opening Balance	426,258	309,258
Add: Deduction From Salary during The Year	108,000	117,000
	534,258	426,258
Less: Transfer to BF own Account (A/C No.-265)	534,258	-
	-	**426,258**

During this financial year, 60 employees' (17 officers and 43 staffs) total deduction for Benevolent Fund is Tk.108,000 [60xTk.150x12]. The total amount along with the previous balance of Tk. 426,258 has been transferred from the BERC's CD A/C 011720-2000928 to 'BERC Employees Benevolent Fund ' A/C (no. 011720-3000265).

14.00 Group Insurance Fund :

Opening Balance	115,164	93,064
Add: Deduction From Salary during The Year	20,400	22,100
	135,564	115,164
Less: Transfer to GIF own Account (A/C No.-266)	135,564	-
Closing Balance	-	**115,164**

During this financial year, 17 officers' total deduction for Group Insurance Fund is Tk. 20,400 [17 x Tk.100 x 12]. The total amount along with the previous balance of Tk. 115,164 has been transferred from the BERC's CD A/C 0117-20-2000928 to 'BERC Employees Group Insurance ' A/C (no. 011720- 3000266).

15.00 License Fees and Renewal Fees:

Power	7,508,500	46,157,133
Gas	4,757,000	79,316,500
Petroleum	13,608,140	47,227,222
	25,873,640	**172,700,855**

16.00 System Operation Fees:

Power	109,729,942	101,372,278
Gas	52,050,222	81,533,835
Petroleum	-	93,248
	161,780,164	**182,999,361**

		Amount in Taka	
		30.06.2022	30.06.2021
17.00	**Application Fees:**		
	Power	2,915,250	1,926,100
	Gas	973,000	155,000
	Petroleum	1,174,188	813,557
		5,062,438	**2,894,657**
18.00	**Interest on FDR:**		
	Interest Received during the year	53,330,082	52,050,799
	Add: Interest Receivable during the year	30,555,477	29,085,394
		83,885,559	81,136,193
	Less: Last year Receivable	29,085,394	34,512,340
		54,800,165	**46,623,853**

Detail schedule of Interest receivable as on 30 June 2022 is enclosed under Annexure-C.

19.00	**Bank Interest on SND/CA:**		
	Sonali Bank A/C No. 216	3,521,015	4,532,573
	Sonali Bank A/C No. 928	-	-
	Sonali Bank A/C No. 260	1,294,111	-
		4,815,126	**4,532,573**
20.00	**Salary & Allowances**		
	Officer's Salary	16,115,600	15,973,189
	Staff Salary	7,458,380	7,762,040
	Festival Bonus	5,695,870	3,888,410
	Consultation fee	470,000	882,353
	House Rent Allowance	14,001,970	12,760,716
	Cook Allowance	960,000	1,273,382
	Medical Allowance	1,294,500	1,314,000
	Charge Allowance	60,960	37,275
	Entertainment Allowance	3,600	8,750
	Telecommunication Allowance	97,252	103,600
	Bangla New Year Allowance	394,548	393,368
	Rest & Recreation Allowance	710,740	88,380
	Energy Allowance	1,958,230	1,850,312
	Education Assistance Allowance	334,500	341,000
	Special Allowance	712,000	837,000
	Washing Allowance	31,200	33,800
	Security Allowance	960,000	1,273,382
	Tiffin Allowance	115,200	124,800
	Conveyance Allowance	154,800	167,700
		51,529,350	**49,113,457**

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Schedule of Property, Plant & Equipment
As at 30 June 2022

[Annexure-A]

Amount in Taka

Sl. No.	Particulars	COST				Rate of Dep.	DEPRECIATION				Written Down Value as on 30.06.2022
		Balance as on 01.07.2021	Addition During the Year	Disposal during the year	Balance as on 30.06.2022		Balance as on 01.07.2021	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2022	
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=(4-6)*5	8	9=6+7-8	10=4-9
1	**Land & Land Development:**										
	Land	74,430,022	392,365	-	74,822,387	0%	-	-	-	-	74,822,387
2	**Building Decoration:**										
i.	Functional Building Decoration	2,055,576	15,125	-	2,070,701	15%	1,355,325	107,306	-	1,462,631	608,070
ii.	Office Building Decoration	3,479,939	-		3,479,939	15%	3,479,938	-	-	3,479,938	1
iii.	Furniture & Fixture	6,780,590	435,500	-	7,216,090	10%	3,661,493	355,460	-	4,016,953	3,199,137
3	**Office Equipment:**										
i.	Office Equipment	1,129,130	24,465	-	1,153,595	15%	538,656	92,241	-	630,897	522,698
ii.	Office Equipment: Air-cooling & Ducting	2,348,440		-	2,348,440	15%	2,199,876	22,285	-	2,222,161	126,279
iii.	Office Equipment: Television	604,190		-	604,190	15%	399,405	30,718	-	430,123	174,067
iv.	Office Equipment: CC Camera	1,130,797	70,295	-	1,201,092	15%	618,146	87,442	-	705,588	495,504
v.	Office Equipment: Other's	2,034,084		-	2,034,084	15%	1,945,994	13,214	-	1,959,208	74,877
4	Computer Equipment	9,560,641	806,254	-	10,366,895	20%	7,382,399	596,899	-	7,979,298	2,387,597
5	Motor Vehicles	88,906,660		-	88,906,660	20%	67,881,500	4,205,032	-	72,086,532	16,820,128
6	Engineering /Communication Equipment	7,027,420	428,500	-	7,455,920	15%	3,510,627	591,794	-	4,102,421	3,353,499
7	Books & Periodicals	715,115	-	-	715,115	20%	715,114	-	-	715,114	1
8	Sundry Assets	89,202	-	-	89,202	10%	62,642	2,656	-	65,298	23,904
Total		**200,291,806**	**2,172,504**	**-**	**202,464,310**		**93,751,115**	**6,105,046**	**-**	**99,856,161**	**102,608,149**

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Schedule of Intangible Assets
As at 30 June 2022

[Annexure-B]

Amount in Taka

Sl. No.	PARTICULARS	COST				Rate of Dep.	AMORTIZATION				
		Balance as on 01.07.2021	Addition During the Year	Disposal during the year	Balance as on 30.06.2022		Balance as on 01.07.2021	Charged during the year	Adjustment during the year	Balance as on 30.06.2022	Written Down Value as on 30.06.2022
		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7=(4-6)*5	8	9=6+7-8	10=4-9
1	**Intangible Assets:**										
	Computer Software	2,073,984	132,081	-	2,206,065	20%	1,123,234	216,566	-	1,339,800	866,265
Total		**2,073,984**	**132,081**		**2,206,065**		**1,123,234**	**216,566**	**-**	**1,339,800**	**866,265**

Bangladesh Energy Regulatory Commission
FDR Statement
As at 30 June 2022

[Annexure-C

SL No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
1	BRAC Bank Ltd.	08.07.2019	48005	21,800,000	-	21,800,000	-	6.00%	1,179,681	1,635,304		2,814,985	
2	IFIC Bank Ltd.	14.10.2019	1352613	15,000,000	-	15,000,000	-	7.50%	785,700	1,476,792		2,262,492	
3	Agrani Bank Ltd.	20.11.2019	507410	40,000,000	-	40,000,000	-	6.00%	1,315,827	2,825,601		4,141,428	
4	Bank Asia Ltd.	19.11.2019	0318841	15,000,000	-	15,000,000	-	4.00%	272,901	1,343,007		1,615,908	
5	Basic Bank Ltd.	20.05.2018	102732	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	137,201	1,052,490	133,855	-	1,189,691
6	IFIC Bank Ltd.	20.05.2018	1285103	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	156,286	1,148,425	148,662	-	1,304,711
7	Agrani Bank Ltd.	03.07.2018	507349	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	1,697,099	-	1,706,580	-	1,697,099
8	Janata Bank Ltd.	03.07.2018	0547558	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	284,271		300,609	-	284,271
9	Sonali Bank Ltd.	01.04.2019	0905941	70,000,000	-	-	70,000,000	6.00%	1,922,505	3,444,190	931,263	-	5,366,695
10	Janata Bank Ltd.	01.04.2019	547594	80,000,000	-	-	80,000,000	6.00%	1,130,028	4,474,756	1,117,472	-	5,604,784
11	Agrani Bank Ltd.	01.04.2019	507386	30,000,000	-	-	30,000,000	5.50%	422,510	1,088,412	378,694	-	1,510,922
12	Bangladesh Krishi Bank	01.04.2019	3781	80,000,000	-	-	80,000,000	6.00%	1,141,847	3,385,541	1,103,785	-	4,527,388
13	EXIM Bank Ltd.	01.04.2019	851190	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	288,507	865,522	282,096	-	1,154,029
14	IFIC Bank Ltd.	01.04.2019	1285415	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	311,517	934,549	304,594	-	1,246,066
15	Premier Bank Ltd.	01.04.2019	0278794	20,000,000	-	-	20,000,000	5.00%	291,624	859,108	234,920	-	1,150,732
16	Janata Bank Ltd.	15.04.2019	0547595	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	275,994	2,243,324	229,995	-	2,519,318
17	Bangladesh Krishi Bank	15.04.2019	3786	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	357,515	1,343,558	347,981	-	1,701,073
18	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	15.04.2019	4239	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	240,129	897,492	233,726	-	1,137,621
19	Janata Bank Ltd.	25.06.2019	547213	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	28,327	1,656,280	23,606	-	1,684,607
20	Agrani Bank Ltd.	26.06.2019	67699	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	6,256	1,104,028	12,512	-	1,110,284
21	Basic Bank Limited	25.06.2019	118549	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	28,601	1,672,472	23,834	-	1,701,073
22	Bangladesh Krishi Bank	25.06.2019	3811	18,233,188	-	-	18,233,188	6.00%	17,374	1,010,054	11,583	-	1,027,428

SL No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment: Opening Balance	Investment: Investment During the Year	Investment: Encashed During the year	Investment: Closing Balance	Interest Rate %	Interest: Opening Balance	Interest: Received During the Year	Interest: Accrued During the Year	Interest: Encashed During the year	Interest: Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
23	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	25.06.2019	2854	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	12,194	1,125,428	12,807	-	1,137,622
24	Premier Bank limited	25.06.2019	0278900	20,000,000	-	-	20,000,000	5.00%	19,595	1,140,323	10,886	-	1,159,918
25	Janata Bank Ltd.	14.10.2019	547224	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	243,164	286,573	758,671	-	529,737
26	Bangladesh Krishi Bank	14.10.2019	3828	35,000,000	-	-	35,000,000	7.00%	918,668	1,272,028	1,580,108	-	2,190,696
27	South East Bank Ltd.	14.10.2019	7522232	10,000,000	-	-	10,000,000	5.50%	252,216	237,216	361,510	-	489,432
28	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905960	30,000,000	-	-	30,000,000	5.50%	981,844	610,575	944,579	-	1,592,419
29	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905961	30,000,000	-	-	30,000,000	5.50%	803,327	789,092	944,579	-	1,592,419
30	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905962	30,000,000	-	-	30,000,000	5.50%	981,844	610,575	944,579	-	1,592,419
31	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905963	20,000,000	-	-	20,000,000	5.50%	654,282	402,126	629,456	-	1,056,408
32	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905964	20,000,000	-	-	20,000,000	5.50%	654,282	402,126	629,456	-	1,056,408
33	Janata Bank Ltd.	19.11.2019	0547225	30,000,000	-	-	30,000,000	5.25%	992,740	584,393	711,426	-	1,577,133
34	Agrani Bank Ltd.	19.11.2019	507408	40,000,000	-	-	40,000,000	5.40%	928,487	1,214,941	1,194,535	-	2,143,428
35	Agrani Bank Ltd.	19.11.2019	507409	30,000,000	-	-	30,000,000	5.40%	987,152	620,266	896,477	-	1,607,418
36	Bangladesh Krishi Bank	19.11.2019	3842	20,000,000	-	-	20,000,000	7.00%	640,093	604,999	769,510	-	1,245,092
37	BRAC Bank Ltd.	19.11.2019	48006	10,000,000	-	-	10,000,000	6.00%	133,968	145,990	269,342	-	279,958
38	Sonali Bank Ltd.	30.12.2019	905967	50,000,000	-	-	50,000,000	5.00%	1,338,699	1,300,739	1,205,133	-	2,639,438
39	Janata Bank Ltd.	30.12.2019	0547231	60,000,000	-	-	60,000,000	5.50%	1,675,031	1,501,029	1,474,028	-	3,176,060
40	Basic Bank Ltd.	30.12.2019	118846	10,000,000	-	-	10,000,000	6.00%	316,168	319,766	272,507	-	635,934
41	Social Islamic Bank Ltd.	30.12.2019	10512307	10,000,000	-	-	10,000,000	6.50%	320,141	320,141	202,756	-	640,282
42	Sonali Bank Ltd.	26.01.2020	905970	20,000,000	-	-	20,000,000	5.00%	288,644	767,611	401,086	-	1,056,255
43	Janata Bank Ltd.	27.01.2020	0547235	20,000,000	-	-	20,000,000	6.00%	464,364	599,159	461,368	-	1,063,523
44	Agrani Bank Ltd.	26.01.2020	0507416	20,000,000	-	-	20,000,000	5.60%	461,235	825,816	177,749	-	1,287,051
45	Bangladesh Krishi Bank	26.01.2020	3856	20,000,000	-	-	20,000,000	6.50%	503,715	651,204	500,465	-	1,154,919
46	Premier Bank Ltd.	26.01.2020	02198119	20,000,000	-	-	20,000,000	5.00%	468,701	604,129	388,064	-	1,072,830
47	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	26.01.2020	200849	10,000,000	-	-	10,000,000	7.50%	295,394	375,683	293,489	-	671,077

Sl. No	Name of Bank	Opening Date	FDR No.	Investment				Interest Rate %	Interest				
				Opening Balance	Investment During the Year	Encashed During the year	Closing Balance		Opening Balance	Received During the Year	Accrued During the Year	Encashed During the year	Closing Balance
	1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10	11	12=9+10	13=(9+10-12)
48	NRB Commercial Bank Ltd.	04.10.2020	0097957	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	960,500	539,500	1,139,000	-	1,500,000
49	NRB Commercial Bank Ltd.	03.03.2021	40071	30,000,000	-	-	30,000,000	6.00%	497,250	1,017,750	505,750	-	1,515,000
50	AB Bank Ltd.	29.11.2021	3731033		20,000,000	-	20,000,000	6.00%	-	-	600,667		-
51	Union Bank Ltd.	29.11.2021	151600		20,000,000	-	20,000,000	6.00%	-	-	600,667		-
52	Sonali Bank Ltd.	28.11.2022	995092		150,000,000	-	150,000,000	5.50%		-	4,149,063		-
Grand Total				1,335,033,188	190,000,000	91,800,000	1,433,233,188		29,085,398	53,330,082	30,555,477	10,834,813	71,580,667

2020-2021

Opening Balance (Principal)	1,405,033,188
Less: Encashment (Principal)	130,000,000
Add: Investment (Principal)	60,000,000
	1,335,033,188

Bangladesh Energy Regulatory Commission
Interest Receivable & Received Calculation
As at 30 June 2022

Sl. No.	BERC FDR No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable Daily	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest Receivable
					1	2	3	4	5=(1*2)/360*D	6	7	8	9=(3*4)/360*D	10	11	12=10+11	13=9-12
1	89	Basic Bank Ltd.	20.05.2018	102732	22,309,016	7.00%	23,621,403	6.00%	1,255,871	188,381	15,000	1,052,490	157,476	23,621	-	23,621	133,855
2	90	IFIC Bank Ltd.	20.05.2018	1285103	24,007,858	6.50%	25,412,317	6.00%	1,351,088	202,663	-	1,148,425	165,180	16,518		16,518	148,662
3	97	Agrani Bank Ltd.	03.07.2018	507549	31,454,250	5.75%	33,462,349	6.00%	-	-		-	2,007,741	301,161	-	301,161	1,706,580
4	98	Janata Bank Ltd.	03.07.2018	0547558	21,008,000	6.75%	23,064,599	6.00%	11,532	1,730	15,000		353,657	53,049	-	53,049	300,609
5	136	Sonali Bank Ltd.	01.04.2019	0905941	75,545,000	6.00%	81,155,841	6.00%	4,146,106	621,916	80,000	3,444,190	1,095,604	164,341	-	164,341	931,263
6	137	Janata Bank Ltd.	01.04.2019	547594	84,250,000	6.25%	88,629,626	6.00%	5,311,478	796,722	40,000	4,474,756	1,314,673	197,201	-	197,201	1,117,472
7	138	Agrani Bank Ltd.	01.04.2019	507586	31,530,000	6.00%	33,138,030	5.50%	1,280,484	192,073	-	1,088,412	445,522	66,828	-	66,828	378,694
8	139	Bangladesh Krishi Bank	01.04.2019	3781	86,565,000	7.00%	89,556,618	6.00%	4,030,048	604,507	40,000	3,385,541	1,298,571	194,786	-	194,786	1,103,785
9	140	EXIM Bank Ltd.	01.04.2019	851190	21,530,000	6.00%	22,628,030	6.00%	1,018,261	152,739	-	865,522	331,878	49,782	-	49,782	282,096
10	142	IFIC Bank Ltd.	01.04.2019	1285415	21,800,000	6.00%	23,075,300	6.00%	1,038,388	103,839	-	934,549	338,438	33,844	-	33,844	304,594
11	144	Premier Bank Ltd.	01.04.2019	0278794	21,605,000	8.00%	22,872,488	5.00%	1,028,362	154,254	15,000	859,108	276,376	41,456	-	41,456	234,920
12	145	Janata Bank Ltd.	15.04.2019	0547595	21,105,000	6.50%	21,646,608	6.00%	2,302,459	44,135	15,000	2,243,324	270,583	40,587	-	40,587	229,995
13	146	Bangladesh Krishi Bank	15.04.2019	3786	31,773,000	7.00%	33,648,493	6.00%	1,598,304	239,746	15,000	1,343,558	409,590	61,408	-	61,408	347,981
14	148	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	15.04.2019	4239	21,518,000	6.00%	22,600,418	6.00%	1,073,520	161,028	15,000	897,492	274,972	41,246	-	41,246	233,726
15	149	Janata Bank Ltd.	25.06.2019	547213	31,708,500	6.70%	33,325,634	6.00%	1,966,212	294,932	15,000	1,656,280	27,771	4,166	-	4,166	23,606
16	150	Agrani Bank Ltd.	26.06.2019	67699	21,008,000	6.00%	22,079,408	6.00%	1,316,504	197,476	15,000	1,104,028	14,720	2,208	-	2,208	12,512
17	151	Basic Bank Ltd.	25.06.2019	118549	31,773,000	7.00%	33,648,494	6.00%	1,985,262	297,789	15,000	1,672,472	28,040	4,206	-	4,206	23,834
18	152	Bangladesh Krishi Bank	25.06.2019	3811	19,306,063	7.00%	20,439,773	6.00%	1,205,946	180,892	15,000	1,010,054	13,627	2,044	-	2,044	11,583
19	153	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	25.06.2019	3854	21,518,000	6.00%	22,600,418	6.00%	1,341,680	201,252	15,000	1,125,428	15,067	2,260	-	2,260	12,807
20	154	Premier Bank Ltd.	25.06.2019	0278900	21,773,000	6.00%	23,052,601	5.00%	1,359,203	203,880	15,000	1,140,323	12,807	1,921	-	1,921	10,886
21	156	Janata Bank Ltd.	14.10.2019	547224	20,000,000	6.70%	21,681,481	6.00%	354,792	53,219	15,000	286,573	892,554	133,883	-	133,883	758,671
22	157	Bangladesh Krishi Bank	14.10.2019	3828	35,000,000	7.00%	37,055,500	7.00%	1,514,150	227,123	15,000	1,272,028	1,858,951	278,843	-	278,843	1,580,108
23	159	South East Bank Ltd.	14.10.2019	7522232	10,000,000	6.00%	10,790,000	5.50%	296,725	44,509	15,000	237,216	425,306	63,796	-	63,796	361,510

Sl. No.	BERC FDR No.	Name of Bank	Date	FDR No.	Received principal	Rate	Renewal Principal Amount	Rate	Received	Source Tax	Excise Duty	Net Interest Received	Interest Receivable Daily	Source Tax	Excise Duty	Source Tax+ Excise Duty	Net Interest Receivable
					1	2	3	4	5=(1*2)/360*D	6	7	8	9=(3*4)/360*D	10	11	12=10+11	13=8-12
24	160	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905960	30,000,000	6.00%	33,110,418	5.50%	735,970	110,396	15,000	610,575	1,111,269	166,690	-	166,690	944,579
25	161	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905961	30,000,000	6.00%	33,110,418	5.50%	945,990	141,899	15,000	789,092	1,111,269	166,690	-	166,690	944,579
26	162	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905962	30,000,000	6.00%	33,110,418	5.50%	735,970	110,396	15,000	610,575	1,111,269	166,690	-	166,690	944,579
27	163	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905963	20,000,000	6.00%	22,064,408	5.50%	490,737	73,611	15,000	402,126	740,537	111,081	-	111,081	629,456
28	164	Sonali Bank Ltd.	20.11.2019	905964	20,000,000	6.00%	22,064,408	5.50%	490,737	73,611	15,000	402,126	740,537	111,081	-	111,081	629,456
29	165	Janata Bank Ltd.	19.11.2019	0547225	30,000,000	6.70%	31,708,500	5.25%	734,580	110,187	40,000	584,393	836,972	125,546	-	125,546	711,426
30	166	Agrani Bank Ltd.	19.11.2019	507408	40,000,000	6.00%	42,013,000	5.40%	1,429,342	214,401		1,214,941	1,485,335	210,800	-	210,800	1,194,535
31	167	Agrani Bank Ltd.	19.11.2019	507409	30,000,000	6.00%	31,530,000	5.40%	729,725	109,459		620,266	1,054,679	158,202	-	158,202	896,477
32	169	Bangladesh Krishi Bank	19.11.2019	3842	20,000,000	7.00%	21,163,000	7.00%	729,410	109,412	15,000	604,999	905,306	135,796	-	135,796	769,510
33	172	BRAC Bank Ltd.	19.11.2019	48006	10,000,000	6.00%	10,734,542	6.00%	171,753	25,763	-	145,990	598,967	129,625	-	129,625	269,342
34	173	Sonali Bank Ltd.	30.12.2019	905967	50,000,000	6.00%	55,137,438	5.00%	1,577,340	236,601	40,000	1,300,739	1,417,803	212,670	-	212,670	1,205,133
35	174	Janata Bank Ltd.	30.12.2019	0547231	60,000,000	6.70%	63,060,000	5.50%	1,812,975	271,946	40,000	1,501,029	1,734,150	260,123	-	260,123	1,474,028
36	175	Basic Bank Ltd.	30.12.2019	118846	10,000,000	7.00%	10,627,500	6.00%	371,962	37,196	15,000	319,766	320,596	48,089	-	48,089	272,507
37	179	Social Islamic Bank Ltd.	30.12.2019	10512307	10,000,000	6.50%	10,945,000	6.50%	355,712	35,571	-	320,141	225,285	22,528	-	22,528	202,756
38	180	Sonali Bank Ltd.	26.01.2020	905970	20,000,000	6.00%	22,061,255	5.00%	920,719	138,108	15,000	767,611	471,866	70,780	-	70,780	401,086
39	181	Janata Bank Ltd.	27.01.2020	0547235	20,000,000	0.00%	21,147,500	6.00%	722,540	108,381	15,000	599,159	542,786	81,418	-	81,418	461,368
40	182	Agrani Bank Ltd.	26.01.2020	0507416	20,000,000	6.00%	21,005,000	5.60%	971,548	145,732		825,816	209,116	31,367	-	31,367	177,749
41	183	Bangladesh Krishi Bank	26.01.2020	3856	20,000,000	7.00%	21,175,000	6.50%	783,769	117,565	15,000	651,204	588,783	88,317	-	88,317	500,465
42	185	Premier Bank Ltd.	26.01.2020	02198119	20,000,000	6.50%	21,345,000	5.00%	728,387	109,258	15,000	604,129	456,546	68,482	-	68,482	388,064
43	187	Bangladesh Commerce Bank Ltd.	26.01.2020	200849	10,000,000	7.50%	10,762,000	7.50%	459,627	68,944	15,000	375,683	345,281	51,792	-	51,792	293,489
44	188	NRB Commercial Bank Ltd.	04.10.2020	0097957	-	0.00%	30,000,000	6.00%	670,000	100,500	30,000	539,500	1,340,000	201,000	-	201,000	1,139,000
45	189	NRB Commercial Bank Ltd.	03.03.2021	40071	-	0.00%	30,000,000	6.00%	1,215,000	182,250	15,000	1,017,750	595,000	89,250	-	89,250	505,750
46	190	AB Bank Ltd.	29.11.2021	3731033			20,000,000	6.00%	-	-	-	-	706,667	106,000	-	106,000	600,667
47	191	Union Bank Ltd.	29.11.2021	151600			20,000,000	6.00%	-	-	-	-	706,667	106,000	-	106,000	600,667
48	192	Sonali Bank Ltd.	28.11.2022	995092			150,000,000	5.50%	-	-	40,000		4,881,250	732,188	-	732,188	4,149,063
Total			**Grand Total**				**1,557,060,233**		**54,570,168**	**7,795,988**	**770,000**	**46,049,378**	**35,986,837**	**5,431,360**	**-**	**5,431,360**	**30,555,477**

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

ফটো গ্যালারি

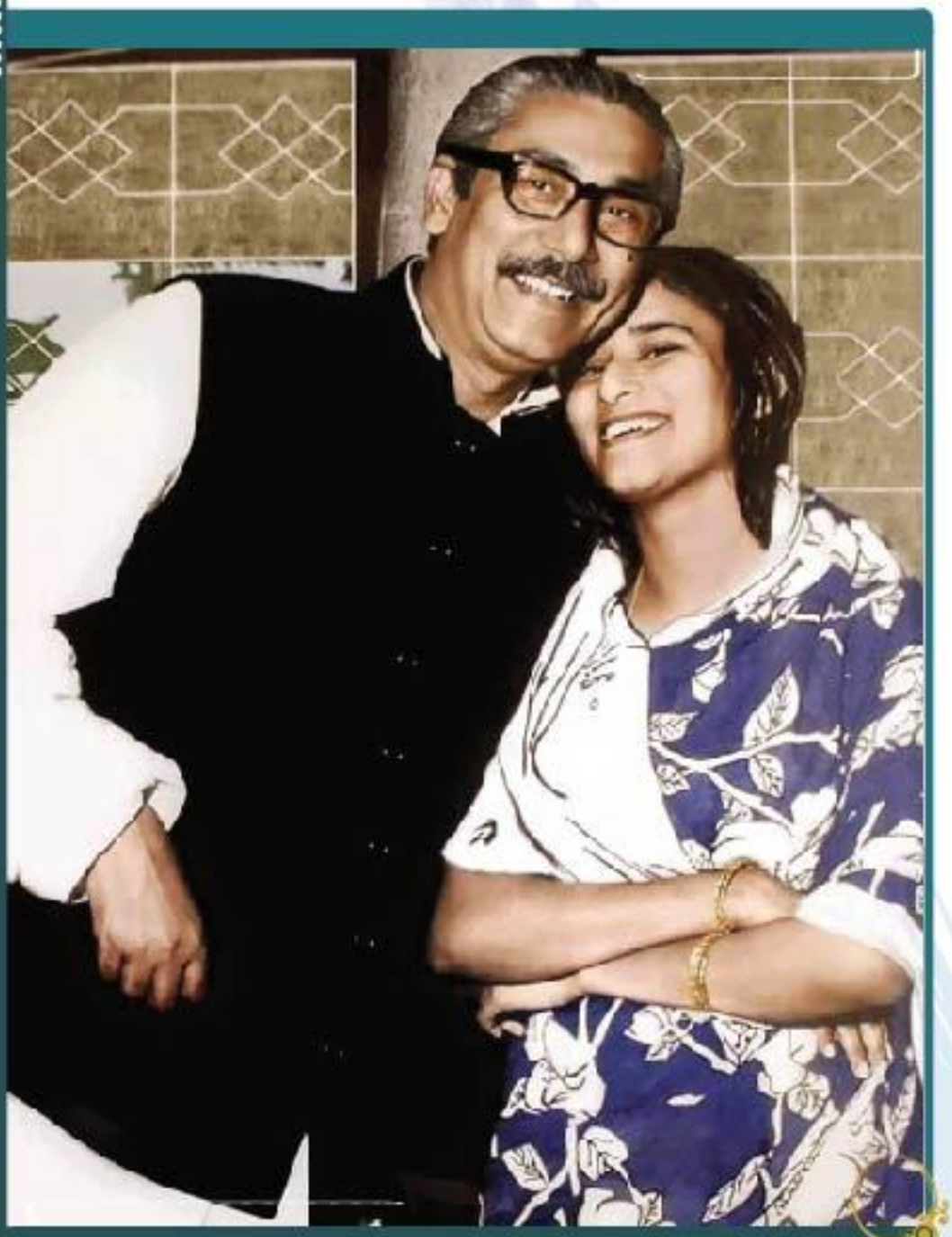

বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে একান্ত ঘনিষ্ট মুহূর্তে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সাথে সভা করছেন মাননীয় উপদেষ্টা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম-এর নিকট হস্তান্তর করছেন
কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ
এম পি-এর নিকট হস্তান্তর করছেন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ
এম পি-এর নিকট হস্তান্তর শেষে ফটোসেশান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আনিসুর রহমান-এর নিকট
হস্তান্তর শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের
বার্ষিক প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমেদ কায়কাউস-এর নিকট
হস্তান্তর করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া-এর নিকট
হস্তান্তর করছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

University of Florida তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকালীন
কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও প্রশিক্ষণার্থীগণের একাংশ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে নব যোগদানকৃত সিনিয়র সচিব
জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন মহোদয়কে কমিশনের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে বিরোধ নিষ্পত্তি শুনানীতে মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর
বিদ্যুতের পাইকারী মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিষয়ে অনুষ্ঠিত শুনানীতে বক্তব্য রাখছেন
কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর
বিদ্যুতের পাইকারী মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিষয়ে অনুষ্ঠিত শুনানীতে উপস্থিতির একাংশ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মহফিলে বক্তব্য রাখছেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মহফিলে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

শেখ রাসেল দিবসের আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন
কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল

শেখ রাসেল দিবসের আলোচনায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

বিইআরসি'র প্রতিনিধিদলের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাসটেইন্যাবল ও রিনিউয়েবল এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মতবিনিময় সভা

University of Florida তে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ও প্রশিক্ষণার্থীগণের একাংশ

SAFIR এর 23rd Executive Committee Meeting এ উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

কমিশনের বিদায়ী পরিচালক জনাব আবুল হাছান খান-কে শুভেচ্ছা প্রদান

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের পক্ষ হতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের পক্ষ হতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

Graphics Design : Love Media @ Simul shankar

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
BANGLADESH ENERGY REGULATORY COMMISSION

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন, ৪র্থ তলা, ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা - ১২১৫

www.berc.org.bd